বাণী বসু

# ফেরো মন

BanglaBook.org

নাক উঁচু করে একটা
দীর্ঘশ্বাস নিল আবির। কিন্তু
সমস্ত ভেদ করে একটা মৃদু মেয়েলি
গন্ধ তাকে অভিভূত করে দিতে লাগল। বাইরে
কালাশনিকভ, কিন্তু ভালো, ভেতরটা
নির্ঘাৎ ভালো, কে জানে
কেমন পরিস্থিতিতে...

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বাণী বসুর জন্ম ১১ মার্চ, ১৯৩৯ (২৬ ফাল্গুন ১৩৪৬)। শিক্ষা ও কর্ম কলকাতায়। প্রথমে লেডি ব্রেবোর্ন, পরে স্কটিশ চার্চ কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী। হাওড়া বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজে ইংরেজি বিভাগে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন। ছাত্র-জীবন থেকে লেখালেখি, অনুবাদ। তখন লেখা প্রকাশ হয়েছে শৃন্বন্ত পত্রিকায়, রূপা প্রকাশনায়। সৃষ্টিমূলক লেখার জগতে প্রবেশ ১৯৮০ সাল নাগাদ। মূলত 'আনন্দমেলা' ও 'দেশ' পত্রিকায়। বহু উপন্যাস লিখেছেন, এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য জন্মভূমি মাতৃভূমি (প্রথম উপন্যাস), অন্তর্ঘাত, পঞ্চম পুরুষ, শ্বেত পাথরের থালা, উত্তর সাধক, গান্ধর্বী, একুশে পা, বৃত্তের বাইরে, মৈত্রেয় জাতক, অষ্টম গর্ভ, অমৃতা, মেয়েলি আড্ডার হালচাল, খারাপ ছেলে ইত্যাদি। এ ছাড়া গল্পের সংকলন এবং ছোটগল্পের একাধিক বই আছে। প্রধানত বড়দের লেখক হলেও ছোটদের জন্য ভিন্নস্বাদের লেখায় স্বচ্ছন্দ। তারাশঙ্কর (১৯৯১), শিরোমণি পুরস্কার (১৯৯৭), আনন্দ পুরস্কার (১৯৯৭), বঙ্কিম পুরস্কার (১৯৯৮)—পেয়েছেন এই সব উল্লেখযোগ্য পুরস্কার।

# ফেরো মন

বাণী বসু

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭৩

*FERO MON*
A Bengali novel *by* BANI BASU
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone 2241-2330/2219-7920 Fax (033) 2219-2041
e-mail deyspublishing@hotmail.com
₹ 100.00

ISBN 978-81-295-1170-6

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১, মাঘ ১৪১৭
দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০১২, মাঘ ১৪১৮

প্রচ্ছদ দেবাশিস সাহা

১০০ টাকা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-সংস্থাপনা দিলীপ দে, লেজার অ্যান্ড গ্রাফিকস্
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

উৎসর্গ

অগ্রপথিক লেখক বন্ধুদের

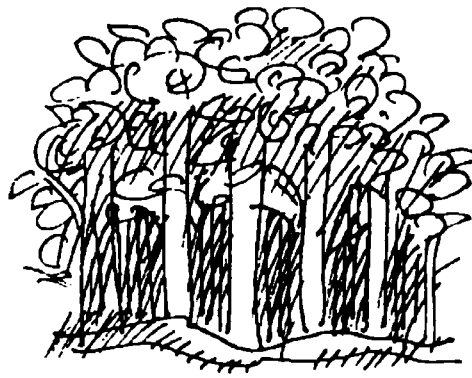

## ১. রংরুট

মাঝরাত বেশ কিছুক্ষণ পার হয়ে গেছে মনে হয়। নিকষ আঁধার। পেঁচাটা চ্যাঁ চ্যাঁ করে রাম চিকরোন চিকরেছে তাও বোধহয় মিনিট দশেক হয়ে গেল। এদের কেঁদ আর মৌয়া গাছগুলোর পাতা একে ঝুল কালো, তার ওপর ঘাড়ে ঘাড়ে গজিয়েছে। মাঝে ফাঁকটাক কিছু ঠাহর হয় না। রাতের আঁধার দশগুণ বাড়িয়ে তুলেছে শালোর গাছ। নিরেট আঁধারের মধ্যে দিয়ে নজর চলে না। যেন এই পৃথিবীতে সে ছাড়া আর কেউ নেই, কেউ না। সে বেবাক একা। হয় তাকে এখানে বসিয়ে সব চলে গেছে, বোকা, মুখখু, গরিব পেয়ে ঠকিয়েছে, আর তা নয় তো এ কোনও দত্যিদানোর কাজ। চুপিচুপি এসে সব্বাইকে টিপে মেরে ফেলেছে, কেউ টুঁ শব্দ করার সময় পায়নি। তাকে ছেড়ে দিলে কেনও কার কী কম্মে লাগবে সে? কিচ্ছু না। বোধহয় ধীরেসুস্থে রসিয়ে রসিয়ে তারিয়ে তারিয়ে খাবে! বাইশ বছরের টাটকা মাংস। একসময়ে আজুকাকার দোকানে অঢেল সর-জিলিপি খাওয়া, এখন দিনরাত্তির কসরত শেখা শরীর, নিশ্চয় তার একটা আলাদা সোয়াদ আছে। কাবলি মটর খাওয়া দুম্বার যেমন থাকে।

ভয় তো আছেই, নাম না জানা আতঙ্ক এক। কখন কী হয়, তাকে কী করতে বলে, মরণ তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়া! উফ্‌ফ এই রাত্রপাকার

BanglaBook.org

ভনভন বোঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ আওয়াজে একেক সময় তার মাথায় খুন চেপে যায়। মনে হয় আছড়ে অস্তরটা ছুড়ে ফেলে টেনে একখানা ছুট দেয়। রিভলভারখানা দু-বার লুফে প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে ফেললে সে। গান্ডু! শালো শুয়ার কি বাচ্চা! চাপা গলায় সে গরজে উঠল। কাকে বলল? মুরারি মাস্টারকে, আজুকাকাকে? না, নিজেকেই? অজিত তপাদার ইস্টিশন বাজারের চায়ের দোকানি চোরঠ্যাঙানি দিয়ে তাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে না দিলে কি সে মুরারি মাস্টারের হাতে পড়ত? চোখ মুছতে মুছতে দোকান থেকে বেরিয়ে আসছে, এলাকার মুরুব্বি মুরারি মাস্টার বলল—ছেলেটাকে মারলে আজু? বয়সের ছেলে, ছি ছি! আয় তো রে আমার সঙ্গে, এই ছেলে?

পেট ভরে মাছভাত একদিন, মাংসভাত একদিন, খাওয়ালে—দুটো খাবি তার জন্যে এত খোয়ার? চ তোকে চাকরিতে ঢুকিয়ে দিই। করবি? ট্রেনিং নিতে হবে। বাড়ি ছেড়ে থাকতে হবে, বাস, প্রোবেশনে পাঁচশ টাকা মাইনে, পরে কোন না দু-তিন হাজার, বল করবি কি না।

তার তো মাইনে শুনে চোখ কপালে উঠেছে। তক্ষুনি রাজি। এখন ভেবে লাভ নেই, কিন্তু বাঁকড়োর গলি-বস্তিতে তার মা আর বোন দুটো দুলি আর ভুলি তাহলে আছে ভালোই, তার দরুনের টাকাটা যদি ওদের দিয়ে থাকে এরা। আগাম দিয়েছিল হাজার, তার থেকে পাঁচশো ছুড়ে দিয়েছিল মার দিকে।—একি রে ফ্যালা? এত টাকা? ওয়াগন ভাঙার কাজ ধল্লি শেষে?

—দে দে ফেরত দে তাহলে। ওয়াগন ভাঙা। দে ফেরত, খবরদার আমাকে ফেলা ডাকবি না। আমি সুফল।

নামটা মুরারি মাস্টারেরই দেওয়া।—ফ্যালা? ছি ছি! আর কোনও নাম নেই তোর? ইস্কুলের খাতায়? সেখানেও...? না না, এ ঠিক নয়। শোন তোর নাম সুফল। চাকরির জায়গায় নাম জিজ্ঞেস করলে বলবি—সুফল।

আর তাকে পায় কে? ভোর ভোর উঠে মা আর বোনদুটো কিছুক্ষণের জন্যে হাপিস হয়ে যেত। বাবুদের বাড়ির কাজ। যাচ্ছিস তো ঝি খাটতে,

BanglaBook.org

তার আবার মটমটানি কত? এগারোটা কী বারোটার সময়ে উঠে-বসে কাছাকাছি কাউকে দেখে যদি ভাত চেয়েছে তো কী মুখ! কী মুখ! ভাত রোজকার করে নি আয়, আজ সাহাবাবুদের বাড়ি রুটি দিয়েছে, ডাল দিয়ে খাবি তো খা। হঠাৎ সেই বাসি রুটি ডালের গন্ধে ভরে যায় বনভূমি, বাসি বিছানার গন্ধটাও তার সঙ্গে। সেও বোধহয় এর চেয়ে ভালো ছিল!

ঝপ করে সে পুরুলিয়ার ট্রেনিং ক্যাম্পে ভর্তি হয়ে গেল। আরও কতকগুলো ছেলে, কেউ কারোর নাম জানে না, বলা বারণ... ওঠবোস, ডিগবাজি খাওয়া, বুকে হাঁটা, পেছু হাঁটা, দৌড়, দম বেরিয়ে গেছে একেবারে। তার দড়িপাকানো চেহারা দেখলে কেউ বলবে না ঝাঁ করে সে ছুরি বার করে ফেলতে পারে, এক ঘুঁষিতে দাঁত ফেলে দিতে পারে দরকার পড়লে। তারপর শুরু হল অর্ডার আর হুংকার। সামান্য ভুল করলেই লাঠির বাড়ি। আর ততদিনে তার ফেরার পথ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। ফেরেববাজ মুরারি মাস্টারকে আর কোনওদিন দেখতেই পেল না।

ঘড়ি নেই তার। সেলফোনে অনেক কসরত করে সময়টা দেখা গেল বারোটা তিপ্পান্ন। সেলফোন সবসময়ে কাজ করে না। চোরাইমোরাই ফোন, লিডারদের হাতফেরতা হয়ে আসে তাদের হাতে। জাত আছে নাকি এ সব ফোনের? এ দিকে টাওয়ারের গলতিও আছে। কল ধরা যায় না। ফোনটা নিয়ে একবার এ-মুখো হও, আরেকবার ও-মুখো হও, তবে পেলেও পেতে পারো। যে যা পেয়েছে তাই দিয়ে কাজ চালায়। কারও হাতে ঘড়ি, কারও মুঠোয় ফোন, কেউ ছোট্ট ট্রানজিস্টর রেডিওসেট ব্যবহার করে। কারণ, সময়, সময় জিনিসটা খুব জরুরি, আর খবর, খবরও। সময় আর খবর এই দুটো জিনিসের ওপর নির্ভর করেই বনের জীবন চলেছে।

একটা সময় ছিল যখন সময় বলে আলাদা কিছু ছিল না তার কাছে। হতে পারে সে নামে ফ্যালা কিন্তু আসলে তো সোনার আংটি।

BanglaBook.org

ব্যাটাছেলের জাত। মা-বোনেরা যেমন করে হোক মুখে ভাত জোটাত, দিনে না হোক, রাতে। টিনের চালের ঘরে একদিকে ছোট তোলা উনুনে আঁচ পড়ছে দেখলেই তার জিবে জল এসে যেত। এক্ষুনি ভাত ফোটার বাস বেরোবে, তাতে দিয়ে দাও দু-চার আলু সেদ্ধ, পুকুরপাড় থেকে নিয়ে এস কলমিশাক, খেসারির ডাল যদি তার সঙ্গে হল তো সে তো ভোজ বললেই হয়! দুটো ছেলে মরে তিনবারের ছেলে বলে যমকে ধোঁকা দিতে সে ফ্যালারাম। কিন্তু ইস্কুল পরীক্ষায় দু-বারের বার ফেল করে সে তার মায়ের কাছে সত্যি সত্যি ফ্যালা হয়ে গেল। সে নাকি তার হাড়পাঁজরা পণ করে ছেলেকে জাতে ওঠাতে চেয়েছিল, ছেলে তাতে বাদ সাধলে রাগ হবে না? রোজ একবার করে বলবে—সাহাদের বাড়ি-ঘর-দোর পোষ্কার করার লোক খুঁজতেছে, ধরে নে না কাজটা। ধরে নে না কাজটা! যে মা তাকে পাখা-চলা টেবিলঅলা আপিসে চেয়ারে বসে কাজ করার স্বপন দেখিয়েছে সেই মা-ই। দূর করো! বলে সে একদিন ইস্টিশন বাজারের চায়ের দোকানে গিয়ে উঠল। উদোম খাটুনি, সত্যি কথা, কিন্তু লোকের বাড়ি চাকর খাটার চেয়ে তো পেসটিজ আছে? পেল্লায় পেল্লায় বাসন মাজতে হত। কালিঝুলি পোড়া। উদয়াস্ত চা হচ্ছে আর ঘুগনি। মোটা মোটা রুটি টোস, আলুরদম...। ভোরবেলা জিলিপির আঁচ পড়বে। বেশ চলছিল। দুধের কড়াতে মোটা মোটা সর পড়ত, প্রায়ই খেত, একদিন, ফট করে ধরা পড়ে গেল। পড়ত না, ঘরশত্রু হল ব্যাটা ন্যাংলা গোবদ্ধন। গোবরা যে কেন এমন করল সেটা তার কাছে এখনও অবাক কাণ্ড মনে হয়! আরে গোবরাই তো তাকে কোল্ড ড্রিংকের চোং দিয়ে সর ফুটো করে দুধ খেতে শিখিয়েছিল! যতই খাটনি হোক, কথায় আছে না পেটে খেলে পিঠে সয়? মজাসে কাটছিল দিনগুলো। চেহারাটাও ফিরে গিয়েছিল বেশ। আজু মাঝে মাঝেই কুট কুট করে দেখত। কী ভাবত কে জানে! একেন্নম্বরের চোর গোবরাটা যে অমন করে চুকলি কাটবে কে ভেবেছিল? খদ্দেরদের চা টোস দিতে হলেই মালিক ফ্যালাকে ডাকত। গোবরা নেংচে নেংচে যাবে এটা বোধহয় তার পছন্দ হত না! তাইতেই কি খচে গেল গোবরাটা? তবু

BanglaBook.org

যদি সে খদ্দেরদের থেকে বকশিশ টিস পেত! সেখানেও তো লবডংকা রে বাবা!

ঘন বনের মধ্যে কোনও হাওয়া বয় না। রাতের দিকে আবার নাকি কার্বন-ডাইক্সাইড গ্যাস ছাড়ে বানচোত গাছগুলো, তাইতেই আরও দমবন্ধ হয়ে আসতে চায়। বস্তিই হোক আর যাই-ই হোক সে হল শহরের ছেলে। নাইট শো-এ হুল্লোড় করে সিনেমা দেখবে, বর্ষার দিনে কাদা মেখে মাঠে ফুটবল খেলবে, পানের দোকানে রেডিয়ো চলবে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্রিকেট কমেন্টারি শুনবে, ইস্টিশনের দিক থেকে বয়সের মেয়ে এলে সিটি দেবে কষে, তবে না লাইফ?

অনেক দূরে চলে গেছে সে সব। জীবনে কখনও এত বন দেখতে হবে ভাবেনি সুফল। কিংবা এত রোড ম্যাপ। এই বুক ফুলিয়ে মার্চ, পরক্ষণেই তাড়া খাওয়া জানোয়ারের মতো ছুট ছুট ছুট...

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

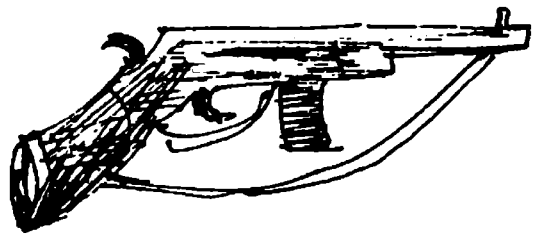

## ২. লিডার

বাইরে পাহারা রয়েছে। ভেতরে ইনা অ্যাব্রাহাম নিশ্চিন্তে বন্দুকের নল পরিষ্কার করছিল। কারণ বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস। কবে ক্ষমতা, কখন ক্ষমতা, কেমন ক্ষমতা এ সব নিয়ে তার কোনও মাথাব্যথা নেই। ফালতু কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে সে চায় না। সে শুধু একটা প্রশ্নকে ধ্রুব করে রেখেছে। কেন ক্ষমতা? এ কথা তাকে জিজ্ঞেস করো, অক্সিডাইজড মুখে সংকল্পের কঠিন চুরুট ঠোঁটে সে উত্তরটা পাকাপাকি দিয়ে দেবে। সে শুনিয়ে ও দেখিয়ে দেবে পৃথিবীর ইতিহাসে ক্ষমতাই শেষ কথা। রাজতন্ত্র সৃষ্টি হয়েছিল শাসনপালনের জন্য? ভুল। ক্ষমতার জন্য। যাতে একজন লোক বহুলোকের ওপর ক্ষমতা জাহির করতে পারে, যাতে গুটিকয় লোক পৃথিবীর যাবতীয় সুখ ভোগ করতে পারে। সেই রাজা বা রাজপ্রমুখদের সরাতে যুগের পর যুগ হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হয়েছে মানুষের ছেলেমেয়েদের। উপরন্তু এই ক্ষমতা হাতে রাখবার জন্যেই তাবৎ ভেলকির সৃষ্টি। ভগবান আধ্যাত্মিকতা, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন এমনকী বিজ্ঞানও। মস্তিষ্কের ক্ষমতা কোনও নির্ণায়ক হতে পারে না তার মতে। তুমি মাথা খাটিয়ে এরোপ্লেন ওড়ানো বার করতে পেরেছ, খুব ভালো কথা, তবে এরোপ্লেন ওড়াও। ওষুধ বার করতে পেরেছ, তাই নাকি ? আমরা যুগ-যুগান্তরের এবং নিশিদিনের অভিজ্ঞতায়

BanglaBook.org

আমাদের ওষুধপালা জানি। ও অসুখও তোমাদের তার ঔষধও কাজেকাজেই তোমাদের। তার জন্যে আমাদের কাছে ট্যাকসো নিয়ো না। তার জোরে আর পাঁচজন মানুষের থেকে তুমি বেশি ভালো খাবে, বেশি ভালো থাকবে, তোমার শীত-গ্রীষ্মের তফাত বোধ হবে না, তুমি হাঁচলে কাশলে ডাক্তারদের বোর্ড বসে যাবে, আর যে এরোপ্লেন বানায়নি, ওষুধের পেটেন্ট নিয়ে ব্যবসা বানায়নি, তবে জুতো সেলাইয়ের কাজটা ভালো জানে তাকে হাসপাতালের দোরে দোরে ঘুরে যক্ষ্মার কাশি কাশতে বেঘোরে মরতে হবে এটা হয় না। আমি জঙ্গলে জন্মেছি, আমি গাছপালার খবর জানি, আমার ট্র্যাডিশন বলে আমি বাপু জঙ্গলের রাজা। তার ভালো-মন্দ আমার চেয়ে বেশি কেউ বোঝে না। আমি ইচ্ছে করলে কেঁদ গাছের পাতা কুড়োব, মহুয়া থেকে মদ তৈরি করব, সাহরায় আর করম পরব করব, শিকার খেলব, যৌবন এলে পাঁচটা মরদের সঙ্গে যৌবনখেলা খেলব, তারপর ইচ্ছে হলে ঘর বাঁধব, আবার কয়েকটি বৃক্ষরং ছেলেপিলের জন্ম দেব, আমাকে যে বিশাল বিশাল সৌধ বানাতেই হবে, বড় বড় বই লিখতেই হবে, দোকান সাজিয়ে এটা-ওটা বিক্রি করতেই হবে তার কোনও মানে নেই। যার ইচ্ছে যাচ্ছে সে করুক গিয়ে। কিন্তু যার যে জীবন পছন্দ তাকে সেই জীবনে সুস্থভাবে বাঁচতে দিতে হবে। আমারই জঙ্গলে তুমি কে হে লাটসাহেব যে আমার ওপর কর্তাত্বি ফলাতে এসেছ? হরিণ বাঘ সব অভয়-পশু, ভয় হল গিয়ে খালি আমাদের। গাছ তো কেটে নিয়ে যাচ্ছিস তোরা, চোরজোচ্চোর, আমাদের ওপর লাঠি ঘোরাতে আসছিস কোন মুখে? গাছ কাটবে না। গাছ তোর বাপের? খুব সুবিধে, না? একদিক থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করছিস তো আরেক দিক থেকে ফাঁক করছিস। নাম্বা নাম্বা বাড়ি বানাচ্ছিস আর তাতে ফার্নিচারের পর ফার্নিচার, কাঠের পিন্ডি চটকাচ্ছে কে? দরকার নেই আমার অমন বেওয়াফা সভ্যতায়। যাহ্ ওঠে যা!

লক্ষ্মী মিত্তল আর বুরুং মুর্মু সোনিয়া গান্ধী আর মংলি মুণ্ডা আলাদা [illegible] সুযোগ সুবিধে পাবে না হয় না। মংলি ইচ্ছে করছে না, [illegible] দশ জনপথে সে থাকছে না এখানে কোনও চুক নেই। কিন্তু মুণ্ডাতরুণীর

যদি দিল্লি বেড়াতে যেতে ইচ্ছে হয়, তাকে ট্রেনের বাথরুমের পাশে বসে যেতে হবে কেন? কেনই বা সে দিনের পর দিন বনকুড়োনো খাবার খেয়ে বাঁচবে? তার চারবেলা অন্ন চাই, পরনের বস্ত্র চাই, বন থেকে বের করেছিস, তোদের সভ্যতার ছোঁয়াচে আমাদের অসুখ করেছে, ওষুধ চাই, মাথার ওপর চাল চাই। এগুলো যদি না দিতে পারিস তবে গুলি খা। হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের হাড়গোড়ের ওপর তোর কেনসিংটন প্যালেস আর দশ জনপথ আর ইন্দিরা ভবন আমরা বানাতে দোব না। আর যতই কমান্ডো পাহারার জন্যে রাখো বাছাধন, কমান্ডো রেখেছ মানেই মেনে নেওয়া যে তোমরা কেড়ে নিয়েছ। পরের ধন চুরি করেছ তাই তোমাদের আলিবাবার গুহার দরকার হচ্ছে। আজ যদি ওই ধনগুলো কবজা করতে পারি তবে ওই কেনসিংটন প্যালেস-ট্যালেস আমার। কেমন কি না?

সড়াক করে সে তার তেল চুকচুকে কালাশনিকভখানা নামায়, এটা সে নূতন পেয়েছে, তার বীরত্ব ও লিডারশিপের সাফল্যের খাতিরে। পুলিশ ক্যাম্প রেইড করে ক খানা পাওয়া গিয়েছিল, তারই একটা সে পুরস্কার কিংবা প্রোমোশনের দরুন পেয়েছে। এখনও সে অভ্যস্ত হয়নি এই দুর্দান্ত সাবমেশিনগানখানায়। অ্যাসল্ট রাইফেলদের মধ্যে সেরা, ম্যাগাজিনে ধরে তিরিশ রাউন্ড কার্তুজ, রেঞ্জ নাকি তিনশো মিটার। নতুন প্রেম তার এই ছিপছিপে তরুণটির সঙ্গে। নতুন প্রেম একটু মাখো মাখো হবেই, সে এটাকে হাতছাড়া সঙ্গছাড়া করে না। কভি না।

ইনার পাশে চূড়ান্ত আলস্যের ভঙ্গিতে এলিয়ে বসেছিল পদবিহীন রঘুবীর। পদবি বড় খতরনাক, তোমার জাতধম্মো জ্ঞাত গোত্র সব হাট করে খুলে দেয়। তাই রঘুবীর যত দিন রঘুবীর সে পদবিহীনও বটে। আপাতত সে কী ভাবছিল স্বয়ং ভগবানও জানেন না। রঘুবীরের বিধাতাপুরুষ একেবারে আলাদা, নকশা গোপন রাখতে তার জুড়ি নেই। যাই ভাবুক আলগা চোখদুটো সে ফেলে রেখেছিল চোরা লণ্ঠনের আলোয় দৃশ্যমান বন্দুক ও বন্দুকের নলের মতোই নৈর্ব্যক্তিক কালো

BanglaBook.org

চকচকে দুটো হাতের ওপরে। ওই হাতের ছোঁয়া রুক্ষ কর্কশ রঘুবীর জানে, জানে ওরা রক্তখাকি। কিন্তু এইরকম গভীর রাতে কখনও কখনও ধমনীর রক্ত চলকে ওঠে। ইচ্ছে করে ওই হাতদুটো নিজের কোনও প্রত্যঙ্গের ওপর চেপে ধরতে। এমনিতে সে দলের প্রয়োজন মতো খুব ম্যাটার অব ফ্যাক্ট। মাথার ভেতর সেলগুলো রেজিমেন্টেড সৈন্যদলের মতো নিয়ম মেনে কুচকাওয়াজ করে থাকে, লেফট রাইট, লেফট রাইট, ডাইনে মোড়ো, সিধে চলো, স্ট্যান্ড অ্যাট ইজ। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেও তো মানুষ! রাত্তিরের ডাইনি জড়িবুটি তাকেও তো আক্রমণ করবে! কী হয় ইচ্ছেটাকে আচমকা কাজে পরিণত করলে? সাপের ফণার মতো ফুঁসে উঠল তার ডান হাত, ফণা ধরেছে। পরক্ষণেই সপাটে একটা বোম্বাই চড় এসে পড়ল তার বাঁ গালে। বহুদিনের না-কামানো দাড়ি গোঁফ, এলোমেলো জটার মতো চুল মুখের বাকি নিরোম জমিটাকে আবছা করে দিয়েছে। রঘুবীর গালটাতে হাত বোলাল, তারপর নিচু গলায় তার মাতৃভাষায় একটা গালগাল দিয়ে উঠে গেল। ঝাঁপটা লাথি মেরে বন্ধ করে দিয়ে গেল পেছন থেকে। তার মূর্তি মুহূর্তে অন্ধকার থেকে অন্ধকারে। ইনা একবারও সে দিকে তাকাল না। যেন মশা মেরেছে মাত্র। রঘুবীরকে চড় মারা আর নিজের কবর খোঁড়া প্রায় একই কথা। কিন্তু ইনার সে ভয় অথবা ভাবনা আছে বলে মনে হল না। তার লম্বা লিকলিকে কালো শরীরটা পুরো আত্মবিশ্বাসে মোড়া। তার শীত-গ্রীষ্ম বোধ নেই। খিদেকে সে জব্দ করে ছেড়েছে, ঘুম তার হাতে ধরা। সে যে একটা বাইশ-তেইশ বছরের যুবতী সে কথা তার শরীর কখনও জানান দেয় কি না সন্দেহ। বয়সের উর্ধ্বে, ঋতুর অনুশাসনের উর্ধ্বে সব কিছু চাহিদার অতীত তার এই ব্যক্তিত্বকে পরদেশি রঘুবীরের বোঝার কথা নয়। কেউই কি বোঝে? খড়ের বিছানায় বন্দুকটাকে পাশবালিশের মতো করে নিয়ে সে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ আগেই সে কীটশানক তেল মেখেছে সর্বাঙ্গে, তাই চকচক করছিল চামড়া, তেলটার দুর্গন্ধে ভরপুর চারদিক। তার বুকের মধ্যে কুকরি, পকেটে পাবড়া, হাতে পাকানো গুলতি, মাথার মধ্যে ঠান্ডা রাগ, প্রতিশোধ স্পৃহার আগুন

BanglaBook.org

কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে রয়েছে সেখানে সাপুড়ের ঝুড়িতে চন্দ্রবোড়া যেমন থাকে, সে যেন গতকাল মাত্র হাতবদল হওয়া তার কোল্ট রিলভভারটা, সামান্যতম ইশারায় ফুঁসে উঠবে।

কে কার সংগ্রহ? ইনা রঘুবীরের না রঘুবীর ইনার? বলা শক্ত। রঘুবীর এ অঞ্চলে দায়িত্ব নিয়ে আসার অনেক আগেই ইনাকে পুরোপুরি তৈরি করে ফেলেছিল জনার্দন পণ্ডা।

মেদিনীপুরের ইউনিভার্সিটির ছাত্রাবাস থেকে নিক্ষিপ্ত বুলেটের মতো একদিন বেরিয়ে এসেছিল ইনা। ক্রিশ্চান ধর্মের পরিচয়, ক্রিশ্চান নাম কোনও পরিবর্তনই শেষপর্যন্ত তার আদি পরিচয়ের গ্লানিকে মুছে দিতে পারেনি। তার চেয়েও বড় কথা পরিচয়টাকে গ্লানি বলে না মেনে নিতে তার ইতিহাসের পাঠ তাকে শিখিয়েছিল।

—তোরা ইঁদুর খাস? খ্যাঁশ করে বলে উঠল।

—ভালো খেতে, তোমরাও তো কাছিম খাও ব্যাং খাও। খাও না? চিনারা আরশুলা খায়, সে হেসেছিল সৌহার্দ্যে।

—ধানখেত থেকে ধান উঠে গেলে ইঁদুরের গর্ত খুঁড়ে নাকি ধান নিয়ে আসিস! ইঁদুরের ঘরে চুরি হি-হি।

—হা-হা হি-হি।

—এখন আর খাই না।

—এখন ক্রিশ্চান ফাদাররা পচা শুয়োরের নাড়িভুঁড়ি খাওয়ায়। নাকের বদলে নরুন।

—এটা কী হচ্ছে, ওকে বিরক্ত করছ কেন?

—বেশ করব। ওর গা দিয়ে পচা ইঁদুরের গন্ধ বেরোয়। এক ঘরে থাকতে ঘেন্না করে। বলবই তো!

হস্টেল সুপার বললেন—এ আবার কী কথা! এখানে কি ইঁদুর খাচ্ছে? তোমরা যা ব্রেকফাস্ট খাও তাই তো খাচ্ছে। মুড়ি পাঁউরুটি চিড়েভাজা। ইঁদুরের গন্ধফন্ধ বাজে ওজর তুলো না।

সুজাতাদি বলল—ও যদি আমার ঘরে থাকে, অসুবিধে হবে ম্যাডাম? ওদের অত যদি ঘেন্না?

BanglaBook.org

সুপার বললেন—তুমি ফাইন্যাল ইয়ারে উঠে গেছো তাই তোমাকে সিঙ্গল ঘর দেওয়া হয়েছে, ডাবল করা নীতিবিরুদ্ধ।

নিয়মটা যদি বাধা হয়ে দাঁড়ায়? ধরুন ইনাকে যদি কনস্ট্যান্ট র‍্যাগিং সইতে হয়...আপনারাও কিন্তু আনসারেবল হবেন। এখনকার সরকারি পলিসি অন্তত তাই বলে।

—ঠিক আছে, ফর দা টাইম বিইং করা গেল চেঞ্জটা। কিন্তু কেউ অবজেকশন দিলে মুশকিল।

একটার পর একটা অবজেকশন আসতে লাগল।

—সুজাতা দাশ রুমমেট নিয়ে আছে, আমিও একজন রুমমেট নেব, ডাবল রুম, ডর্মে থাকব না।

সুপার ঝালাপালা হয়ে গেলেন।

তখন পরামর্শ এল—ম্যাডাম ওকে ছেলেদের হস্টেলে পাঠিয়ে দিন না, ওরাও গন্ধগোকুল, ওরাও পায়খানা করে জল ঢালে না, ইকোয়্যালি নোংরা। তাছাড়া সাঁওতালরা ছুকরি হয়ে উঠলেই লিভ টুগেদার করে। হি-হি। মেয়েদের সঙ্গে থাকতে ওদের অসুবিধে হয়,

ওরা নিজেরা বাথরুম নোংরা করে ইনার নামে দোষ দিত, ওকে দেখলেই শিস দিত। ওর নিকনেম ছিল মাচাং।

ক্লাস ভুল হলে নির্মমভাবে হাসত, প্রোফেসর আবার ন্যাকামি করে বলতেন—কেন অমন করছ তোমরা? ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার, ভুল হওয়াই তো স্বাভাবিক।—যেন কয়েক জেনারেশনের লার্নার হয়ে ওরাই ভুল করে না।

মাস কতক সয়ে ছিল, যে দিন ওর বিছানায় জামাকাপড়ে বাবার ফটোতে ওরা পায়খানা মাখিয়ে দিল সে দিন আর সইতে পারেনি, রইল তোদের এমএ পড়া। ফুঁসতে ফুঁসতে সে বেরিয়ে এসেছিল। অন্ধের মতো হিচ হাইক করতে করতে লোধাশুলির দিকে চলছিল। হঠাৎ প্রচণ্ড রাগ উঠে গেল নিজের পরিবার আর সমাজের ওপর। ফিরল। না অন্য কোথাও। অন্য কোথাও।

—কুথাকে যিব? পেছন ফিরে দেখে একমুখ পান নিয়ে এক সৈনিক,

BanglaBook.org

পুরো জলপাই উর্দি পরা।

—কুথাকে যিচ্ছিস?

—যিথাকে যাই, তুর কী? তুই কে বট? বিরক্ত হয়ে সে কথাগুলো ছুড়ে দিয়েছিল।

—তুকে মনে লাগছে, মিটিমিটি হাসল সোলজার, তিজি আছিস, একটু পান চিবিয়ে নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়েই বলল—তো যাঃ, যাবি তো মিশনে ফিরে যা, যিতে পারিস কলেজঅ বিশ্ববিদ্যালয়অ, গাল খিতে খিতে পাস দিবি, গান খিতে খিতে চাকুরি করবি... আপনমনে একটা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে পানের কুচি বার করতে লাগল দাঁত থেকে।

—একটা বন্দুক দিতে পারিস সিপাই!

—বন্দুকের রানি করে দিতে পারি তুকে। সহজ আত্মবিশ্বাসে বলল লোকটা, তারপর বলল—আরে মু জনার্দনঅ, জনার্দন পণ্ডা।

চমকে লোকটার দিকে তাকায় ইনা। কী সহজে বলল? ভয় নেই ডর নেই, ওর নামে হুলিয়া আছে। এ অঞ্চলের টেরর লোকটা। সবাই ওর নাম জানে। চেহারা কেউ চেনে না।

—যদি না যাই?

—না যাবি। তুর আর কুনো গতি নাই। তু মাতলা হয়ে গিছিস।

সাধারণ পিস্তল থেকে এখন এই অ্যাসল্ট রাইফেলে প্রোমোশন হয়ে গেল তার। এ কে ফর্টিসেভেন। কালাশনিকভ বলে একটা রাশিয়ান সাহেব পঁয়তাল্লিশ সালের কাছাকাছি সময়ে ডিজাইন করেছিল এটা। তার পরে যত দিন গেছে আরও আরও উন্নতি হয়েছে যন্ত্রটার। আরও স্লিম আরও ক্ষিপ্র, আরও বেশি ক্যাপাসিটি, এখন পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশ এটা ব্যবহার করে, নিজেদের মতো করে অনেক অদলবদল করে নিয়ে। এক নম্বরের সাবমেশিনগান। এটা হাতে থাকতে কাউকে ভয় করে না ইনা, রঘুবীরকেও না। রঘুবীরের থেকে অনেক গেরিলা ট্যাকটিক্স শিখছে তারা। এমপি থেকে অনেক ঘাটের জল খেয়ে এসেছে। শিখিয়ে না দিয়ে রঘুবীরের উপায় নেই। তাকেও তো টিকতে হবে রে বাবা! টিকতে হলে সহাবস্থান চাই, আশেপাশে সতর্ক পাহারা চাই। যারা

BanglaBook.org

ঘাঁতঘোঁত জানে, শরীরে ক্ষিপ্রতা, মনে তেজ, যথাযথ ট্রেনিং প্রাপ্ত। এই ট্রেনিংটাই আসল তফাতটা গড়ে দেয়। যে নিতে পারে, শিখতে পারে তার দাম অন্যদের চেয়ে লাফিয়ে বেড়ে যায়। যেমন ইনার বেড়েছে, তুলনায় সুফলের বাড়েনি। যদিও সুফল ব্যাট্যাছেলে, প্রকৃতি তাকে শারীরিক শক্তি ও সহ্যক্ষমতা দিয়েই পাঠিয়েছে, এবং ইনা মেয়ে, প্রকৃতিগতভাবে দুর্বল, নির্ভরশীল, আদুরে। আসলে ইনা নিজেই একখানা কালাশনিকভ, প্রকৃতি আর পরিস্থিতির হাতে গড়া। লিকলিকে লম্বা, কুচকুচে কালো ঘামতেল মাখানো ফিগার, চেহারার দিক থেকে লোধদের চেয়ে শবরদের সঙ্গে তার মিল বেশি। চোখদুটো দীঘল, ছোট কপাল, ঘন ঈষৎ কোঁকড়া চুল, নাকটা চ্যাপটা, মুখটাও চ্যাপটা, বেশ বড় চ্যাটাল মুখ। চলাফেরার মধ্যে যেমন ক্ষিপ্রতা তেমনই একটা নৃত্যশীলতা আছে, এটা প্রায় সবারই থাকে তাদের মধ্যে, যেন অদৃশ্য এক তবলার চাঁটিতে চলে। টাইগ্রেস, রঘুবীর বলে। নাগিন, বলেছিল জনার্দন। এই দু'জনেই তাকে স্বপন দেখিয়েছে এই বিস্তীর্ণ বনভূমি যা ন্যায়ত ধর্মত তাদের, সেখানে তারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। হয়তো এখুনি হবে না, হয়তো ইনার নাতি নাতকুড়রা তাদের আজকের লড়াইয়ের ফল পাবে, কিন্তু পাবেই। অনেক ভাবনাচিন্তার পর ইনা এটা মানতে পেরেছে। লড়াই করে যাবে সে, ফল পাবে তার উত্তরপুরুষ এটা মানা কঠিন। এটা কেন্দ্রীয় স্বপ্ন, স্বপ্নের নিউক্লিয়াস, বাইরে ঘুরে যাচ্ছে স্বপ্নের ইলেকট্রনরা, তাদের সব নেগেটিভ চার্জ। উন্নয়ন হয় না, র‍্যাশন মেলে না, নির্যাতন হয়ে চলেছে কথায় কথায়, মানসম্মান নেই, জঙ্গলে অধিকার নেই, শিক্ষার পথ নেই ইত্যাদি ইত্যাদি।

BanglaBook.org

## ৩. অতিথি

সামনে দাঁড়িয়ে কেয়ারটেকার মাহাতো। নিশ্চয় এ-ইই।

—আপনি কে আজ্ঞা?

—রজনীশ চতুর্বেদীর কোয়ার্টার্স তো এটা? আমি ওঁর বন্ধু, রাহা।

—সাহেব হঠাৎ জরুরি ফোন পেয়ে চলে গেছেন, এসে যাবেন আজ্ঞে, বিনীত ভঙ্গিতে বলল।

হতেই পারে। ব্যস্ত অফিসার, আবার এখানে তাকে ট্রানসফার করে নিয়ে আসা হয়েছে অবস্থা সামাল দিতে। কখন কোথায় ডাক পড়ে!

জঙ্গলের ওপর বেশ খানিকটা পরিষ্কার করে তৈরি হয়েছে বাংলোটা, বেশ বড়সড় বাংলো। পোর্টিকোটাতে ন'-দশ-জন বসে আড্ডা মারতে পারে, চা বা কফি সহযোগে। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলে আবার একটা বড় পরিসর যেটাকে হল বলা যায় না, কারণ তার অসমান আকার, আবার দালান বললেও যে ছবিটা আমাদের চোখে ভেসে ওঠে তাও ঠিক নয়। কেয়ারটেকার মাহাতো একটা দরজা ঠেলে তাকে আসতে ইঙ্গিত করল। এইভাবে একটা বাড়িঘরের পরিচিত ছবি পাওয়া গেল। দুটো বড় বড় ঘর, কোলে একটা লম্বাটে খাবার জায়গা। একদিকে কিচেন দেখা যাচ্ছে। ওদিকে আরেকটা দরজা। বাইরে যাবার না কী? খিড়কি? ইনটরেস্টিং!

—জলটল ঠিকঠাক পাওয়া যাবে? নিজের ওভারনাইট ব্যাগটা

BanglaBook.org

নামাতে নামাতে আবির জিজ্ঞেস করল।

ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখে নিল, বাইরে থেকে শুধু লাল টালির ছাত মনে হলেও, ভেতরে ফলস সিলিং রয়েছে, সেখান থেকে লম্বা ডাঁটিতে ঝুলছে পরিচিত কোম্পানির পাখা। যাক।

মাহাতো বলল—হ্যান্ড পাম্প, আমি ট্যাংকিটো ভরে দিয়েছি। একজন ব্যাভার করলে আজ্ঞে দিনটো চলে যায়।

মাহাতো রান্নাঘরের দিকে চলে গেলে সে নিজের ঘরটায় গিয়ে ঢুকল। বাংলো যেমন কেতার, আসবাব তেমন কিছু নয়। একেবারেই কাজচলা গোছের। এটা ফরেস্ট রেস্ট হাউজ নয়। ফরেস্ট অফিসারের বাংলো, সে ভদ্রলোক বোধহয় অনেক দিন এখান থেকে পিঠটান দিয়েছেন। কানে এসেছিল তিনি ছুটিতে, এবং লোকালয়মতো জায়গায় থাকেন ইদানীং। যে কারণে এ বাংলোটা রজনীশের জন্য রেকুইজিশন করতে সুবিধে হয়েছিল হোম ডিপার্টমেন্টের। একটা একানে খাট। মোটামুটি বিছানা। তার ধারে ছোট একটা কেঠো টেবিলে জলের কুঁজো বসানো। পাশে কাচের গ্লাস উপুড় করা। দেখলেই কেমন আকণ্ঠ জল তেষ্টা পায়। আবির দু-পা এগিয়ে এক গ্লাস জল গড়িয়ে ঢকঢক করে খেয়ে নিল। দারুণ তো জলটা? জলেরও এমন স্বাদ হতে পারে মনে ছিল না তার। আহ!

কোথায় রাখবে ব্যাগটা। কিছু নেই, ফাঁকা টেবিল বা আলমারি। ঘরের এক কোণে নামিয়েই রেখে দিল। নাহ, কলঘরটা লাগোয়াই। জামাকাপড়গুলো বদলে পায়জামা আর ফতুয়ায় একটু হালকা হয়ে নিল সে। একটা ডেকচেয়ার রয়েছে। লাল নীল ডোরা কাটা ক্যামবিসের ডেকচেয়ার। কোণে একটা পড়ার টেবিল রয়েছে। ওপরে স্তূপীকৃত ফাইল, কিছু বই এবং একটা ছোট্ট টিভি সেট। মনে হচ্ছে ব্যাটারিচালিত। একবার চালিয়ে দেখে নিল দূরদর্শন রয়েছে আর একটা প্রাইভেট চ্যানেল। ডাকচেয়ারে টান টান হয়ে সে একটা সিগারেট ধরাল। আজকাল ছেড়ে দিচ্ছে অভ্যাসটা। চিরদিনই অবশ্য নেশাফেশাগুলো হাতে ধরা তার। ইচ্ছে হল ধরাল একটা। দিনের পর দিন না খেয়েও দিব্যি চলে যায়।

—ঘরটা কি তোমার সাহেবের?

BanglaBook.org

সে ঠিকই বুঝেছে মাহাতো পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

লোকটা চমকেছে বিলক্ষণ, এত কৌতূহল কেন? সামনে চলে এল হাত দুটো জড়ো করে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সাহেবের।

—অন্য ঘরটা দিলে না কেন?

—থাকবেন আপনি? অনেক দিন ঝাড়মুছ হয় না। কালকে উটো করে দিব যদি কন।

—সাহেব বলেননি আমি আসব? একেবারেই আলগা শোনাচ্ছে আবিরের গলা। ক্যাজুয়্যাল।

—বলেছিলেন আজ্ঞে। কবে কখন ত বলেন নাই। আপনার কোনও অসুবিধে হবে নাই সাহেব। বলছিলাম কি সনঝে হয়ে আসছে তো, সাইকিল চালিয়ে অনেকটা, আপনার খাবারটো টেবিলে দিয়ে দিয়েছি। আমি যদি ইবার যাই?

—তুমি এখানে থাকো না? আবির অবাক হয়েছে সেটা ভালোভাবে জানতে দিল।

খুবই জড়োসড়ো হয়ে গেছে মাহাতো।

টোকা দিয়ে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে আবির উঠে দাঁড়াল,—তোমার সাহেব কি রোজ একা থাকেন, এখানে?

—আজ্ঞে সেটো নয়, কিন্তু কি আমি থাকি না। যে থাকে জুগনু, উকে সাহেব নিয়ে গেছেন সঙ্গে করে। এসে যাবেন, মনে লয় কালই।

কিন্তু পরদিন মাহাতোর সাহেব তো কই এল না। আবিরের কোনও অসুবিধে অবশ্য মাহাতো হতে দেয়নি। ভোর হতে না হতে এসে পাম্প চালিয়েছে। তাকে চা করে দিয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করে দিয়েছে। দ্বিতীয় ঘরটা সাফ করে দেবার কথা তুলেছিল, আবির হাত তুলে বারণ করেছে। তারপর বেরিয়ে গেছে বনপথে সকালের রোদে। চমৎকার শালপাতার গন্ধভরা বনপথ। চতুর্দিকে শুকনো শালপাতা ছড়িয়ে আছে। পাথুরে পথ। দু-একবার অন্যমনস্কতার জন্যে ঠোক্কর খেতে হল। ঝোপঝাড়

BanglaBook.org

খুব বেশি নয়। শাল ছাড়াও মহুল, কেঁদ, ছাতিম, অর্জুন, তেঁতুল গাছও যথেষ্ট। আর রয়েছে পলাশ এবং কুসুম, অজস্র। বসন্ত এলে এই বনভূমি যে মদনমোহন রূপ ধারণ করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কপাল খারাপ, শীতের শুরুতে এমন সুন্দর জায়গাতে ডাকটা পড়ল। শীতের অবশ্যই নিজস্ব চার্ম আছে। তবে সেটা গায়ের চামড়ার ওপর মালুম হয়। চোখের নজরে থাকে না। নানা জায়গায় শুধু হেঁটে নয়, ইচ্ছেমতো বসে, কখনও শুকনো ঘাসে ঢাকা মাটির ওপর চিতপাত হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে সময়টা কেটে গেছে।

—ফিরতে ফিরতে বেলা একটা বাজিয়ে দিয়েছে সেটা খেয়াল হয়নি তার। ছোট একটা নদী আবিষ্কার হয়েছে, একটা খোয়াই মতন। যতদূর চোখ চলে শাল আর শাল, গাছগুলো এমন সোজা খাড়া খাড়া যে কেমন ধাঁধাঁ লাগে একেক সময়ে মনে হয় এটা কোনও সাজানো অ্যাভেনিউ নয় তো?

ছোট একটা টিলার ওপরে কে একটা মানুষ না? ওহ, মাহাতো।

—কী ব্যাপার? তোমার দেরি করিয়ে দিলুম নাকি?

—সে কথা নয় আজ্ঞে, কোথায় না কোথায় গেছিলেন বাবু সিটাই...

—দ্যাটস রাইট, আবির আপনমনেই বলল,—বাবু ইজ রাইট, নট সাহেব।

—এত দূর যাওয়া-টাওয়া, আগের মতো তো সব নেই কি না আর?

—কেন? কী হল?

—আজ্ঞে আগে টুরিস বাবুরা এসে নিশ্চিন্দে বেড়াতেন। এখন মেরে ফেলে দিবে।

—কে?

—ওই যে! শূন্যে হাতটা ঘুরিয়ে আনল মাহাতো। তারপরে বলল—কাগজে ল্যাখে না? কিছু বলতে ডর লাগে বাবু।

আবির বলল—তাই নাকি? চলো মাহাতো তোমার ছুটি করে দিই। কি রেঁধেছো আজকে?

—হোওই! বনমোরগটো ছাড়া বড় কিছু তো মিলে না, বাবু!

BanglaBook.org

আগে আগে এসে রাজবাড়িতে উঠত সব। রাজবাড়িকে কেন্দ্র করে ঝাড়গ্রাম সংলগ্ন অঞ্চল ঘোরা। প্রচুর ভালো ভালো রান্না, বিশাল খাবারঘরে ঝাড়-লণ্ঠনের নীচে জমকালো খাওয়া। সে সব দিন গেছে এ অঞ্চলের। এখন সব শুনশান। মানুষ আসতে ভয় পায়। রাজবাড়ির সে গৌরবের দিন আর নেই। টুরিস্টদের দু-দিনের লাটসাহেবি মাথায় উঠেছে।

দুপুরে আনমনে খেলো আবির। কোনওদিনই খুব খাইয়ে নয় সে। খাওয়াটা কোনও ব্যাপার নয় তার কাছে। আজ কেন কে জানে কী খেলো একেবারেই বুঝতে পারল না সে। কিছু যেন ভাবছে।

হাত-মুখ ধুয়ে আজ টেবিলে বসে একটু ইতস্তত করে সে ফাইলগুলো একটু উলটেপালটে দেখল। সরকারি ফাইল বেশিরভাগই। একটা দুটো-চিঠির মানে ঠিক বুঝতে পারল না।

তার মতো বাইরের লোকের বোঝার কথা কি?

ডেকচেয়ারে বসে প্রথমে তার ব্যাগ থেকে বই বার করল আবির। টি এস এলিয়টের কবিতাসংকলন একটা। কিছুক্ষণ পড়বার পর বই বদলাল, প্রত্যেকটি পাঠের জন্য নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ আছে তার। দ্বিতীয় বইটা আরেকটু মোটা। সায়েন্স মিস্টিসিজম, মেটিরিয়্যালিজম—বাই কে ডি সেথনা। এবারে সফরে এই দুটো বই-ই সঙ্গী হয়েছে তার। খুলল। আস্তে আস্তে গোধূলির লালচে ছায়া পড়ছে বনতলে। কী সুন্দর! কী অপূর্ব সুন্দর! এই অসাধারণ প্রাকৃতিক উদভাসের সঙ্গে কোনও মিল নেই আমাদের চলতি জীবনের। মানুষ যেন প্রকৃতির কবিতায় একটা বিশ্রী ছন্দপতন। এ কথাটা আগেও অনেকবার মনে হয়েছে তার যখনই কোনও সুন্দর জায়গায় গেছে। অথচ হিউম্যান বডি, হিউম্যান ব্রেন এগুলোর সুষমা তো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না! এবার ডায়েরি খুলল আবির। আজকের এনট্রি দিল। এমন নয় যে রোজ রোজ সে ডায়েরি লেখে। যখন বিশেষ কিছু মনে হয় তখনই শুধু। বিশেষ কিছুটা অবশ্য একেবারেই ব্যক্তিগত বিচারে। অন্য কারও মনে হতেই পারে এ আর কী? এটা কি ডায়েরি লেখার বিষয়?

BanglaBook.org

জানোয়ারসভার কথা মনে পড়ছে...

রজনীশের বাংলোটা অসাধারণ। কেন বলছি বুঝতে হলে আসতে হবে এখানে। ভিউ, পোজিশন, আর্কিটেকচার। সবই আশ্চর্য রকম খাপছাড়া। বনবাংলো এরকম বিরাট, ছড়ানো হওয়ার কথা নয়, আরেকটু কমপ্যাক্ট হয়। জন্তুজানোয়ারের আক্রমণ থেকে বাঁচতে হবে তো! যতই কেন অভয়ারণ্য হোক, বিরাট একটা পোর্টিকো পেতে শেয়াল, হায়নাদের পার্লামেন্ট বসার ব্যবস্থা কেন করা হয়েছে কে জানে? সুনির্মল বসুর কোনও কবিতায় এমন একটা জানোয়ারসভার ছবি মনে পড়ছে। কে ছিল সেখানে রাজাসনে? সিংহ? বাঘ, শেয়াল, বাইসন, বেবুন, মুখপোড়া হনুমান রাজ্যের জানোয়ার ছিল ছবিটাতে। ভেতরে মানুষের বাস যেটুকু জায়গায় সেখানে রয়েছে পরিমিতি, সংকীর্ণতা। কিন্তু এই পোর্টিকোয়, বা দরজা দিয়ে ঢুকে যে পরিসরটা সে গুলো বড় বড় প্রাণীর মাপে তৈরি যেন বা। এখানে এই বাংলোয় সভা বসাবার মতো জন্তুজানোয়ার এ জঙ্গলে নেই। তবে হ্যাঁ, ভয় আছে, আক্রমণের ভয় যা উৎপাদন করা এখন সামান্য জন্তুজানোয়ারের সাধ্যের বাইরে। হঠাৎ বিস্ফোরণ, উড়ে গেল পুরো কনভয়। বিকট কানফাটানো আওয়াজ। সিগন্যাল পায়নি, ফিশ প্লেট সরানো ছিল, ট্রেনে ট্রেনে সংঘর্ষ, ব্রিজ থেকে জ্বলতে জ্বলতে পড়ে যাচ্ছে নীচে। বাসে বম্ব। শুধু কতকগুলো ছেঁড়া হাত পা মুণ্ডু পড়ে রয়েছে চারদিকে ছড়ানো। সব নিরীহ মানুষ, কে কোনও কাজে যাচ্ছিল ছেঁড়া টুকরো হয়ে গেল। সশস্ত্র সেনা ঢুকে পড়ল রাতের গভীরে। মার মার মার, বেয়নেট বুলেট ছুরি ছোরা কোদাল শাবল বঁটি, ইট, পাথর যে যা পাচ্ছে। হাই পোলিস চিফ, এখানে একটা সভা ডাকুন বরং। একটা বোঝাপড়ায় আসুন। আপনারা স্টেট এজেন্ট। স্টেট যা বলবে করতে বাধ্য। বনবাসীদের পলিটবিউরোকে ডাকুন। পুরো ব্যাপারটা, এই অ্যাটাক কাউন্টার অ্যাটাক কত আনপ্রোডোকটিভ এ নিয়ে একটা আলোচনা হোক। হয়তো কোনও সলিউশন নয়, তবু একটা ডায়ালোগ,...

BanglaBook.org

## ৪. দিব্যা

সারাক্ষণ কাজে ব্যস্ত থাকাটা অভ্যাস হয়ে গেছে। তুমি তো জানো আবিঃ এতেই আমি ভালো থাকি। যখন দিনের পর দিন প্লুটোর পাতালে কাটাচ্ছিলাম, তখন এই অভ্যেস করে নিয়েছি। নইলে কি আর বাঁচতে পারতাম? বাঁচাটা অবশ্য তত জরুরি নয়, সুস্থতাটা জরুরি। ভেবে দেখতে গেলে মৃত্যুতে তো ভয়ের কিছু নেই। ওটা সমস্ত জীবিত প্রাণীর ভবিতব্য যা হবার তা সবারই হচ্ছে। কমন ফেট। আমার আসল ভয় ছিল যদি পাগল হয়ে যাই! চারদিকে সাধারণ স্বাভাবিক মানুষের মধ্যেও এই পাগলামি ক্ষণে ক্ষণে খুঁজে পেতাম তখন আর শিউরে শিউরে উঠতাম। কখনও কি ভেবেছ, খেয়াল করেছ যে আধুনিক মানুষ এক রকম ধারালো সরু প্রান্তভূমিতে বাস করছে। সরু পাঁচিল, তার এধারে সেনস, ওধারে পড়ে গেলে একচুলের জন্যে, তো তুমি গেলে। আমাদের অফিসের জুলিয়ান প্রতিদিন টয়লেটে গিয়ে আপনমনে কথা বলত, আমি দু' চারদিন শুনে ফেলেছি। কী বলছে? কতকগুলো গালাগাল দিল। তারপর কারও সঙ্গে যেন তর্ক করছে আবার ফিরে গেল গালাগালে, কিছুক্ষণ পরে যখন নিজের জায়গায় এসে বসল, কেউ বলবে না, ওর ভেতরে কোনও দ্বন্দ্ব আছে। জোয়ান বলে যে মেয়েটির সঙ্গে তখন ঘর শেয়ার করতাম সে যে কী অদ্ভুত ছিল! অফিস যাবার আগে সে

BanglaBook.org

তার ওয়ার্ডরোবটা খুঁটিয়ে গুছিয়ে যেত। রোজ। ফিরে এসেই একটু ঘুরেফিরে ড্রয়ার খুলবে।

—আশ্চর্য দেখো, দিভিয়া, ও ভুরু কুঁচকে আমার দিকে চেয়ে বলত—আমি ব্রাগুলো ডান দিকে আর লেগিংস সকসগুলো বাঁ দিকে রেখে গিয়েছিলাম। ও গুলো উলটো হয়ে গেল কী করে?

—জানি না তো! আমিও কাজে বেরিয়েছিলাম, তুমি তো জানো!

—না না, আমি তোমাকে সন্দেহ করছি না। কিন্তু ব্যাপারটা কেমন সন্দেহজনক নয় কি? তুমিই বলো না! এই চাপ আমি বেশিদিন সহ্য করতে পারিনি। আবার আরেক কামরা খোঁজা, এবার যাতে ঘরটায় অন্তত একা থাকতে পাই।

তখনই আমি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে কাজের হাতে ছেড়ে দিই। জোয়ানের উলটা আচরণ করতাম আমি। অফিস যাবার সময় সারা ঘর লণ্ডভণ্ড করে চলে যেতাম। সিংকে পড়ে থাকত প্লেট আধ খাওয়া খাবারসমেত, কতদিন আমি পুরো পেট ভরে খেতে পারতাম না, তার আগেই বমি এসে যেত তুমি তো জানো একটু একটু। তা সেই ওয়ান ফোর্থ ডিমভাজা, সেঁকা রুটির খামচা খামচা, আধবাটি ভর্তি সিরিয়াল, কামড়ে ফেলে দেওয়া আপেল এই সবে ভর্তি হয়ে থাকত সিংকটা, আমার ছাড়া জামাকাপড়গুলো আমি বিছানার ওপর ফেলে রাখতাম। বিছানাটাও থাকত তছনচ। রান্না করার সমস্ত কলঙ্ক নিয়ে পড়ে থাকত আভনটা। কেন বলো তো? সারাদিন কাজ করব, ভাবনা আসবে না। কিন্তু বাড়িতে ঢুকলেই তো আবার মন খালি! মন খালি রেখে দেওয়া মানেই চিন্তা-শয়তানকে ঢুকতে দেওয়া। তাই আমি তখন সব পরিষ্কার করতাম। ছাড়া জামাকাপড়গুলো নিয়ে আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের কমন ওয়াশিং মেশিনে সব কেচে শুকিয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকেই ইস্ত্রি করে ফেলতাম। ও দেশে পর্দা বেড লিনেন সপ্তাহ কেন মাস গেলেও না বদলালে কিচ্ছু হয় না। কোনও ময়লা নেই, কালি নেই। কিন্তু আমি প্রতি সপ্তাহে নিয়ম করে সব কাচাকুচি করতাম। ডিটারজেন্টের চমৎকার গন্ধে ঘর ভরে থাকত, তারও পরে আমি প্রতিদিন ঘরে একবার বাইরের

BanglaBook.org

বাতাস খেলিয়ে নিতাম, রুম ফ্রেশনার স্প্রে করতাম। ক্ষণিকের অতিথিরা এসে বলত তুমি এত অরগ্যানাইজড দিব্যা, তাই তোমার ওপর ভরসা হয়, কেউ কেউ আড়ালে বলত তোমাকে এত ভালো লাগে, এত পরিচ্ছন্ন গুছোনে তুমি। বলত আর আমি ভেতরে ভেতরে শিটিয়ে যেতাম। ওটা তো আমি নই, ও তো নেহাতই একটা ভঙ্গি আমার, এই সমস্ত দিয়ে আমি ভেতরের শূন্যতা, ভয় হাটাতে চাইছি। আমি নিজে দিব্যা মোটেই ওরকম গুছোনে নই। কী হয় বই খাতা পত্র যদি এলোমেলো হয় পড়ে থাকে? হঠাৎ শিরশিরে হাওয়া দিল আর ফরফর করে খাতার পাতা উড়ে গেল, জানলা দিয়ে গলে যায় আর কী! ছোট, তার পেছনে ছোট, সে কী আনন্দ! সে আনন্দের খবর তোমরা রাখো? ওগো আমি ওইরকম, এরকম নই। যদি অর্গ্যানাইজড না হই, আমার ঘরদোরের কাজের জন্য যদি একজন লোক রাখতে হয়, তারপরেও যদি আমি হারিয়ে ছড়িয়ে ফেলি, তোমরা কি আমাকে ভালোবাসবে না? তোমাদের সভ্য পৃথিবীর এ রকম অদ্ভুত ভ্যালুজ কেন? তোমরা মানুষের গভীর দেখো না, তার অভ্যাস দেখে তার বিচার করে ফেলো, আর তোমাদের ভালোবাসা নির্ভর করে ওই কতকগুলো অভ্যাসের ওপর? শিম্পাঞ্জিকে যদি অভ্যাস করাও সে কিছু না কিছু করে, কুকুর তো করেই, সেগুলো সুবিধের জন্য, একশোবার। কিন্তু সেগুলো তো গৌণ ব্যাপার, তাই নিয়ে কী এত আদিখ্যেতা?

এই অভ্যাস এখন আমাকে চালায়, আমি আর নিজের কর্তা নই। স্মৃতি জ্বালায় না, দুশ্চিন্তার অবসর নেই। এই যে তুমি আমাকে না বলে হঠাৎ কাজে কোথায় চলে গেলে আমি জানিও না, এই নিয়ে চিন্তা করতে বসলে কী হত বলো তো? রাতে ঘুমোতে পারতাম না, চোখের তলায় কালি পড়ত। অফিসে কাজে ভুল হয়ে যেত। তার চেয়ে এই তো ভাবনাহীন নিশিদিন বেশ আছি। এই যে ধরো কাজ করছি সেক্টর ফাইভে, অথচ থাকছি সেখান থেকে এতদূর এই টালিগঞ্জে একটা পুরানো বরোয়। এতটা পথ ড্রাইভ করে আসতে হচ্ছে আমায়, সেও তো মন্দ কনসেন্ট্রেশনের ব্যাপার নয়! ড্রাইভ করছি নয় নয় করে সাত

BanglaBook.org

আট বছর হয়ে গেল তবু আমার নার্ভ ব্যাপারটা সহজে নেয় না। ওয়াশিংটনের ঢেউখেলানো মখমল রাস্তায় নিয়মকানুনের অদৃশ্য হাতের ওঠাপড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ড্রাইভ করা এক, আর কলকাতা? ওফ কলকাতার রাস্তা আর তার ট্রাফিক! কী যন্ত্রণা! কী অনাবশ্যক টেনশন যে কলকাতা আমাদের নার্ভাস সিসটেমের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে! বাড়ি ফিরতে রাত আটটা তো হয়েই যায়।

জানো আমি আবিষ্কার করেছি তোমার বাবা-মা আমার জন্য টেনশনে থাকেন। মুখে কিছু বলেন না, কিন্তু ভাবেন! গতকাল আমার আরও দেরি হয়েছিল, পৌনে নয়। আমি ফিরতে ওঁদের জানলার পর্দাটা যেন কেউ টেনে দিল। ওঁরা দেখছিলেন, আমি ফিরেছি দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন। এটা মানতেই হবে ওঁদের জীবনে আমার জন্য একটু স্থান ওঁরা করে দিয়েছেন। দেখনদারি নেই, বলবার মতো কোনও উষ্ণতাও নয়, কিন্তু একটা জায়গা। গ্রাজিংলি দিয়েছিলেন প্রথমে। আমার দিক থেকে আবাহনও ছিল না, বিসর্জনও ছিল না। আবিঃ, আমি তো হস্টেলে মানুষ। হস্টেলের নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, আত্মনির্ভরতা মেনে তৈরি হয়েছি.এটা যেমন সত্যি, পরিবারের জন্য, ফ্যামিলিলাইফের জন্য আমার বিষাদকাতরতা, আকুল হাহাকারও ততটাই সত্যি। হাই স্কুল আর কলেজ ছিল একই ক্যাম্পাসে। সেখান থেকে সারা বছর চিঠি লিখতাম মাকে-বাবাকে। কিন্তু একটাও পাঠাতাম না। যে বাবা-মা, একটা তেরো বছরের মেয়ের ব্যথা, তার প্রয়োজন না বুঝে যৌথ পরিবারের অসুবিধে আর চাকরির উন্নতিকে বেশি জরুরি মনে করে মেয়েকে হস্টেলে রেখে মধ্যপ্রদেশের সুদূরে চলে যেতে দুবার ভাবেননি তাঁদের আমি কী বোঝাব? মাঝখান থেকে ওঁদের উদ্বেগ বাড়া ছাড়া আর কী হবে? ভিলাইয়ে না পাঠানো সেই সব চিঠি এখনও আমার ডায়েরির পাতায় পাতায়। মা আমাকে চিঠিতে সমানে বলতেন আমি যেন নিজের স্বাস্থ্য রূপ এ সবের দিকে সব সময়ে নজর রাখি। মা নিজের ফিগার ঠিক রাখতে খুব কম খাওয়া অভ্যাস করেছিলেন, কালো কফি খেয়ে খেয়ে খিদে মারতেন। আমি মায়ের মতো ফরসা নই বলে মায়ের খুব চিন্তা

BanglaBook.org

ছিল। হস্টেলে এই নজরদারি থেকে মুক্তিটা আমার বড় পাওনা হয়ে দাঁড়ায়। আমি শনিবার এলেই দীনেন্দ্র স্ট্রিটের বাড়িতে যাবার জন্যে একপায়ে খাড়া হয়ে থাকতাম। আর ওখানে গেলেই আমার জন্য থাকত যত রকম অখাদ্য-সুখাদ্যের বিশাল আয়োজন। লুচি বেগুনভাজা আর নলেনগুড়ের রসগোল্লা ওখানকার একবেলার জলখাবার। আরেকবেলায় হবে মাংসের ঘুগনি, আর লম্বা লম্বা বাড়ির তৈরি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। তখন সদ্য লম্বা হচ্ছি, প্রচণ্ড খিদে পায় যখন-তখন, হস্টেলের রান্নাঘরটাকে গপ করে গিলে ফেলতে ইচ্ছে করে, বোঝো তাহলে আমাদের সাবেক বাড়ির ঘি দুধ আমার অজান্তেই আমাকে কী দিচ্ছিল। বাবা-মা তো আমাকে ওখানে রেখে গেলেই পারতেন? ওঁদের সঙ্গে কী হয়েছিল আমি জানি না, জানতে চাইও না, ছোটদের জগৎ বড়দেরটার থেকে একেবারে আলাদা ছিল। আমাদের জন্য আমাদের বাড়ির গৃহিণী ছোটমামণি বা আমার বাবার কাকিমার স্নেহযত্নে কোনও ঘাটতি পড়েনি। কিন্তু ওঁরা আমার জন্য স্নেহের চেয়ে বেশি শৃঙ্খলা চাইলেন। পুষ্টির চেয়ে বেশি চাইলেন পরিশীলন। আমি ওঁদের দোষ দিতে পারি না। ওঁরা আমাকে ওরকম কঠোর নিরাত্মীয় পরিবেশে বড় না করলে সত্যি সত্যি যখন পরিবারহীন হলাম জীবনে দু'দুবার তখন কি সামলাতে পারতাম? বাইরের দিক থেকে জীবনটাকে কাজ-চলা গোছের গুছিয়ে নিতে সত্যি আমার তেমন কোনও অসুবিধে হয়নি। কিছু না হোক ডেলিক্যাটেসিনে কাজ করেছি, ল ফার্মের অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটরি, রিসেপশনিস্ট যখন যেটা পেয়েছি তার জন্য স্বল্পতম ট্রেনিং নিয়ে ঝুলে পড়েছি। যখন বাবা-মা ট্রেন অ্যাকসিডেন্টে মারা গেলেন, দু'জনে একসঙ্গে, দীনেন্দ্র স্ট্রিটের বাড়ি আমাকে ডেকেছিল, রেখেছিল, কিন্তু ততদিনে আমি বুঝে গেছি আমার একটা চাকরি চাইই। আমার নিজের স্কুলেই প্রথম চাকরিটা পেলাম। জোগাড় করতে পারতাম না যদি আমার হস্টেলের রেকর্ডটা না থাকত। এই সব স্কুল একটা বিশেষ ধরনের মানসিকতা চায়। কোথাও তোমার কোনও বন্ধন থাকবে না, অথচ তুমি বন্ধনের মর্যাদা দেবে। যে সব বাচ্চাকে পড়াচ্ছ, তোমার মধ্যে তারা

BanglaBook.org

যেন একজন খুব হিসেবি, সংসার-অভিজ্ঞ অথচ স্নেহময়ী দিদি পায়। বাড়াবাড়ি থাকবে না, সেন্টিমেন্টালিটির বাষ্পও না, তাদের খুব তাড়াতাড়ি বাইরের জগতের উপযুক্ত করে দিতে হবে। এর জন্য তাদের নিজেদের হস্টেলে মানুষ ছাত্রীর চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য আর কেই বা হতে পারে? বাবা-মা'র দূরদর্শিতার ফল সেই প্রথম পেলাম আমি। স্বীকার করছি। আমার ছেঁড়াখোঁড়া ক্রন্দনভারাক্রান্ত মনের খবর আমি কাউকে জানতে দিইনি।

তোমার মা-বাবার পক্ষে আমাকে মেনে নেওয়া শক্ত ছিল। সেটা আমি বুঝি। কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়ে, আদর কেড়ে ওঁদের আপন করে নেবার মনই কি আমার ছিল? আমিও তো এক আহত মানুষ! পারিনি। একতলা দোতলার এই আড়াল, এই বিভাজন, দূরত্ব আমার প্রয়োজন ছিল। না চাইতেই যে আন্ডারস্টান্ডিং আমি তোমার কাছ থেকে পেয়েছি তা আমার আশার অতীত। আশা করার সাহসই আমার ছিল না। মেনে নিয়েছিলাম এই-ই আমার বিধি।

বাজে কথা লিখে বকে যাচ্ছি তখন থেকে। আসলে আবিঃ, আই মিস য়ু, টেরিবলি মিস য়ু। তুমি কেন আমাকে এমন করে জাদু করলে? আমি তো জেনে গিয়েছিলাম জীবন এইপ্রকার শুষ্ক রুক্ষ একটা কেজো জায়গায়, যেখানে মানুষ শুধু গাদাগাদি করে থাকতে হয় বলেই পাশের লোকের সঙ্গে একটা কাজচলা সমঝোতা তৈরি করে নেয়। পুরো জিনিসটাই খুব অনিশ্চিত এবং সাময়িক। তুমি কেন আমাকে আবার জাদু দুনিয়ার আভাস দিলে, দিলেই যদি তো এমন কাজ বাছলে কেন যা আমাকে তোমার থেকে এত দূরে রাখলে?

তবে এগোচ্ছে। নিশ্চিত বলতে পারি জীবন একজায়গায় থেমে নেই, সে এগোচ্ছে। তুমি না থেকেও আছ আমার চারপাশে। এবং মাসিমা, মানে তোমার মা আমাকে আজ খুব সুন্দর মোহনভোগ করে খাইয়েছেন। সোয়া আটটার সময়ে বাড়ি ফিরে গাড়িটা তুলে দিয়ে হঠাৎ বড় ক্লান্ত লাগল। ধড়াচূড়া পরেই শুয়ে পড়েছিলাম। কেন এত ড্রেইনড লাগল বুঝতে পারছিলাম না। আলোটা নিবিয়ে দিয়েছিলাম। খুব ছোটবেলা

BanglaBook.org

হঠাৎ আমার ভেতর থেকে উঠে এল একটা সুগন্ধের ঘোরানো পথ দিয়ে। আধো ঘুমে ভাবছিলাম এই দ্যাখো স্মৃতি আমাকে আবার কেমন বিবশ করতে শুরু করেছে! কীসের সুবাস? হাতড়াচ্ছিলাম আমার মায়ের সুগোল হাতদুটো। হাতদুটো মায়ের বড় বিশেষ ছিল, আঙুলগুলো সরু হয়ে এসেছে, কোথাও কোনও শিরার অস্তিত্ব নেই। চকোলেট রঙের ব্লাউজের হাতার তলা দিয়ে নেমে এসেছে চিকন হাতদুটো। হয়তো জামাকাপড় পাট করছে, কিংবা খাবারের প্লেট রয়েছে হাতে ধরা।—দিব্যা, তোমার কি শরীরটা খারাপ?

আমি উঠে বসছিলাম ধড়মড়িয়ে। উনি বললেন—এইজন্যেই আসতে ইতস্তত করছিলাম। নইলে আবিরের বাবা আমাকে অনেকক্ষণ থেকে ঠেলাঠেলি করছেন।

উনি আমাকে শুতে বলে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন, তখন গন্ধটার উৎস বুঝতে পারলাম। ওঁর হাতে একটা বড় কাচের বাটি, প্লেটের ওপর বসিয়ে এনেছেন। বাটি থেকে মোহনভোগের সুঘ্রাণ বেরোচ্ছে। খাঁটি ঘিয়ের গন্ধ। কতদিন আমাদের ঘি খাওয়ার অভ্যাস চলে গেছে বলো! কোথায় যেন পড়েছিল বর্মীদের ঙাপ্পির গন্ধে আমাদের যেমন অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে, আমাদের গাওয়া ঘিয়ের গন্ধে ওদেরও নাকি তেমন! অনভ্যাসে গন্ধটা আমার দুঃসহ লাগা উচিত ছিল। কিন্তু লাগল না। জীবনের সব আবেগময় মুহূর্তগুলো যেন পাক খেতে খেতে উঠে এল।

কিসমিস কাজু দিয়ে অল্প মিষ্টির মোহনভোগটা মাসিমা করেছিলেন অপূর্ব। বললেন—খেয়ে নাও, বল পাবে। রাত-উপোসি থাকা ঠিক না।

উনিও বললেন আমিও চেটেপুটে খেলাম জানো, বদলে কিছু বললাম না, কিছু দিলাম না। এমনকী উঠে যে বাটিটা ধুয়ে দেব সে ইচ্ছাশক্তিও ছিল না।

উনি পেছন ফিরে চলে যাচ্ছিলেন, মুখটা একটু কাত করে বললেন—তোমার ফ্রিজে দেখলুম কিচ্ছু নেই। শুধু তোমাদের ওই জুস, আর সস আর চিজ। যতদিন আবির না ফেরে তুমি না হয় জলখাবারটা নীচে থেকেই খেয়ে গেলে! রাতে এসেও...আমাদের তো রান্না হয়ই,

BanglaBook.org

কোনও অসুবিধে হবে না।

আমি কদিন বাজারটাজার করছি না উনি খেয়াল করেছেন। গ্রাহ্য না করলেও তো পারতেন। কোথাকার কে একটা উঞ্ছমতো মেয়ে ওঁর ছেলের জীবনে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। তার অতীত অন্ধকারে ঢাকা, কী করে মানবেন? কিন্তু ওই যে মাদার্স ইনস্টিংট? উনি বুঝেছেন মেয়েটা খাচ্ছে না, ভেবেছেন ওঁর কিছু করা দরকার। আর জানো উনি একটা পুরানো প্রিয় গান বাজিয়ে গেলেন আমার কানের কাছে, জলখাবার! জলখাবার! ছোটমামণি বলতেন—জলখাবারে আজ পরোটা আর আলুচচ্চড়ি। তোমরা ক্ষ্যামাঘেন্না করে খেয়ে নিয়ো। বেজে উঠলেন ছোটমামণি, বেজে উঠল আমাদের ছোটবেলায় শোনা নিজস্ব ভাষার সুরজাল। টেবল চেয়ার ছিল না বলে আমরা টেবিল চেয়ারদের এনে বাংলায় বসিয়েছিলাম, কিন্তু ব্রেকফাস্ট কেন করে? কেন লাঞ্চে যাই? কেন ডিনারে কী আছে জিগ্‌গেস করি? আমাদের ভাষা এত দীন তো নয়? মধ্যাহ্নভোজন নাই বা বললাম, আজ দুপুরে খেয়ে যাস, রাত্তিরে আজ কী রান্না হল এ সব তো ছিল? আংকল আন্টি ড্যাড মাম্মি আরামসে ঢুকে গেছে, জবর জমিয়েছে। আন্টি বলতে চাইনি বলে আমায় স্কুলে বেত খেতে হয়েছিল হাতের ওপর। লর্ড ডালহৌসির সঙ্গে অযোধ্যার বেগমরা কী রকম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন পড়ালে আমি উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম ডালহৌসিই তো বিশ্বাসঘাতক, উনি তো ট্রেসপাসার। স্বাধীন দেশের স্কুলে আমাকে এই কথার জন্য শাস্তি খেতে হয়েছিল।

সারাক্ষণ কমপ্যুটারের মনিটরে চোখ, তারও একটা ক্লান্তি আছে বাট ইট ডাজ নট ফুললি এক্সপ্লেইন দা ফিলিং অব এক্সট্রিম টায়ার্ডনেস। বোধ হয় এটা সম্পর্কহীনতার অবসাদ। সভ্যতা আমাদের পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে বাঁচতে শিখিয়েছে, নইলে প্রতিকূল এই দুনিয়ায় আমাদের টেঁকা কঠিন হত। এখন আবার একলা থাকার ফিলসফি চাপাচ্ছে নয়া-সভ্যতা। বলছে তুমি নিজের কথা ভাবো, স্বার্থপর হও, অন্যকে পাত্তা দেবে যতক্ষণ সে তোমার কাজে লাগছে। আমি জানি না এই অ্যাটিচুডবদল আমাদের শেষপর্যন্ত কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে।

BanglaBook.org

দিব্যা উপুড় হয়ে লিখছিল। কলমটা রেখে এবার মুখটা বিছানায় গুঁজে দিল। ওইভাবেই ঘুমিয়ে পড়ল। জেল পেনটার টুপিটা খোলা। ডায়েরির খোলা পাতার অর্ধেকটা বালিশে চাপা পড়েছে। তার ডান হাত লেখার ভঙ্গিতে ছিল। আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে যাচ্ছে। রাতজামা পরা ফিগার, একটু ওপর থেকে টপ-শট নিলে মনে হবে মেয়েটি কিছু আঁকড়াতে চাইছে নেহাত জীবনরক্ষার তাগিদে। কিন্তু শাদা দেয়াল, কোথাও, কোনও খাঁজ নেই। যোগ্য লোক ক্যামেরা ব্যবহার করে দৃশ্যটিকে ভয়াবহ করে তুলতে পারে। মেয়েটি পিছলে যাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে। কোথায় গিয়ে পড়বে সে? সেটাই লাখটাকার প্রশ্ন। সে কি কোনও অতলে চলল? নাকি কেউ তাকে মাঝপথে লুফে নেবে? অতলে পড়ন্ত ফিগারদের জন্য কী থাকে? কে থাকে? কোনও ভয়ংকর?

আমরা প্রতিদিন এরকম বহু দৃশ্য রচনা করে চলি, যা থেকে এক জীবনের, বহু জীবনের নিভৃত যাপনগুলি বা তাদের নিহিতার্থ প্রকাশ পেয়ে যায় শুদ্ধু আমাদের দেহভঙ্গিতে।

ঠিক যখন দিব্যা এইভাবে মুখ গুঁজে ঝুলন্ত পড়ন্ত হতাশের মতো ঘুমোচ্ছিল, তখন তার ডায়েরিতে উল্লিখিত আবির-এর ভঙ্গি দেখলেই বোঝা যাবে সে একেবারে আলাদা রকম মানুষ। সে তার জীবনশর্ত খুব ভালো করে বুঝে নিয়েছে। সে ঘুমোচ্ছিল আনলোকের আনশয্যায়। আনবালিশে মাথা রেখে চিত। হাতদুটো পেটের ওপর আলগাভাবে ফেলে রাখা। আধো আলোয় হঠাৎ দেখলে মনে হবে একটি সতর্ক শবদেহ। তার চেতনা সে আপাতত ঘুমে সমর্পণ করেছে। কিন্তু এই সমর্পণের মধ্যে তার অনম্য ইচ্ছাশক্তি কাজ করছে। একরকমের সাময়িক বিরতি বরণ করছে সে, কিন্তু যে কোনও মুহূর্তে সে আবার জ্যান্ত হয়ে উঠতে পারে। অভাবনীয় ক্ষিপ্রতায় পরিস্থিতি কবজা করবে সে তখন। পেটের ওপর হাত কেন? বুকে রাখলে দুঃস্বপ্ন দেখার চান্স, তাই? নাকি পেট মাথা থেকে বড্ড বেশি দূর, এবং অতি কোমল অসহায় অঙ্গ বলে হাতদুটিকে পাহারায় রাখা? আপাতশিথিল হাতদুটি ইস্পাতকঠিন ও মসৃণ, স্প্রিং-এর ধর্ম তার পুরো দৈর্ঘ্যে।

BanglaBook.org

## ৫. রজনীশ চতুর্বেদী

এই কাহিনির দু-চারজনকে আমরা দেখলাম রাতের অন্ধকারে। একজন নিঘুম, আরেকজন ঘুমোতে উদ্যত। তৃতীয়জনকে ফেলে এসেছি, তার ভঙ্গিতে পরাজয়, সমর্পণ, আরেকজন স্পষ্টই যোদ্ধা। আরও দু-একজনকে ঘুরেফিরে দেখে নেওয়া যাক।

মাঝরাত পার হয়ে গেছে কিন্তু চতুর্বেদীর ঘুম আসছে না। সে এখন পাটনায়, তার বাসভবনে, সিলিং-এর দিকে চেয়ে শুয়ে আছে। ঘরে এসি চলছে তার মৃদু শব্দ শুনছে। তার পাশে একটি ন্যুড। তার স্ত্রী লালীর। তুমুল সেক্সের পর লালী নিদ্রাঘোরে। আজ অনেকদিন পর তারা মিলিত হতে পেরেছে, কেননা আজেবাজে জায়গায় পোস্টিং হলে লালী সঙ্গে যায় না। যদিও তাদের একমাত্র সন্তান বছর সাতেকের রামলালা এই অজুহাতেই হস্টেলে চালান হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম লালী ছেলের জন্য খুব আপসাত। কিন্তু এখন তার ইচ্ছেরা সব পালটে গেছে। গান্ধী ময়দানের কাছে তার এই বিলাসবহুল প্রাসাদে সে এখন একা থাকতেই পছন্দ করে। এই বাড়ি তার মিনিস্টার বাবার অর্জন। তিনি এখন আর ক্ষমতায় নেই। কিন্তু ক্ষমতার অলিন্দে দুটো টার্ম ঘোরাফেরা করায় তাঁর বর্তমান ভবিষ্যৎ বরাবরের জন্য সোনাবাঁধানো হয়ে গেছে। তাঁর একমাত্র জীবিত সন্তান হওয়ার সুবাদে এই বাড়ি লালী যৌতুক

BanglaBook.org

পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক প্রভাবপ্রতিপত্তির উচ্ছিস্টস্বরূপ নানা সুবিধে ও সেবা।

তার চাকরিতে বড্ড টেনশন বলে চৌবে, রজনীশের এটাই সোহাগের নাম বউয়ের কাছে, প্রায়শই তার স্ত্রীকে খুশি করতে পারে না। তখন লালী তার তীব্র কামেচ্ছা দিয়ে চৌবেকে চাবকিয়ে চালায়। এইভাবেই হঠাৎ চেগে ওঠে চৌবে, তখন চাবুক হাত বদলায়। প্রকৃত আইপিএস অফসরের মতো সে দাপায়, হুইসল মারে, রাগি একরোখা চোখে তাকায়, এবং ক্যান্টার করতে করতে বেরিয়ে যায়। এই সেশনগুলো তাদের উভয়ের পক্ষেই যতই উত্তেজক হোক না কেন, ভীষণ ক্লান্তিকরও বটে। সেই ক্লান্তি থেকেই লালী ঘুমঘোরে। রজনীশের হৃৎপিণ্ড এমন দাপাচ্ছে যে মনে হচ্ছে এই একটা ম্যাসিভ হয়ে গেল বুঝি। সিলিং-এর দিকে চেয়ে সে ভাবছে—হয়ে গেলেই বা কী! কিছু পাবারও নেই, কিছু যাবারও নেই। পাশের ন্যুডটি গ্রিক ভাস্করদের আদর্শ অনুযায়ী প্রসারিত বস্তিপ্রদেশ এবং অপেক্ষাকৃত ছোট স্তনসমেত, পার্লারে আগাগোড়া নির্লোমকৃত, বডিপালিশ নাকি ছাইয়ের মাথা, এবং কেটে ছোট করা ঝুঁটি ঝুঁটি চুলের গুছিশুদ্ধু একটি প্যাকেজ। কিন্তু মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায় বিধাতাকে শেষপর্যন্ত টপকাতে পারেনি পার্লার। রাইনোপ্লাস্টি করতে গিয়ে লালীর নাকখানা কেমন খাঁড়ার মতো আকার নিয়েছে, চোখ যেন শ্বাপদের মতো জ্বলে। দুই গালে কে যেন আচ্ছা করে চড়িয়ে দিয়েছে। হনুদুটি উঁচু, আজকালকার ফ্যাশনবুক অনুযায়ী যথাযথ, দু'গালে বেশ কিছু মেছেতা। স্বাভাবিক শ্যামলা রঙের ওপর এই মেছেতা তার কেমন অশ্লীল লাগে। তার মনে হয় একটি যত্নে গড়া প্লাস্টার অব প্যারিসের ধড়ের ওপর কেউ একটা মেথরানির মুখ বসিয়ে দিয়েছে মুখের ভাবও রূঢ়, কর্কশ, ভালগার। অথচ মেথরানির মুখ কি সত্যি খারাপ? একেবারেই না। ওদের বলে ভাঙ্গি, এই ভাঙ্গিদের মেয়েদের মুখে প্রায় সকলেরই একটা কেমন সরল ঢলঢলে লাবণ্য থাকে।

নানা ধরনের মেকাপ ব্যবহার করে মেছেতা, ব্রণ, খাড়া নাক, নীচু চিবুক, গর্ত চোখ, জাগা হনু, চওড়া কপাল সব কিছু যতদূর সম্ভব

BanglaBook.org

ঢেকেঢুকে রাখতে চায় লালী, এবং বিছানায় আলো পছন্দ করে না। অশরীরী নিশীথিনী রজনীশের আবার পছন্দ নয়। তাকে এত রহস্যময় ভয়ের সামনে পড়তে হয় অহরহ যে সে স্বাভাবিক আলোয় দেখা প্রিয়সঙ্গের প্রত্যাশী। আসল তো শরীর নয়, ভেতরের ভাবটা। তার নিজের ভেতরটা চাইছে বলেই না সে স্ত্রীর ওপর নিজেকে স্থাপন করছে। স্ত্রীশরীর দেখে প্রলোভিত হয়ে তো নয়! ততটা দীন সে এখনও হয়নি। কিন্তু লালী চট করে আলো নিবিয়ে দেবে। একটা নীলচে মতো রাত আলো জ্বালবে, শেডের আড়াল থেকে তার আলো পড়বে তার স্তনাগ্রে, তার চ্যাপটা পেটে, তারপর যৌনকেশের ঝোপঝাড়ের মধ্যে মৃদু মহুলগন্ধ সম্বল করে হারিয়ে যাবে। তার ধারণা নাকটিই তার অ্যাসেট, তাই নাক দিয়েই রজনীশকে ছোঁয় লালী। ঠোঁট, কপাল, চিবুক। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই নাসিকাস্পর্শে অ্যানেসথেশিয়া আর অপারেশন টেবিলের গন্ধ পায় রজনীশ। তার উদ্যত অঙ্গ গুটিয়ে যেতে থাকে। কিছুদিন দাম্পত্য সম্পর্কের পরেই লালীর ফোক্যাল পয়েন্টগুলোর রহস্য তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তার স্ত্রী নিজেকে একটি সেক্স অবজেক্ট হিসেবে তার দিকে তুলে ধরছে এই বোধ তাকে আরও বিতৃষ্ণ বিদ্বিষ্ট করে তোলে। স্ত্রী পণ্য নারীর মতো এলে কোনও কোনও পুরুষের প্রবল ফূর্তি হয়, কিন্তু কারও কারও আবার বিবমিষাও হয়, যেমন রজনীশ। সে তো সচেতনভাবে শুধু সেক্স করতেই বিছানায় ওঠেনি। একটা চাপা কামগন্ধী ভালোবাসার তুঙ্গ অনুভূতিকেই প্রকাশ করতে চেয়েছে। সারাদিন নানা কাজে একেবারে স্বাভাবিক, নির্বেগ, রুটিনতাড়িত জীবনধারা বয়ে যাবে।

—আরে! টোস্ট একঠো জাদা হো গয়া ক্যা? ফেলে রাখলে যে?

—সফটসা লাগতা।

—আপ টয়লেট সে নিকালতে নিকালতেই অ্যায়সা হুয়া। বহোৎ দের কর দি আজ। খেয়ে নাও। জ্যাম দিয়ে দিচ্ছি ঔর থোড়া, লওটতে লওটতে সাত আট জরুর বাজ জায়েগি, না?

—ক্যা করুঁ, রেজার ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে আজ বহোৎ পরেশান হুয়া।

BanglaBook.org

লেকেন ক্যানটিন একঠো হ্যায় হমারে পাস ডার্লিং!

—ইয়ে দোনো ক্যা এক হি বরাবর হ্যায় তুমহারে লিয়ে? চোখ নীচু, ঠোঁট সামান্য ফুলা।

এইরকম সাধারণ, অতি সাধারণ আলাপ, তারপরে ছেলেটি অফিস যাবে, তার মনোযোগের কিছুটা সে তার পেছনে ফেলে আসবে, বউটির চোখের নজর আটকে থাকবে তার পিঠের ওপর, যদিও সে আপাতদৃষ্টিতে অন্য কাজে ব্যস্ত। অফিসে গিয়ে এই আলাপের টুকরোটাকরা সারাদিন ধরে মনে পড়বে তার, তার বউ রান্না করতে করতে ভাববে কোনও বিশেষ দিনের ঘনিষ্ঠতার কথা। এইভাবে সারাদিন সারা বিকেল সারা সন্ধে, তারপর এই সহজ ভালোবাসা বিছানায় গিয়ে রাতের শুভ আঁধারে পরস্পরের দিকে হাত বাড়াবে। এই তো দাম্পত্য, এই তো প্রণয়! তা না, একখানা বেবি ডল না কী ছাইয়ের মাথা রাতজামা পরে ধিঙ্গি জনানা দেহের আমন্ত্রণ জানাতে জানাতে কাত হলেন। কী বিশ্রী যে লাগে! এ সব বলাও যায় না। তার ওপর রজনীশের ভেতরে আরেকটা গুপ্ত বিদ্বেষ কাজ করে। এই বউ এর শ্বশুর-শাশুড়িকে ঘরে জায়গা দেয়নি। মিনিস্টার বাপ কিন্তু তার বাবার কাছে সেই প্রস্তাবই রেখেছিলেন।—না না পণ্ডিতজি, আপনি সোচবেন না কি আপনার ছেলেকে আমি কবজা করে নিয়ে নিলাম। মেয়ে-জামাইকে যে গরিবকি কোঠি দিচ্ছি সে তো পহলে আপনার, কেঁও কি এ ছেলের জনম আমি থোড়ি দিয়েছি, ওকে এত্তটা বড় করেই বা কে তুলল, আপনারা ছাড়া? ও যে রুপেয়া দহেজ বলুন নজরানা বলুন দিয়েছি ও ভি পহলে আপকা হি। এসে থাকবেন তো ও গরিবখানার খুশ কিসমতি সোচবো।

এই বললেন তো? কার্যকালে দেখা গেল বাড়িতে বুড়ো-বুড়ির থাকবার কোনও জায়গাই রাখা হয়নি। তাদের শোবারঘর ছাড়া আরেকটি লালীর বাবার জন্য রিজার্ভ কামরা। অন্য আরেকটিকে লালী নাম দিল গেস্টরুম। পূজা কামরা একটা আছে ঠিকই, কিন্তু সেখানের পূজা পর্যন্ত লালী এমনভাবে নিজের হাতে রেখেছে যে কারও সেখানে দাঁত

BanglaBook.org

ফোটাবার সাধ্য নেই। কেউ একবার বললও না তাঁদের। তাঁরা ওইরকম হতচ্ছেদ্দার মধ্যে আসলেন আর কী! ডাউরির টাকা অবশ্য তাঁদের হাতেই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল না। ছেলের ব্যাঙ্কেই জমা হল। সেটা অবিলম্বে লালীর সঙ্গে তার জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট হয়ে গেল। ব্যস, আর কী? দুঃখ এই যে মা-বাবা ভাবলেন এ সব ছেলেরই চাল। চার-পাঁচ সন্তান মারা গিয়ে তাঁদের ওই এক ছেলে, তার জন্যে তাঁরা প্রাণপাত করেছেন বলা চলে। মেয়েটির বিবাহে তেমন ডাউরি দিতে পারেননি তাই তেমন জুতের হয়নি বিয়েটা সেই ছেলে বিশ্বাসঘাতকতা করল। রজনীশ তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাঁরা কেমন গুটিয়ে থাকেন। ভালো করে কথা বলেন না। কোনও সাহায্য নিতেও চান না। মায়ের একটা বড় অপারেশন হল তাকে বলেননি পর্যন্ত, সে অবশেষে জানতে পেরে টাকাকড়ির ব্যবস্থা করে। মায়ের কী কান্না সেবার! আর লালী বলল—ওঁরা যখন ব্যবস্থা করেই ফেলেছিলেন তো আবার খরচ করতে গেলে কেন? থ্রু আউট আমাদের তিনটে এসট্যাবলিশমেন্ট মেনটেইন করতে হচ্ছে না? তোমার আমার রামুর?

রেগে গুম হয়ে গিয়েছিল রজনীশ। বলেছিল—আমার বাবা-মায়েরটাও আমার করার কথা। নিজের রোজগার থেকেই করেছি, তুমি আর্ন করো না, তোমার বাবার টাকায়ও করতে যাইনি। এ বিষয়ে আর একটিও কথা বলবে না। আর সেই থেকেই মায়ের হাতখরচ বলে অন্তত কিছু টাকার মাসিক বরাদ্দ সে বাবাকে দিতে রাজি করাতে পেরেছে।

বড়ি বহেনকেও মাঝেসাঝে টাকা পাঠায় পরবটরব উপলক্ষে, বেচারি সাধ মিটিয়ে নিক, বিয়েটা রইস ঘরে হয়নি। গয়নাগাঁটিও সে দিয়েছে মা-বোনকে। সব লালীর অজ্ঞাতে। মা বলেছিলেন—বউ জানে তুই দিচ্ছিস?

—বউ জানত আমি পয়দা হব? মওজুত ছিল সেখানে? রুক্ষ গলায় সে উত্তর দেয়।—বউ এক আওরত আমি এক মর্দ, অলগ অলগ। ইয়ে

BanglaBook.org

সব ছোটি ছোটি বাতে আভভি খতম করো।

লালী বোঝে না এই সব কারণে, বউয়ের ছোট মনের কথা জানতে পারলে, দাম্পত্য জমে না। তাই তাদেরটা তেমন জমল না। লালীর রূপের অভাবে আদৌ নয়। আর রূপসী মেয়ে দেখলে সে কেতরে পড়ে লালীর এ ধারণাটাও একেবারে ঠিক নয়। রজনীশ খুব ভদ্র, ঘরোয়া ছেলে, তার আশা আকাঙ্ক্ষা অ্যামবিশন সবই খুব সীমাবদ্ধ, তার নিজের সামর্থ্যের মধ্যে যতটুকু হয় তার চেয়ে বেশি চাইতে তার সংকোচ আছে। এ সব দিক থেকে বিচার করলে সে লালীর ঠিক উলটো। লালী নিজের মুরোদ জানে না। মিনিস্টারের মেয়ে। ছোট বয়সের গরিবির কথা সে চেষ্টা করে ভুলে গেছে। আপস্টার্ট টাইপ। এডুকেশন ওই মেমসাহেবি কেতা ছাড়া কিছু দেয়নি তাকে। আর ও জানেও না মানুষ হিসেবে ও কত দীন, ওকে সহ্য করতে ওর হাজব্যান্ডকে কত কসরত করতে হয়। রামলালাকে মায়ের কাছ ছাড়া করতে রজনীশের একেবারে ইচ্ছে ছিল না। ছেলেকে কাছে রাখলে তাকে বড় করতে হলেও কিছু না কিছু মানুষকে শিখতে হয়, কিছু অভিজ্ঞতা, ম্যাচিওরিটি বাড়ে, আত্মত্যাগও কিছু করতে হয়। কিন্তু লালী এত আত্মকেন্দ্রিক, এত স্বার্থপর যে শেষপর্যন্ত তার মনে হল ছেলেটা কার্শিয়াং-এ মানুষ হলেই ঠিক হবে, হালচাল হয়তো মারই মতো ওয়েস্টার্নাইজড হবে, কিন্তু কিছু বেসিক ভ্যালুজ কি আর ক্রিশ্চান ফাদাররা ওর ভেতরে ঢোকাতে পারবেন না?

কিন্তু আজ রাতে রজনীশের ফ্রাসট্রেশনের অন্য কারণও আছে। সে অনুপস্থিত, অথচ তার বন্ধু আসবার কথা তার বাংলোয়। জায়গাটা ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছে। শুধু শুধু সরকার তাকে ওখানে পাঠায়নি। দু'একটা অপারেশনের অভিজ্ঞতা তার ইতিমধ্যেই আছে। এই সব চাকরিতে ভালো করলেও বিপদ, তোমাকে আরও বিপদের মধ্যে ঠেলে দেবে। খারাপ করলেও বিপদ। তাচ্ছিল্য সইতে হবে, সাবর্ডিনেটরা মানবে না, প্রোমোশন আটকে যাবে, চতুর্দিকে খালি বেইজ্জতি আর বেইজ্জতি!

BanglaBook.org

সিলিঙের দিকে চেয়ে সে ঠায় ভাবছে আবির শেষপর্যন্ত এল কি না। তাকে না দেখে ভাবলোটাই বা কী! মাহাতোকে সে সব বলে দিয়ে এসেছে। স্ত্রী যদি হঠাৎ ফোন করে তার শরীর খুব খারাপ। আলট্রাসনোতে গলব্লাডারে স্টোন ধরা পড়েছে, বড় বড়, সাংঘাতিক কষ্ট পাচ্ছে, আজকালের মধ্যেই অপারেশনটা করে ফেলতে হবে, তবে সে কী করতে পারে? এমার্জেন্সি বলে চলে যেতেই হয়। এসে দেখছে কোথায় কী! ডাক্তার বললেন—ও ধরুন ল্যাপ্রোস্কোপি করে দেব, কোনও ব্যাপার না, দু'দিনে ফিট হয়ে যাবেন। তবে লালী ম্যাডামের ব্যাপার তো, হয়তো বেশ ক'দিন নার্সিংহোমের আরাম খেতে ইচ্ছে হল। আমাদের কোনও অসুবিধে নেই। সে ইচ্ছে করলেই ফোন করে আবিরের খোঁজ নিতে পারে। কিন্তু বুঝতে দিয়ে এসেছে সে অফিশিয়্যাল এমার্জেন্সিতে আসতে বাধ্য হয়েছে। তাই গোপন জায়গা থেকে ফোনটোন করা যাবে না।

মসুরিতে লালবাহাদুর ইনস্টিট্যুটে, পরে হায়দ্রাবাদের পুলিশ অ্যাকাডেমিতে কিছুদিন আবিরের সঙ্গে একসঙ্গে ট্রেনিং করেছে রজনীশ। একেকজনের সঙ্গে একেকজনের কী অদ্ভুত ভাবে যে জমে যায়! অথচ আপাতদৃষ্টিতে জমে যাবার কোনও ব্যাখ্যাযোগ্য কারণ সত্যিই নেই। আবির পশ্চিমবাংলার শিক্ষিত আধুনিক মনের বাবা-মার একমাত্র সন্তান, বড় হয়েছে একেবারে নিজের মতে। সেভাবে কোনও স্ট্রাগল নেই। অন্যদিকে রজনীশ কট্টর গোঁড়া বিহারী পণ্ডিত ব্রাহ্মণের ছেলে। ব্রাহ্মণত্বের অহংকার এখনও তাঁদের মধ্যে একই মাত্রায় মজুত। তারা যথেষ্ট গরিব। বাবা-মা তার উন্নতির জন্যে যেমন গরিবি আরও মেনে নিয়েছিলেন, সেও পরিস্থিতি বুঝে তেমনি বহু সংযম করেছে। তার উচ্চাশাও বেশি ছিল না। সে অধ্যাপক হতে চেয়েছিল। আজকাল প্রোফেসরের মাইনে সরকার ভালোই দিচ্ছে। ব্যস, আবার কী! বাবা-মা অবশ্য সরকারি কর্মকেই ধ্যানজ্ঞান করে রেখেছিলেন। বিহার কেডারে সরকারি প্রশাসনিক চাকরির ভীষণ কদর। ওই চাকরি ধরে তাঁরা জাতে উঠতে চেয়েছিলেন সত্যি কথা বলতে কী! পাটনা য়ুনিভার্সিটিতে প্রধান

BanglaBook.org

অতিথি হয়ে এসে কোনও অ্যানুয়াল ফাংশনে তার ওপর চোখ পড়ে উমাকান্তজির। তিনিই সমানে তার পেছনে লেগে থেকে উসকেছেন। আইএএস-এ বসো, আইএএস-এ বসো। সেখানে তার সাফল্যের পেছনে কে জানে উমাকান্তের কোনও কলকাঠি কাজ করেছে কি না। কিন্তু তাকে জামাই করার জন্যে সেই যে বাবা-মাও তার পেছনে লেগে পড়লেন, সে আর উদ্ধার পেল না। তার বাবা পণ্ডিত হয়েও বললেন—অত বড় মিনিস্টার তোর মদত করলে তুই কোথায় পঁহুছতে পারবি, সোচকে জবাব দিস। উনকি বেটি তো অচ্ছিই হ্যায়। উও একলৌতি, ফির গ্র্যাজুয়েট, রহন সহন সব খানদানি। সে অগত্যা রাজি হয়ে গেল। চাকরিতে প্রোবেশন ট্রেনিং শেষ হতে না হতে বিয়েশাদি, তার ঝামেলা কী কম? সে এরকম জীবন চায়নি। কিন্তু পেরেও তো যাচ্ছে? বেশ নাম কিনেছে এবল অফসর বলে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

## ৬. চালান

বনপথ ধরে আজ আরও বেশ কিছুটা এগিয়েছে আবির। জলধারাটাকে অনুসরণ করেছিল আসলে। জল হচ্ছে যে কোনও জায়গার মানচিত্রের সুষুম্না। জল ছেড়ে না মানুষ না জীবজন্তু, কেউই বেশিদূরে থাকতে পারে না। জলধারা ভালোও লাগে খুব। তুমি যদি কোনও উদ্দেশ্যহীন অভিযানেও যাও তোমার নিজেরই জন্য জলের নৈকট্য তোমার দরকার। তাই জল ছেড়ে বেশি দূর যেতে চায়নি সে। জায়গায় জায়গায় বন খুব নিবিড়, কিন্তু জায়গায় জায়গায় আবার একটু হালকাও। কোথাও কোথাও আগুন জ্বালানোর চিহ্ন, ছাই পড়ে আছে স্তূপাকার, তিনটে পাথর-এর টুকরো দিয়ে তৈরি করা কাজ-চলা গোছের চড়ুইভাতি উনুন। তার খুব মজা লাগছিল দেখতে দেখতে। মানুষ যতই চেষ্টা করুক নিজের পায়ের ছাপ সে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারে না। কতকগুলো দৈহিক প্রয়োজনের দাস সে থেকে যাবে আমৃত্যু। সূর্য মধ্যগগন ছাড়িয়ে গেলে সে ফিরতে শুরু করে। সেই একই পথ ধরে। মাঝে একটা জায়গায় একটু পথ গুলিয়ে ফেলেছিল, আরেকটু গভীর বনের দিকে চলে যায়। হঠাৎ কী একটা বিজাতীয় বস্তুতে তার নজর পড়ল। বনের সঙ্গে যায় না একদম। নীচু হয়ে সে কুড়িয়ে নিল জিনিসটা। একটা কার্ট্রিজের খোল। অদ্ভুত তো! এখানে এ জিনিস? একদণ্ড দাঁড়িয়ে

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে ভাবল সে। জিনিসটা এখানে ফেলে যাবে না নিয়ে যাবে? পকেটে ঢুকিয়ে নিল একটু পরে। রজনীশের কাজে লাগতে পারে। জায়গাটার একটা চিহ্ন দরকার। আর কিছু? আর কিছু? এরকম জিনিস যেখানে পাওয়া যায় সেখানে আরও কিছু থাকার কথা। একটা কার্তুজের খোল একলা একলা হেঁটে হেঁটে চলে আসতে পারে না। তাই না? আশপাশের গাছপালাগুলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে আরও কিছু মনে হল তার। কিছু ডালপালা কাটা হয়েছে। কে কেটেছে? জিজ্ঞাসাটা মনে উদয় হবার পর সে আপনমনেই হাসল, ডাল-কাটিয়ে লোকটা বোধহয় তার প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে এখানে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছে! বাড়ি ফিরতে ফিরতে আরও এক ঘণ্টা। যেতে যতটা লেগেছিল আসতে তার চেয়ে একটু বেশি লাগল। বেশ ঘেমেও গেছে সে।

মাহাতোকে খুব উদ্বিগ্ন দেখাল।

—সাহেব জানতে পারলে কিন্তু আমার চাকরি খিয়ে নিবেন বাবু।

—কেন বল তো?

—উই আপনি জঙ্গলে গেছেন, খতরনাক জায়গা, আপনার যদি কোনও বিপদ হয়?

হাত দিয়ে তার উদ্বেগ উড়িয়ে দিয়ে আবির বলল—জঙ্গলে বেড়াতে এসেছি, সে কি বাড়িতে বসে থাকবার জন্যে, আচ্ছা তো!

—আজ্ঞা সাহেব এলে বেড়ান না যত ইচ্ছে!

—তোমার সাহেব আমাকে নেমন্তন্ন করে ডেকে এনে যদি পালিয়ে যান, আমি কী করতে পারি? সে হেসে বললো।

আর আমল দেয়নি সে মাহাতোকে বা তার ভয়কে।

খেয়েদেয়ে লম্বা হল একটা পত্রিকা নিয়ে। ইংরেজি পিরিয়ডিক্যাল। একটা আর্টিকল রয়েছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস সমস্যার ওপর। দাগ দিয়ে দিয়ে পড়া। রজনীশই পড়েছে নিশ্চয়। রজনীশের দাগানো জায়গাগুলো ফিরে ফিরে পড়ল। ইন্টরেস্টিং। ছেলেটা ভাবে। চাকুরের ভাবনা নয়, নিজস্ব ব্যক্তিগত ভাবনা। আরেকটা ম্যাগাজিন তুলল প্লে বয় টাইপের। আশ্চর্য! এটা তো আগের ভাবনাগুলোর সঙ্গে যায় না? সেক্স নিয়ে

BanglaBook.org

নানান হাস্যকর থিয়োরি দিয়েছে সংখ্যাটায়। ভালো রে ভালো! সবই ল্যাবে বার করে ফেলবি, জীবনের সব রহস্য কুক্ষিগত একেবারে। একেবারেই ফালতু পত্রিকাটা। উলটে যথাস্থানে রাখতে গিয়ে পেছনের পাতায় চোখ আটকে গেল। নিখিল লালোয়ানি। এটি কে? রজনীশের কোনও বন্ধু? ন্যাচার্যালি আবির তার একটাই বন্ধু নয়। আরও আছে। একেকজনের সঙ্গে একেকটা বিষয়ে মেলে।

আবির এবার তার ডায়েরি নিয়ে বসল

আমরা যখন ছাতে দাঁড়িয়ে ছায়াপথ দেখি তখন কি ভাবি অসংখ্য নক্ষত্র দিয়ে তৈরি হয়েছে সেটা? নিকটতম নক্ষত্রের থেকে এক-একটা তারার দূরত্ব অনেকগুলো আলোকবর্ষ? আমাদের মনে হয় ঝুরো ঝুরো রুপোলি তারাগুঁড়ো দিয়ে তৈরি পথটা, এক তারা থেকে গলা বাড়িয়ে আর এক তারার মানুষের সঙ্গে গপ্পোগাছা করাই যায়, যদি মানুষ থেকে থাকে আর কী! জঙ্গলও তেমনি। দূর থেকে দেখছি ঘন বনাতের বুনট যেন, দুর্ভেদ্য, কাছে যাও তোমার দর্শন পালটে যাবে, তুমি দেখবে জঙ্গল জীবিত প্রাণীদের নানাভাবে আশ্রয় দিয়েই রেখেছে। একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে নেওয়ার ওয়াস্তা। তলার আন্ডারগ্রোথগুলো একটু কেটেছেঁটে দাও, শক্ত ডাল ভেঙে নিয়ে চারদিকে চারটে পুঁতে দাও, এবার যদি ওপর থেকে আচ্ছাদন একটা ফেলতে পারো তো তুমি দিব্যি ঘর পেয়ে গেলে। তুমি যদি চারপেয়ে হও এতটাও লাগে না। আজ দূর হতে মৃত্যুর গর্জন শুনতে পেলুম। কোথাও যেন সবার অলক্ষে মৃত্যু ঘনিয়ে উঠছে। চালু করে দিয়েছে তার এনজিন।

এত অব্দি লিখে সে ডায়েরির পাতায় আঁকবুঁকি কাটতে লাগল, ডুডলস। রবীন্দ্রনাথ হতে চায় নাকি? অনেকেরই অবশ্য এ অভ্যেস থাকে, সবাই রবীন্দ্রনাথ হচ্ছে থোড়ি। চারটেও বাজেনি মাহাতো তাকে চা দিয়ে ছুটি চাইল।

—আজ কি একটু তাড়াতাড়ি যেতে চাচ্ছ নাকি?

—আজ্ঞে শীতের দিন এসে যাচ্ছে কি না চারদিকে ছায়া পড়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

জানলা দিয়ে সত্যিই সে দেখল শেষ বেলার পড়ন্ত আলোয় ইতিমধ্যেই বনভূমি শ্যামা। ঘনশ্যামা বলাই ভালো, ছায়া চতুর্দিক ঘিরে ধরছে। চা-টা নিয়ে সে চলে গেল সেই প্রশস্ত পোর্টিকোয়। তার ফরমাশমতো পুরো এক পট চা দিয়েছে মাহাতো। এখন সে ও-ই পায়ে-চলা পথ দিয়ে সাইকেল চালিয়েছে। খড়খড় করতে করতে এঁকেবেঁকে চলেছে সাইকেলটা। শুকনো শালপাতায় ভরে আছে পুরো পথটা, একবার থামল বাঁকের মুখে, মুখ ফিরিয়ে চাইল তার দিকে, সে হাত নাড়ল। সাইকেলটা নড়বড় করতে করতে চোখের আড়ালে চলে গেল। চায়ের সঙ্গে জঙ্গলের স্বাদ মিশে যাচ্ছে এখন মহুয়া পাতার, শালগুঁড়ির, কেঁদ গাছের ছালের গন্ধ, সেইসঙ্গে বনবাসীদেরও, কোথাও কি মাদল ধামসা বাজছে? পালিত কুকুর ভুকভুক করতে করতে আকাশে মুখ তুলে ডাক ছেড়ে উঠছে না? আর কিছু না হোক এই জঙ্গলে শেয়াল বা হরিণ তো আছে? তাদের জেগে ওঠার ঘ্রাণ? এই পোর্টিকোতে আজ রাতে যদি সেই জানোয়ারদের মহাসম্মিলন হয়, সেখানে যদি স্থির হয় মানুষদের অত্যাচারের বদলা নিতে হবে তাহলে আপাতত মানুষ প্রজাতির প্রতিনিধি বলতে এখানে মজুত আছে আবিরবরণ রাহা। মনে মনে নিজের ডিফেন্স তৈরি করতে করতে আপনমনেই হাসতে লাগল আবির। যে কেউ এখন বাইরে থেকে দেখলে তাকে ছিটগ্রস্ত মনে করবে।

চায়ের পট শেষ করে বাংলোর ভেতর ঢুকল আবির, বন্ধ করে দিল দরজা। সামনের হলে একটা লণ্ঠন রেখে গেছে মাহাতো, পলতেটা কমানো। ভেতরে কী ব্যবস্থা রেখেছ মাহাতো? খাবার পরিসরে টেবিলের ওপর হটবক্স মজুত। সেখানে একটা মোম, পাশে দেশলাই। নিজের ঘরে ঢুকে আরেকটা লণ্ঠন তেমনি পলতে কমানো দেখতে পায় আবির, এবং সেটাকে নিবিয়ে দেয় আপাতত। জানলার ধারে চেয়ার টেনে বসে। বিশেষভাবে প্রস্তুত, অন্ধকারেও চক্ষুষ্মান একটি দূরবিনে চোখ রেখে সে রাতের বনের দৃশ্যাবলি দেখে অলস কৌতূহলে, আর কিছুই তো করবার নেই! তার ডুড্‌লসগুলো ক্রমে একটা আলখাল্লার

BanglaBook.org

রূপ নিয়েছে। সে কি অবচেতনে ক্রাইস্ট আর রবীন্দ্রনাথকে মেলাতে চেষ্টা করেছে?

অন্ধকারে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলে একটু ঢুল আসে। সামান্য সময়। মাথাটা ঢুলে পড়ছে সেই ভারটা টের পেলেই আবার সতর্ক হয়ে যায় মানুষ। কিন্তু আবির সতর্ক হবার সময় পেল না। অন্ধকার অনেকক্ষণ ধরে সরু লিকলিকে প্যাঁচানো একরকমের গা শিরশিরে রূপ নিচ্ছিল, এখন সে তার গলাটা পেঁচিয়ে ধরল। মাথার পেছনে একটা ঠান্ডা ছোবল। আবির ঢুলে পড়ল, তারপর সেই বনবাংলো থেকে সে চালিত হয়ে যেতে থাকল দূরে, অনেক দূরে।

চারদিকে কেমন একটা নাগরদোলার ঘুরুনি। পরিচিত পৃথিবী যেন উলটোপালটা হয়ে গেছে। আকাশ পায়ের তলায়, মাটি, ওপরে। কিংবা ওগুলো আকাশ বা মাটি কিছুই নয়, অন্য কিছু, অদ্যাবধি আমাদের অজানা কিছু।

BanglaBook.org

## ৭. অরুণা-অনিল

অরুণা দু-কাপ চায়ের জল চাপালেন। অনিল বেরিয়ে যাচ্ছেন মর্নিং ওয়াকে। উনি এখন খাবেন না। ফিরলে তখন করে দেওয়া যাবে। তাহলে দু-কাপ কেন? সকালবেলায় দু-কাপ কেন তিন-চারকাপও অনেকে খায়। অরুণার তেমন অভ্যাস নেই। তিনি আনমনেই জলটা চাপালেন যেন কী এক প্রত্যাশায়। জলটা ফুটছে। প্রত্যাশা এসে মুখ বাড়াল।—এক কাপ হবে নাকি? তিনি উৎসুক চোখে জিজ্ঞেস করলেন।

—হয়ে যাক, দিব্যা হাসিমুখে বলল।

প্রথম প্রথম তাঁরা দু-জনেই মেয়েটির সম্পর্কে খুব অস্বস্তিতে ছিলেন। ছেলে ছোটবেলা থেকেই চাপা স্বভাবের। নিজের কেরিয়ার ও গড়েছে সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে, নিজের ইচ্ছায়। বাবা-মায়ের কোনও সাহায্য লাগেনি। সেদিক থেকে খুব নিশ্চিন্তে ছিলেন তাঁরা। দায়িত্বশীল, আত্মনির্ভর ছেলে কে না চায়? ও যখন যা করেছে, কোনও কৈফিয়ত চাননি। ঢুকে গেল ফরেন সার্ভিসে, টপ র‍্যাঙ্কিং হয়নি, কিন্তু যা হল, তাতেই ও দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে থাকল। আজ ইজিপ্ট তো কাল সৌদি আরব, কী ডেজিগনেশন বলবি তো? ডিপ্লোম্যাট তার আবার এত কী ডেজিগনেশন?

আরে বাবা মেয়ের বাবাদের তো বলতে হবে?

BanglaBook.org

—মেয়ের বাবা? সে আবার কী? ও সব ধান্দার মধ্যে যেয়ো না মা। আমি নেই।

ছেলে তো যখন-তখনই কাজে বা ট্রেনিং-এ বাইরে যাচ্ছে। সেবার গেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। গেছে গেছে, তাঁরা মোটামুটি নিয়মমতো ফোন পেলেই খুশি থাকেন, নিশ্চিন্ত থাকেন। একটা মেয়েকে নিয়ে ফিরল। জিনস পরা ছোট চুল, টিপিক্যাল আজকালকার মেয়ে। সেই মেয়েকে নিয়ে টুকুস একেবারে মত্ত হয়ে গেল। আজ এ ডাক্তার আসছে, কাল ও ডাক্তার আসছে। আবার সাইকায়াট্রিস্ট। চেনেন ভদ্রলোককে, তাই বুঝতে পারলেন, টুকুসের কাছে প্রশ্ন করলে তো উত্তর পাবেন না; ওঁকেই জিজ্ঞেস করলেন।—কে মেয়েটি? কী হয়েছে?

—কেন? আপনারা জানেন না? আবির আপনাদের বলেনি? ওহ, তাহলে আমিই বা কী করে কিছু বলব বলুন। আগেনস্ট প্রফেশন্যাল এটিকেট!

ভালো করে মেয়েটাকে দেখতে পর্যন্ত পাচ্ছিলেন না। আরে বাবা তুই তো তার সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিবি। ইচ্ছে হলে আমাদের পরামর্শও নিতে পারিস, কেউ বারণ করেনি, আমরা এমন কিছু সেকেলে মা-বাপ নই!

শেষকালে বড়ই অভিমান হল, একদিন বললেন, আমরা বরং নীচের ঘরে থাকি গে যাই।

ওমা, মেনে নিল! অন্যে কে কী বলে তাঁরা ধরেন না। যদিও এটা তাঁদের পুরানো পাড়া। চারদিকে ফ্ল্যাট বাড়ি হয়ে হয়ে এখন আর চেনা যায় না। এইসব ফ্ল্যাটের জঙ্গলের মধ্যে তাঁরা গোটাগুটি একটি দোতলা বসতবাড়ি করে টিকে আছেন। অনিলের বাবা দুটো ফ্লোর একেবারে আলাদা বাস করার মতো করে বানিয়েছিলেন। ইচ্ছে হলে ভাড়া দিতে পারো, ইচ্ছে হল তো ছেলেকে একটা ফ্লোর দিলে নিজেরা আরেকটায় থাকলে। তা তাঁরা সেটাই ইচ্ছে করলেন।

আস্তে আস্তে টুকুস মেয়েটাকে নিতে বেরোতে লাগল। কিছুদিন তো মেয়েটা নার্সিং হোমেও কাটিয়ে এল। নাকি কী প্লাস্টিক সার্জারি করাবে।

BanglaBook.org

তারপরে মেয়েটা চাকরি নিল। নিজে গাড়ি চালিয়ে কাজে যাচ্ছে আজকাল।

ফেরবার সময়ে রাজ্যের প্যাকেট কিনে বাড়ি ফেরে। ওপরের সংসার ভালোই গুছিয়ে নিয়েছে। দেখা হলেই একটু হাসে। কেমন লাজুক লাজুক হাসি। কোনও ঔদ্ধত্য নেই। এখন সম্পর্কের ক্রাইসিসটা কেটে গেছে। পৃথিবীতে কিছুই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। এটা অরুণা অনেক দিন লক্ষ করেছেন। খারাপ সময়ও কেটে যায়, ভালো সময়ও। আর খারাপ ভালো ছাড়াও তো গুচ্ছের ব্যাপার আছে জীবনে। সব কিছুই একটা বদলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তাঁরা কি কখনও ভাবতে পেরেছিলেন তাঁদের একান্ত আপন টুকুস এতটা বদলে যাবে? তাঁদের জিজ্ঞেস না করে এত বড় বড় সব সিদ্ধান্ত নেবে?

—মেয়েটিকে কি তুমি বিয়ে করেছ? অনিল একদিন ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন টুকুসকে, যথোচিত গাম্ভীর্য সহযোগে।

তা ছেলে বলল—ওহ বাবা, ব্যাপারগুলো এখন আর বিয়ে বা না-বিয়ের মধ্যে নেই। ইট ইজ ফার মোর ইমপর্ট্যান্ট দ্যাট উই হিউম্যানস ট্রাই টু হেলপ ইচ আদার।

—বুঝলুম না—অনিল গোঁয়ারের মতো বলেছিলেন।

—লেট হার কাম ব্যাক টু স্যানিটি ফার্স্ট, দেন উই 'ল হ্যাভ অ্যাম্পল টাইম টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দোজ থিংস।

—আর ও যদি কোনওদিনই নর্মাল না হয়, পাগলই থেকে যায়?

—বাবা প্লিজ, শি ইজ নট পাগল, শি ইজ নট অ্যাবনর্মাল, শি হ্যাজ আ শীদ অব ট্রমা ওভার হার। শি উইল কাম আউট অব ইট। ইটস জাস্ট আ ম্যাটার অব টাইম। ডু বেয়ার উইথ আস আনটিল দেন।

—টুকুস, তুই আর আমাদের কথা ভাবিস না, আমাদের তোর মনে নেই... এই সময়ে অরুণা একটু ভেঙে পড়েছিলেন।

—আচ্ছা মা, তুমি বা বাবা কি ছেলেমানুষ আছ এখনও? নাকি আমিই ছেলেমানুষ আছি? তোমরা তো দিব্যি আছ দুটিতে, ভাবনার কারণ ঘটেনি তো, টাচ উড। ইউ আর ফর্চুনেট এনাফ টু বি

BanglaBook.org

প্লেসড ইন আ নর্ম্যাল সিচুয়েশন। ম্যাচুওর, হ্যাপি, টাকাপয়সা বাড়িঘর চাকরিবাকরি কোনও দিক দিয়েই কোনও অসুবিধে নেই তোমাদের, বুঝতে চেষ্টা করো মা, আজকের পৃথিবীটা তত সহজ নেই আর। য়ু কান্ট সিম্পলি ইম্যাজিন হোয়াট পিপল হ্যাভ টু গো থ্রু জাস্ট টু সারভাইভ।

—এত সব কি তুই আমেরিকায় ট্রেনিং-এ গিয়ে বুঝলি?

হেসেছিল টুকুস—কী জানি মা, গোড়ার থেকেই বুঝেছিলুম নিশ্চয়, এখান থেকে বোঝাটা ক্যারি করে নিয়ে গেছি ওখানে। আরও বুঝলুম যে ওটা জাস্ট একটা ল্যান্ড অব মিল্ক অ্যান্ড হানি নয়।

মেয়েটাকে ফেলে টুকুস তো দিব্যি অফিস ট্যুর সবই করতে লাগল আস্তে আস্তে। তারপর যাওয়া-আসার পথের ধারে চোখ পেতে থাকতে থাকতে অরুণা এমনকী অনিলও একটু একটু করে বুঝতে লাগলেন কেন, কেন এ সব। মেয়েটা ভীষণ আদর-কাড়া, কীরকম একটা পিয়োর ভালো। চোখের দৃষ্টি ঠোঁটের ভঙ্গি ধরন ধারণ সবেতেই কেমন একটা অপাপবিদ্ধ সরলতা যেটা নজর না কেড়ে পারে না। যেন একটা বাচ্চা মেয়ে সবে বড় হয়ে উঠছে, আশপাশের কারও সঙ্গে তার পরিচয় নেই, কিন্তু নাই থাকল, সে কাউকে ফালতু মনে করে না, কেমন একটা গভীর আর স্বাভাবিক সম্ভ্রম তার মানুষের সঙ্গে আচরণে।

কাজের লোক সবিতা একদিন বলেই ফেলল—বউটা কি মিষ্টি মা, তোমরা ওকে নিচ্ছ না কেন? তোমাদের বুকে পাথর আছে যাই বলো।

দিব্যা বলল—চা খাবো, মেসো কোথায় গেলেন?

—মর্নিং ওয়াকে।

—ইস, আমাকেও যেতে বলেছে ডাক্তার, তুমি যাও না?

অরুণা বললেন—তুমি কখন যাবে বাবা? এক্ষুনি তো বেরিয়ে যেতে হবে! কীসের যে চাকরি তোমাদের। একজন তো না বলে উধাও হয়ে রয়েছেন দিনের পর দিন। আরেকজন উদয়াস্ত খাটছেন। কেন? কীসের জন্যে?

—আমিও সেটা ভাবি জানো? আমি একটা কংক্লুশনে এসেছি, এ

BanglaBook.org

বিষয়ে। কাজ করলে আমরা ভালো থাকি। এই আমরা যারা বড় কবি সাহিত্যিক নই, পেইন্টার নই, কিছু আবিষ্কার করার ব্রেন নিয়ে পৃথিবীতে আসিনি। আমাদের অত অবসর ভালো নয়, মাসি। উই'ল মিসিউজ ইট।

—ওয়র্ক ইজ ওয়রশিপ, না কী?

—এগজ্যাক্টলি। আমি কোনও কথাটা ঠিকঠাক সংক্ষেপে গুছিয়ে বলতে পারি না, এই তুমি যেমন সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেললে! কিন্তু আরেকটা কথা আমি জানতে চাই, তুমি কি জানো আবির কবে ফিরবে? আর আর ও ঠিক কী করে?

—কেন? তোমাকে কিছু বলেনি? ভীষণ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন অরুণা।

—নাহ্। আমি জিজ্ঞেসও করিনি ইন ফ্যাক্ট। হি ডাজ নট লাইক টু টক অ্যাবউট হিজ ওয়র্ক, আসলে বড্ড দেরি করছে ফিরতে তো, তাই-ই...!

অরুণা একটু অভিমানের সঙ্গেই বললেন—ও তো চায় না আমরা মা-বাবা ওর কথা ভাবি। যখন ফরেন সার্ভিসে ছিল, তখনও বলত ডিপ্লোম্যাটিক কাজ, আলোচনা না করাই ভালো। এখনও কি একই সার্ভিসে আছে? ঠিক কী করছে, প্রোমোশন হয়েছে কি না, কিছুই জানি না।

তারপর দু'জনে নীরবে চা খেলো। তৈরি হতে ওপরে উঠে গেল দিব্যা। আর ঘণ্টা খানেক পরেই রেডি হয়ে প্যান্ট শার্ট পরে হাতে ব্যাগ দুলিয়ে অরুণার দিকে তাকিয়ে সেই লাজুক হাসিটা হেসে ড্রাইভ করে বেরিয়ে গেল।

অনিল হঠাৎ বললেন—টুকুস মেয়েটাকে বিয়ে করলে একটা বুদ্ধির কাজ করবে। মেয়েটা এসেনশিয়ালি ভালো।

অরুণা বললেন—কী বলছ বলো তো আলতুফালতু? বিয়েই তো করেছে। সে নামে করুক আর না করুক। তুমি যে ভাবছ লোক ডেকে একটা হইহই রইরই ব্যাপার করবে সে ও হতে দেবে না।

অনিল অনেকক্ষণ চুপ করে রইলন, তারপর বললেন—জীবনে

BanglaBook.org

রিচুয়ালের কি কিছুই গুরত্ব নেই রুণা? তুমি বিয়ের মন্ত্র পড়বার আগে আমাকে ছুঁতে দাওনি একেবারও, হাতটা ধরে শুধু চটকাতুম, মনে পড়ে? আর আমি অপেক্ষা করে থাকতুম কবে সেই প্রেশাস মন্ত্র পড়া হবে, কবে দ্বার খুলবে, তোমার ওই নিষেধ সত্যি বলতে কি আমার সমীহ বাড়িয়ে দিয়েছিল তোমার প্রতি। এ কথা আজ স্বীকার করছি। মানে ওরা কি সত্যিই যাকে লিভ টুগেদার বলছে আজকাল তাই করছে?

অরুণা একটু লজ্জা-লজ্জা ভঙ্গি করলেন মুখের—ছেলের শোবার ঘরের খবর জানবার জন্যে এত কী গো? ছাড়ো। অন্যরকম দিনকাল এসেছে এখন। এইটুকু বলতে পারি তুমি যেমন মেয়েটাকে এসেনশিয়ালি গুড বললে, আমার ছেলেটাও তেমনি এসেনশিয়ালি গুড। যা হচ্ছে হোক, ভালোই হবে। ওরা ঠিক করে নেবে সব। আমাদের যে ভাবতে হচ্ছে না সেটা কত বড় রিলিফ বলো তো? কিন্তু মেয়েটা আমাকে ভাবিয়ে গেল জানো! ও ও জানে না, টুক কোথায় গেছে, কবে ফিরবে।

অনিল ধূমপান করেই চলেছেন, করেই চলেছেন, অরুণা শেষে থাকতে না পেরে বললেন—কী যে তোমার বিচ্ছিরি নেশা! টেনশন কি তোমার একার? কই আমি তো সিগারেটও ধরিনি, পানও চিবোই না। নেশা করার লাইসেন্স যেন নিয়েই জন্মেছ তোমরা এই ব্যাটাছেলেরা। একদম বাজে!

অনিল কথা কানেও তুললেন না। কাগজটা মেলে ধরে বললেন—আবার মাওবাদী! কোথাকার কোন এসপিকে তুলে নিয়ে গেছে।

অরুণা বললেন—ছাড়ো তো! আমি মরছি নিজের জ্বালায়! আমার ছেলে কোথায় না কোথায় ঘুরছে, একটা খবর পর্যন্ত পাচ্ছি না,—মরুক গে তোমার এসপি। ওরা মাওবাদীদের মারছে ধরছে, তারাও ওদের ধরছে, মারছে। ও সব এক-একটা আলাদা ক্লাস। আমাদের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাই বলো আর সমস্যাই বলো, তার সঙ্গে এদের কোনও যোগ নেই।

অনিল কিছু বললেন না। খালি তাঁর মনে পড়তে লাগল মধ্য ষাট

BanglaBook.org

আর সত্তরের সেই সব দিনগুলো, যখন অল্প বয়স, যখন সমাজবদলের স্বপ্ন তিনিও দেখতেন, সক্রিয়ভাবে কিছু করুন আর না করুন। তাদের সমূলে বিনষ্ট করা হল, চারুবাবু জেলে মারা গেলেন, ইদানীং শোনা যাচ্ছে সেই পুরানো নকশালবাদই একরকম মাওবাদে রূপান্তরিত হয়েছে। অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সীমান্ত অঞ্চল। ভেবে দেখতে গেলে, এটা একটা জঙ্গুলে করিডর। এখান দিয়ে যাতায়াত, গোপনতা রক্ষার সুবিধে এবং এইসব অঞ্চলের মানুষ বেশিরভাগই আদিবাসী। দরিদ্র, দুঃস্থ। সত্তরের নকশাল আন্দোলনে উজ্জ্বল সব কলেজ য়ুনিভার্সিটির ছেলেরা যোগ দিয়েছিল। এখন ওই ধরনের ছেলেদের সমাজ বদলের কথা বলো, তারা হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে। বড়জোর বলবে—আর য়ু ক্রেজি? বলতে বলতে হাজারটা গার্লফ্রেন্ডের মধ্যে একজনের কাঁধে হাত রেখে মাল্টিপ্লেক্সে লেটেস্ট হিন্দি ছবি দেখতে ঢুকে যাবে। বেরিয়ে যাবে ফুডকোর্টে। একপেট আজেবাজে মেক্সিক্যান স্প্যানিশ বা থাই খেয়ে তারপর কোথায় ঢুঁ মারতে পারে এইসব ছেলেপিলে তাঁর কোনও ধারণা নেই। আর কিছুর মধ্যে কিছু নেই সব ধেয়ে ধেয়ে ফরেন য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে চলল। এখানকার য়ুনিভার্সিটিগুলোর তাতেও কোনও হেলদোল নেই। আরামসে কোঁদল করে যাচ্ছে। রাজনৈতিকের সঙ্গে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ মিশে যাচ্ছে। এ হাল যে একেবারে লোয়েস্ট অব দা লো তাঁতে তাঁর অন্তত কোনও সন্দেহই নেই। তিনি সেই গড়পড়তা ভদ্রলোকের মতো ভাবেন—একটা নিউক্লিয়ার বোমা পড়ে সব ধ্বংস হয়ে যাওয়াই এখন একমাত্র সমাধান। ইজিয়াসের এই আস্তাবল পরিষ্কার করা কারও কম্মো নয়। স্বাস্থ্য গেছে, শিক্ষা গেছে, অর্থনীতি ভেঙে পড়ছে, অন্ন বস্ত্র জ্বালানি সব দামের কোনও মা-বাপ নেই। অথচ একটার পর একটা ফুড চেইন, শপিং মল, মাল্টিপ্লেক্স, বেসরকারি হাসপাতাল গজিয়ে উঠছে, গাড়ির চোটে রাস্তা জ্যাম, সরু সরু রাস্তা দিয়ে চলেছে একটার পর একটা বিশাল গাড়ি। কী করে? কী করে এ সব সম্ভব হয়? যদি একটা বিকল্প অর্থনৈতিক গলি না থাকে?

BanglaBook.org

কাগজটা উড়তে থাকে। একটা পাতার থেকে আরেকটা পাতা নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়, সেই পাতাটা যাতে কোনও এক এস.পিকে মাওবাদীদের ধরে নিয়ে যাওয়ার খবর আছে, তারপর পাতাটা সারা ঘর ঘুরে গতিবিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী যেখানে তার পড়ে থাকবার কথা সেখানে পড়ে থাকে। কেননা অনিল তাঁর ভোরবেলা উঠে হাঁটতে বেরোবার দণ্ড দিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। গদি আঁটা দিব্যি আরামচেয়ারটি। শিরদাঁড়া চমৎকার স্নেহশীল একটি আশ্রয় পেয়েছে। পেশিগুলি আরামে শিথিল হয়েছে, এবং নাক দিয়ে সামান্য একটি শিসের মতো আওয়াজ বেরোচ্ছে। এরচেয়ে বেশি ডাকে না অনিলবাবুর সভ্য নাক।

অরুণা এসব খেয়ালও করেন না। তাঁর এখন কাজের লোক এসে গেছে। তাকে সারা দিনের রান্নার ফিরিস্তি বোঝাচ্ছেন। ঝাঁটপাট দিতেও শুরু করেছে আরেকজন।

—দেখিস বাবার ঘুম না ভেঙে যায়। তিনি লোকটিকে সাবধান করেন। তারপর বলেন—ভাজাভুজি আর নয় সবিতা, গ্যাসের দাম আবার বাড়ল।

—তবেই বোঝো মা, সবিতা বলে, আমাদের কী করে চলছে। মাইনে বাড়াতে কি সাধে বলছি?

অরুণা বললেন—এই তো ক'মাস আগেই বাড়ালুম রে, আমরা যে অবিবেচক এমন কথা বলতে পারবি? কিন্তু এর তো একটা শেষ আছে? খরা কী বন্যা হল, ফসল হল না, জিনিসের দাম বাড়ল, খাদ্য আমদানি হল, যদিও শোনা যায় সরকারি গুদোম ঘরে চাল ডাল আলু পচছে, তারপর ইলেকশন, তাতে সবগুলো কর্পোরেট হাউস টাকা ঢালল, সবগুলো দলের ওপর বাজি তাদের। কে জিতবে কিচ্ছু বলা যাচ্ছে না। ইলেকশনের পর অটোম্যাটিক একগাদা জিনিসের দাম বেড়ে গেল। যেমন চিনি, তেল, ডাল, ডিজেল, কেরোসিন, ট্রাম-বাসের ভাড়া, কেন বল তো? ইলেকশনে যা খরচ করলে একেকটা টাটা বিড়লা সে গুলো তুলতে হবে তো? এত বাড়লে কে দেবে? কেন? আমার ভাণ্ডার আছে ভরে, তোমা সবাকার ঘরে ঘরে! সবাই দাও, সবাই কিছু না কিছু দাও,

BanglaBook.org

তাহলে আর কর্পোরেটদের লোকসান খেতে হবে না। ইতিমধ্যে যারা চাকরি করছে তাদের পে রিভিশন করো। চট করে দিয়ো না। ফেলে রেখে দাও। কতক চাট্টি মরে হেজেও তো যেতে পারে। তারপরও টাকা কম পড়লে? ছাপিয়ে নাও। ইনফ্লেশন। সর্বনাশ হবে যে! হোক সর্বনাশ। সে তো এক্ষুনি হচ্ছে না। পরে হবে। আমাদের জীবনকাল কেটে যাবে...

সবিতা বলল—ওমা, মোচাটা কী করে করব বললে না তো? কী বিজবিজ করে বকে যাচ্ছ তখন থেকে? পাগল না খ্যাপা?

—মোচাটা দয়া করে কুচিকুচি করে কেটো, অরুণার গলায় রাগ এসে গেল,—হাতে তেল মেখে নাও। আলুও ছোট্ট ছোট্ট করে কাটবে। এতে হলুদের কারবার নেই। ওই যা একটু ভিজিয়ে রাখার সময়ে। তারপরে তো আমি আছিই। বড়িগুলো ভালো করে ভাজবে, ভাজা খাওয়ার মতো মুড়মুড়ে...

সবিতা বলল—সে কী গো? এই যে বললে ভাজাভুজি কম করতে?

—উফ, কিছু তোদের বলাও বিপদ, যেটা ভাজতে হবে সেটা ভালো করেই ভাজতে হবে, বুঝলি?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

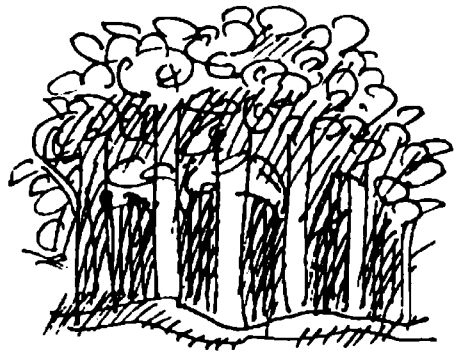

## ৮. হি ইজ নট অ্যাবভ সাসপিশন স্যার...

রজনীশ মশমশ করে ঢুকল নিজের ঘরে, সঙ্গে ডিএসপি, রঙ্গরাজ, থানার ওসি গড়াই। মাহাতো তো আছেই।

—কথা হচ্ছে উনি কি বনে গিয়ে আর ফেরেননি? না কি ফিরেছিলেন তারপর এখান থেকে উধাও হয়েছেন?

এনি হঞ্চ, স্যার? রঙ্গরাজ চাপা গলায় বলল।

ঘরে একটি ক্যামবিসের আরামচেয়ার জানলার দিকে মুখ করে। বিছানায় কেউ শোয়নি, বোঝা যায়। জলের কুঁজোটি তেপায়ার ওপর বসানো। অদূরে টেবিলে ফাইলের দিস্তে। একটি চেয়ার।

মাহাতো ভয়ে ভয়ে বলল, আজ্ঞা এই কলমটা চেয়ারের তলায় গড়িয়ে গিয়েছিল বোধহয়। তার হাতে খুব সাধারণ একটা জেল পেন।

তুমি জানো না ঘরের কোনও চিজে হাত লাগাতে নেই?

—আজ্ঞা আমি কী করে জানব কিছু গড়বড় হয়েছে! থতমত খেয়ে মাহাতো বললো।

—তুমি দেখলে সদর দরজা খোলা, তাও তোমার কিছু মনে হল না?

—সাহেব তো ভোরে জঙ্গলে বেড়াতে যেতেন, মানা করলে শুনতেন না। আমি অনেকবার সাবধান করেছি আজ্ঞে।

BanglaBook.org

—কখন বুঝলে?

—একটা দুটো বেজে গেল, তখনও ফিরলেন না। তাছাড়া...একটু ইতস্তত করে বলল—সকালে ব্রেকফাস্টোটুকু খাবার আগে বেশি দূরে যেতেন না। এখন মাহাতো প্রায় কাঁপছে।

—কখন দিতে ব্রেকফাস্ট?

—এই সাত সাড়ে সাত, কুন দিন বা একটুক দেরি হয়ে যেত।

—গতকাল রাতে ছিলেন কি না বলতে পারো? বিছানা তো মনে হচ্চে শোয়া হয়নি।

আজ্ঞা সনঝেয় চা খেইয়েছিলেন, পট ধুইয়ে রেখেছি। খাবার ভি খেয়েছিলেন, রুটি চিকেন, সব হট বক্সে ছিল, ফাঁকা দেখেছি, ধুইয়ে রেখে দিয়েছি বর্তন। নাহলে তো আমারো সন্দ হত।

রঙ্গরাজ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইল মাহাতোর দিকে, বলল—হি ইজ নট অ্যাবাভ সাসপিশান স্যার।

রজনীশের মুখ এখন পুরো কালো হয়ে গেছে। সে হঠাৎ একটা হুমকি মতো দিল, চেয়ারটাকে অনর্থক নাড়ালো।

তারপর বলে উঠল।—ইট ওয়জ এ টেরিবল মিসটেক। এ ব্লান্ডার!

মাহাতো একটু কেঁপে উঠল, গড়াই বলল—এই ব্যাটা, থানাকে না বলে কোথাও যাবি না ক'দিন। স্যার আমি আরও কয়েকজনকে এখানে মোতায়েন করে দিচ্ছি। আপনার ওই জুগনু একা কী করবে?

রজনীশ বললে—আর্মস-এর ব্যাপারে একটু সোচ-সমঝ করতে হবে। মাহাতো, যাও নিজের কাজে যাও।

মাহাতো চলে গেছে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে সে বলল—আই ডোন্ট ওয়ন্ট এনি মোর আর্মস টু ফল ইনটু দেয়ার হ্যান্ডস। ওকে? রাতের খাবার খেয়েছে মানে রাতে ছিল, খাবার খাওয়া আর ঘুমোতে যাওয়া এর মাঝখানে অ্যাবডাকশনটা হয়েছে। অ্যাবডাকশনই। রাত্তিরবেলা জঙ্গলে ঘুরতে যাওয়ার কোনও চান্স নিশ্চয়ই নেই। হি ওয়াজ নট ম্যাড। তার ওপর এই পেন মেঝেতে পড়ে থাকা। টেবিলে বই...

এই রজনীশ আর গান্ধী ময়দানের রজনীশ একেবারে আলাদা ব্যক্তি।

BanglaBook.org

দুধ ঘি খাওয়া নধর শরীর ঠিকই। কিন্তু তার মধ্যে দিয়েও শক্তি এবং সংকল্পের কঠিন চেহারাটা বোঝা যায়।

তিনজনের মধ্যে চাপা গলায় কিছু আলোচনা হল। তারপর রঙ্গরাজ আর গড়াই চলে গেলে, টেবিলের কাছ বরাবর এগিয়ে গেল রজনীশ—একটা বোম্বাই ঘুঁষি মারল টেবিলের ওপর, শালি কুত্তি! গর্জন করল একবার। তারপর পরিত্যক্ত আরামচেয়ারটায় গা এলিয়ে দিল। কাকে দিল গালাগালটা? একমাত্র সে-ই জানে।

একটু পরে আবার উঠে বসল সে, কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না। খোলা পেন, অর্থাৎ কিছু লিখছিল আবির। কী লিখতে পারে? চিঠি? আজকাল কেউ চিঠি লেখে? তাহলে? আর কী কী মানুষ লিখতে পারে? চিঠিটা অবশ্য একদম বাদ দেওয়া যাচ্ছে না। হয়তো শুধু তথ্যমূলক কোনও চিঠি নয়, আরেকটু বিশদ কিছু, হয়তো আবিরের এরকম অভ্যেস ছিল। আবিরের ব্যাকগ্রাউন্ড প্রায় কিছুই জানে না সে। কথাটা এখন ভেবে দেখলো সে। দু জন ইয়াং ম্যান একত্র হলে ফ্যামিলির কথা থোড়ি হয়। ব্যক্তিগত কথাবার্তা, উচ্চাকাঙ্ক্ষার রকম এগুলো জানা যায়। ব্যাস। তা সে ব্যাপারেও রজনীশ যতটা খোলাখুলি ছিল আবির যে একেবারেই ততটা ছিল না, সেটা সে এখন বুঝতে পারছে। সে বাবা-মার একমাত্র সন্তান, বাবা-মা খুব লিবার‍্যাল। ইচ্ছেমতো বাঁচবার বা মরবার সুবিধে তার আছে। হঠাৎ রজনীশ সোজা হয়ে বসল। কী মানে এই কথাটার? ইচ্ছেমতো বাঁচা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু ইচ্ছেমতো মরা? জাস্ট কথার কথা না আলাদা কোনও গুরুত্ব আছে কথাটার? একজন ইয়াং ম্যান, সবে তার উজ্জ্বল কেরিয়ারে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, তার মুখে এরকম হতাশাজনক কথা কেন? ইচ্ছেমতো মরবার সুবিধে? হায় রাম! কী বলতে চেয়েছিল আবির? সে বরং তার নিজের নানা দায়দায়িত্ব, পেছনে ফেউ লেগে থাকা উমাকান্তজি এবং তাঁর মেয়ের কথা নিয়ে কিছু অনুযোগ করেছিল, আরও বোধহয় বলেছিল তার বাবা-মার সেকেলেপনার কথা। বর্তমান সময়কে তাঁরা একেবারেই বুঝতে পারেন না। বাট দে আর লাভিং। তাঁদের সুখী করা তার জীবনের একটা বড় কর্তব্য। সে বোঝেনি জীবনের জাল এমনি

BanglaBook.org

যে সুখী করার পথে চলতে গিয়েই অসুখী করার দায় এসে যায়। তখনও জীবনের এই বেওয়াফাই তার নজরে সম্যক আসেনি। কিন্তু এখন সে ক্রমশই হৃদয়ঙ্গম করতে লাগল আবির শুধু তার কথাগুলো মন দিয়ে শুনে গেছে, নিজে বিশেষ কিছুই বলেনি। স্বভাবটা চাপা তো বটেই। তাছাড়াও অতিরিক্ত কিছু একটা, কোনও ধরাছোঁয়ার বাইরের বস্তু ছিল ওর চরিত্রে। সেটাকে ঠিক চাপা বলে ছেড়ে দেওয়া যায় না। আরও কিছু আরও কিছু...। রজনীশ লাফিয়ে উঠে পড়ল। ইয়েস। ইট মাস্ট হ্যাভ বিন আ ডায়েরি! এই অভ্যাস আবিরের ছিল, হায়দ্রাবাদে আলো নিবে যাবার পর অনেক সময় ও টর্চ জ্বেলে কী সব লিখত। নিজে ব্যাপারটা দেখে না থাকলেও শুনেছে। ডেফিনিট। কোথায় গেল জিনিসটা! সে চারদিকে খুঁজতে লাগল। বেডকভারে ঢাকা পড়ে গেছে খাটের তলাটা। সে কভার উঠিয়ে ভেতর দিকে ঢুঁ মারল। একহারা খাট, খুব বেশি স্পেস তো নেই! নাহ্, কিচ্ছু চোখে পড়ল না।

খাটের তলা দেখে বেরিয়ে আসছে, সামনে দেখে মাহাতো। হকচকিয়ে গিয়ে বলল—সার আন্ডা ভেজে এনেছি, রুটি, আলু কি সবজি, নাস্তা করবেন তো?

রজনীশ রুক্ষ গলায় বলল—ও ডায়েরি কঁহা ছিপায়ি? নিকালো জলদি।

—ডায়রি? ও ক্যা চিজ স্যার!

—চোপ! গর্জন করে উঠল রজনীশ। কিতাব কি তরহ্। ও ভী ইধর রখখা থা, কলম কে সাথ। মুঝে মালুম হ্যায়। নিককালো আবভি। বার করো।

কেঁপেকুঁপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মাহাতো, পেছন পেছন তার সাহেব। কিচেনের বর্তনের পেছন থেকে একটি হার্ড বাউন্ড ছোট সাইজের খাতা বার করল মাহাতো—ইয়ে চিজ?

প্রায় ছিনিয়ে নিল সেটা রজনীশ। উলটেপালটে দেখল। ইংরেজি, বাংলা ও দেবনাগরী অক্ষরে নাম লেখা আ রা। এ রা—এটা ছিপিয়ে

BanglaBook.org

রেখেছিল কেন? কিঁউ?—হুংকার দিয়ে উঠল রজনীশ।

—সমঝা নেই সাব, বিসোয়াস কিজিয়ে। উও গেট কি আসপাস ফেককা রহা থা। উও কিসকো, ক্যা চিজ মুঝে কুছ মালুম নহি।

—কলমটা দিলে, তখন এটার কথা মনে পড়েনি? এক থাবড়া দিল রজনীশ।

গাল ধরে বসে পড়ল মাহাতো।

—কিছু বুঝিসনি তো, লুকিয়ে রেখেছিলি কেন বর্তনের পেছনে?

—বেটে কে লিয়ে। উও লিখেগা ইস্কুল মে।

আরও একটা থাবড়া দিল রজনীশ মহাতোর অন্য গালে।—চোর কঁহিকা, যা কাম কর। খবরদার, ঔর কুছ ছিপাওগে তো পছতানা পড়েগা।

মাহাতো গালে হাত দিয়ে বেরিয়ে গেলে রজনীশ টেবিলের সামনে চেয়ারে এসে বসল। তার ভেতরটা রাগে গসগস করে জ্বলে যাচ্ছে। নিজের ওপর, লালীর ওপর, উমাকান্তজির ওপর, এমনকী তার নিরীহ বাবা-মার ওপরও। নিরীহ হলেই তো সাতখুন মাফ হয়ে যায় না! বলে খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হল তাঁতির এঁড়ে গোরু কিনে। বেশ সুন্দর মাস্টার হওয়ার ধান্দায় ছিল সে। কে তাকে এই জটিল কুটিল প্রশাসনের জগতে ঠেলে দিয়েছে? ওই বাবা-মা-ই তো? উমাকান্ত আর তার মেয়ের আজ্ঞাবহ তাকে কে করেছে? ওই সো কল্ড নিরীহ বাবা-মা-ই তো? বোকামির কোনও ক্ষমা নেই জীবনে। ফল ভুগছেন এখন পিতাজি। একলৌতা ছেলে হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। বহু বলে কেউ প্র্যাকটিক্যালি জোটেনি। এতটুকু উন্নতি হয়নি লাইফ স্টাইলের। সেই ভাঙা ভাড়া বাড়ি, সেই নর্দমা, সেই গরিবি। কতটুকু দিতে পারে সে? বুঢাপে মানুষের অর্ধেক টাকাই তো চলে যায় বিমারির পেছনে! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডায়েরিটা খুলল সে।

বেশিরভাগই বাংলায় লেখা। সে যদি পশ্চিমবঙ্গ কেডার হত তাকে ভাষাটা শিখতেই হত। কিন্তু সে বিহার কেডার, তাকে এখানে, প্র্যাকটিক্যালি এই করিডরের অনেক জায়গায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বসানো হচ্ছে যেহেতু সে ফার্স্ট টাইম ছত্তিশগড়ে খুব শক্ত হাতে পরিস্থিতি

BanglaBook.org

সামহাল দিতে পেরেছিল। তবে সে বাংলা বুঝতে পারেই, বলতেও পারে ভালো। এই লিপিটাই তাকে মুশকিলে ফেলল। পাতা ওলটাতে ওলটাতে হঠাৎ স্থির হয়ে যায় রজনীশ। ইংরেজিতেও কিছু লেখা আছে। বাংলা চলছে হঠাৎ একটা ইংরেজি শব্দ। প্রথমে সে পাত্তা দেয়নি। 'এ স্পিকিং টু আর' লিখাটা দেখে সে সতর্ক হয়ে ওঠে। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে মনোযোগী হতে বলে। বাংলা লেখার ফাঁকে ফাঁকে একেকটা ইংরেজি শব্দ যেন গুঁজে দেওয়া। বাংলা লিখতে লিখতে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে থাকতেই পারে কেউ। কিন্তু 'এ স্পিকিং টু আর' লিখনটার পর সে এইভাবে ছড়নো ইংরেজি শব্দগুলো পর পর সাজিয়ে যেতে থাকে। —য়ু আর বিইং স্পায়েড আপন। ডেফিনিট। দেয়ার মাস্ট বি আ ক্যাম্প নিয়ারবাই। টেম্প শিওর। ক্যান মুভ আউট এনি টাইম। এ ডাজ নট ওয়ন্ট দা কনভেনশন্যাল অ্যাপ্রোচ। ভেতর থেকে এক-একটা ইংরেজি শব্দ উঠিয়ে নিলে এইরকম একটা বার্তা দাঁড়ায়।

মাহাতোর ছেলে এই ডায়েরিতে লিখবে ইস্কুলে? অর্ধেকের বেশি ভরা রয়েছে লেখায়। মাহাতো কি তাকে একেবারেই বেওকুফ ভাবে? সেই চতুর্বেদীজি যাকে নাকি সরকার করিতকর্মা বলে ভরসা করছে? নাকি হঠাৎ ধরা পড়ে আর কোনও মিছে কথা মাথায় আসেনি? নাকি ও মাওবাদীদের চরের কাজও করছে। ডায়েরিটা ওদের হাতে তুলে দেবে বলে রেখে দিয়েছে। তবে ব্যাপারটাকে খুব একটা গুরুত্ব দিল না রজনীশ। এ সব অঞ্চলে বাসিন্দারা উভয়পক্ষের ভয়ে এমন কুঁকড়ে থাকে যে তাদের পক্ষে কারো জন্যে সেন্ট পার্সেন্ট অনেস্টি দিয়ে কাজ করা অসম্ভব। রামেও মরবে, রাবণেও মারবে—এমনটাই অবস্থা এদের। দোষ দেওয়া যায় না। তবে অবশ্যই রজ্জুতে সর্পভ্রম করার ভুল না করলেও, মাহাতোকে চোখে চোখে রাখতে হবে। কোনও অপারেশনের কথা যেন সে ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে। শুধু মাহাতো নয়, গড়াই লোকটাও কেমন চোর-চোর হয়ে থাকে, অনর্থক হম্বিতম্বি করে। খাপছাড়া ব্যবহার। এরা এ অঞ্চলে টিকে থাকবার জন্যে অনেক কম্প্রোমাইজ করে বলে তার ধারণা। কে জানে ডায়েরিটা হয়তো মাহাতো গড়াইকেই দিত!

BanglaBook.org

## ৯. জন্মমাত্র সে তার আপনজনকে চিনে নিল, মানুষ...

মাথায় দুর্বোধ্য যন্ত্রণা নিয়ে জ্ঞান হল তার। সে কে? প্রথম এই প্রশ্নটাই খিচুড়ি পাকিয়ে যাওয়া মস্তিষ্ক তাকে পাঠাল। সে একবার নাড়াতে চাইল মাথাটা। ভারী হয়ে রয়েছে। বেজায় ভারী। তা সত্ত্বেও একটা বোদা বোধ তাকে উত্তরটা দিল। সে কে, এবং অন্য কোথাও, এমন জায়গায় যেখানে তার থাকার কথা নয়। মুখের ওপর একটা মুখ ঝুঁকে পড়ল। চোখে অস্পষ্ট আবছা অস্থির একটা প্রতিকৃতি ভাসছে। প্রতিকৃতিটা স্থির হলে তার চেতনায় লাফিয়ে উঠল একটা বোধ। মানুষ কী অনির্বচনীয় সুন্দর। একজন মানুষের কাছে আরেকজন মানুষ স্বয়ং জীবন। তার চেয়েও বেশি, মানুষকে পেলেই মানুষ বাঁচতে চায়। অন্যথায় এই পৃথিবীর আকাশ বাতাস, পাহাড় সাগর নদী নালা অরণ্য গাছপালা পশুপাখি যত বিচিত্রই হোক, যত সুন্দরই হোক, মানুষকে জীবনে স্থিত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সে ছিল এক মৃত্যুমগ্ন লোকে। সেখানে ফর্ম নেই, রূপ নেই, চিন্তা চেতনা কিছু নেই। এই মাত্রই সে জন্মাল, এবং জন্মমাত্র সে তার আপনজন চিনে নিল, মানুষ, আরেকজন মানুষ। জেগে উঠে সে যদি হাতি দেখত কিংবা ভালুক সে চলে যেত নৈরাশ্যের গহ্বরে, যদি দেখত শুধু গাছপালা, সে শরীরে শক্তি পাওয়া মাত্র খুঁজত, খুঁজত কী করে মানুষের সান্নিধ্যে যাওয়া যায়। খুঁজত আরেকজন অন্তত মানুষ।

BanglaBook.org

হিজ ওন কাইন্ড। এর আর কোনও বিকল্প নেই। ওহ্ রবিনসন ক্রুসো যে কী কষ্টে ছিল, তার ম্যান ফ্রাইডেকে যে সে কী অসম্ভব ভালোবাসত ডিফো বলে লোকটা কি বুঝেছিল? সে মুখটা হাঁ করল, বলতে পারছে না এখনও, কিন্তু সে জল চায়। তার মুখগহ্বরে জল পড়তে লাগল। ওহ্ কতকাল পরে যে সে জল খেলো! এও বুঝল কী অপূর্ব স্বাদ জলের। এর চেয়ে ভালো পানীয় ভূ-ভারতে নেই। অসহায় ক্লান্তিতে সে চোখ বুজল আবার।

ফিসফিস করে একজন বলল—এ বোধহয় নয়।

আরেকজন বলল—তা কী করে হয়? ওর বাংলো থেকেই তো উঠিয়ে আনল। অকেলাই তো থে।

তৃতীয়জন বলল—সুনা কি সাবজেক্ট বহোৎ সাফ। কোমল চেহারা। ঔরত কি তরহ।

—তুমি নিজে দেখোনি? শোনা কথায় জংলিকে পাঠালে? এ তাহলে অন্য কেউ?

—মালুম নেই। পতা লগানা পড়েগা। কুছ কনফিউশন হুয়া লাগতা। এটা বেওকুফি হয়ে গেল। ও আদমি বহোৎ চালু। আমাদের ধোঁকা দিয়ে দিল। দু'জন বাইরে চলে গেল, চাপা গলায় বলে গেল—উসকো দেখভাল আচ্ছাসে কর, কোই বড়া আদমি হো সকতা, ইনোসেন্ট হোনে সে দিককত হোগা।

গামছা জলে ভিজিয়ে কপাল ধুয়ে দিল ইনা। জ্বরে ফেটে যাচ্ছে কপাল। ওরা ওষুধ লাগিয়ে ক্ষতস্থান ড্রেসিং করে দিয়ে গেছে। ওদের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। সবই ঠিক। কিন্তু এর যে তাড়সে জ্বর এসেছে, অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া যাবে না, এ বিষয়ে তার কোনও সন্দেহ নেই। প্যারাসিটামল দিয়ে যাচ্ছে, তেমন কাজ হচ্ছে না। খুব চিন্তার কথা। অসুস্থ মুখটার দিকে অপলকে তাকিয়ে রইল ইনা। কালকে যখন এনেছিল অনেক সাফ লেগেছিল, এখন যন্ত্রণায় কালচে মেরে গেছে। পাতলা চেহারা। কিন্তু খুব পেশিদার, সে দেখে নিয়েছে। পরনে তো ছিল খালি পায়জামা আর পাঞ্জাবি। তার ভেতর থেকে ব্যায়াম করা

BanglaBook.org

সুগঠিত শরীর ফুটে উঠেছিল। পাতলা নাক। তলায় একটু সবুজাভ গোঁফ-দাড়ির আভাস আস্তে আস্তে ফুটছে। ঠোঁটজোড়া ফুলো ফুলো, চমৎকার ঢেউ তাতে। ভীষণ একটা মায়া জাগানো মুখ। অথচ বুদ্ধের মতো নির্লিপ্ত। যুবক মুখ, অথচ যেন ভীষণ একটা জ্ঞানী ভাব। ঠিক এরকম একটা মুখ যেন সে কোথায় দেখেছে। অবিকল নয়, কিন্তু খুব আদল। কোথায় দেখেছে, সে কে তাকে জানতেই হবে। কিছু কিছু মাস্টার অধ্যাপকের মুখ সে দেখেছে, তাতে ভালোমানুষি ছিল, নির্লিপ্ততা ছিল। কিন্তু এ একটা আলাদা ভাবের মানুষ। ইনা উঠে ঝাঁপের বাইরে চলে এল। এখন প্রখর রোদ। গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে চুঁইয়ে নামছে। যেন ছুঁচের মতো নেমে আসছে বনের স্বাভাবিক ছায়া ভেদ করে। চারিদিকে তাদের ক্যাম্প ছড়ানো-ছিটোনো, একেবারেই মিলিটারিদের মতো খাঁকি। একটি স্থানীয় মেয়ের বনের মধ্য দিয়ে এদিকেই আসছে। এরা ওদের রসদ জোগায়। সানন্দেই জোগায়। আজ একটা বস্তা ওর পিঠে।

—কী এনেছিস? সে শুধু ভুরু আর কপালের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে। মাথার মধ্যেটা ভারী হয়ে আছে দুশ্চিন্তায়, অস্বস্তিতে।

একমুখ হেসে মেয়েটা বলে—শুঁটকি।

হায় হায়, এ মেয়েটা তো আচ্ছা বোকা! শুঁটকি মাছ রান্না করলে দশ দিক আমোদিত হয়ে যাবে ও জানে না?

বলল—ভেইয়ার অর্ডার।

ভেইয়া অর্থাৎ রঘুবীর। মুখটা বিকৃত করল ইনা। সাহস তো কম নয়? এ লোকটা আস্তে আস্তে এই জীবনের কঠোরতার অনুপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে, অসংযমী, লোভী।

আর সেই সময়েই তার মনে পড়ে গেল কোথায় এই মানুষটিকে ও দেখেছিল। সিনেমায়, একটা ইংরেজি ছবি, কী নাম মনে নেই, কী গল্প মনে নেই, সবটাই তখন ধোঁয়া ধোঁয়া লাগত। দেখেছিল মিশনে। এবং তার পর থেকে মাঝে-মাঝেই স্বপ্নে দেখত সে মানুষটিকে। মনে পড়েছে কোনও স্পাই ফিল্ম। লোকটির নাম ডিন মার্টিন। ইনা ঝাঁপ

BanglaBook.org

বন্ধ করে ভেতরে চলে গেল আবার। অস্ফুটে কী বলছে লোকটি।

—জল, পানি।

চকিতে দৌড়ে গেল ইনা। বোতল থেকে জল ঢেলে দিতে লাগল মুখে। খুব চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল—অব ক্যায়সা লাগতা?

মাথাটা নাড়তে গেল, পারল না। ইশশ! ইনা এবার দৃঢ় পায়ে বাইরে চলে এল, রঘুবীরের ক্যাম্পে ঢুকে গেল। তিন-চারজন বসে সামনে ম্যাপ খুলে কথা বলছে। ইনাকে দেখে চোখ তুলে তাকাল। সে রুক্ষস্বরে বলল—উনকে লিয়ে কুছ করো, ডাগদার বুলাও। বুখার বহোৎ তেজ।

সে আর দাঁড়াল না।

BanglaBook.org

## ১০. জানান

চট করে, বলতে গেলে একরাতের মধ্যে শীত পড়ে গেল। আগের রাতেই পাখা পুরোদমে চালিয়ে শুয়েছেন। শেষ রাতে একরকম ঘুম-চোখে বন্ধ করে দিয়েছেন পাখা। গায়ে টেনে নিয়েছেন বালাপোষ। অরুণা শীতের আমেজে ভরা ভোরের স্বাদ নিতেই বোধহয় উঠে বসেছিলেন। হঠাৎ আঙুলের কড় গুনে বললেন— চোদ্দো দিন হয়ে গেল।

—এর আগে মাসের পর মাসও গেছে, অনিলবাবু বললেন।

কীসের, কী বৃত্তান্ত বলার দরকার হল না। একজন বলামাত্র অন্যজন বুঝে নিলেন।

—সেক্ষেত্রে আমরা জানতুম ও কোনও বিশেষ কাজে গেছে। আমার মনটা ভালো বলছে না। তুমি কিছু করো। বলতে বলতে গায়ের বালাপোষটা দুম করে ছুড়ে ফেলে অরুণা নেমে দাঁড়ালেন।

—তুমি কি মনে করেছ আমি কিছু না করেই নিশ্চিন্তে বসে আছি?

—তুমি না বললে আমি কী করে জানব? তোমার এই চুপিচুপি কাজ আমার ভালো লাগে না। যেন আমি শত্রু বা বিপক্ষের স্পাই, আমাকে বললে জাত যাবে...

অনিল বললেন—ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমি দিল্লিতে ওর হেড

BanglaBook.org

অফিসে খোঁজ নিয়েছি। ও কোনও অ্যাসাইনমেন্টে আছে। এখন যোগাযোগ করতে পারবে না। জানোই তো ওদের ব্যাপারস্যাপার।

—না, জানি না, অরুণা বললেন,—ও নিশ্চয় ইব্রাহিমের লোক নয়, যে সবকিছুই এত ঢাকঢাক গুড়গুড়।

—এ-ও হতে পারে...বলতে বলতে অনিল থেমে গেলেন।

—কী বলছিলে? কথাটা শেষ করো।

—না, কিচ্ছু না তো?

অরুণা রাগ করে বালাপোষটা পাট করতে লাগলেন। তাঁর এখন অনেক কাজ। বাজে কথার সময় নেই। ছেলেকে বাদ দিয়ে জীবনযাত্রার ইতিহাস অনেকদিন হল, সত্যি কথা। অভ্যাস হয়ে যাওয়াই উচিত। কিন্তু মনের আধখানা ওর দিকেই পড়ে থাকে। যাক নিজের জীবন, নিজের ছাইয়ের মাথা ভীষণ ইমপর্ট্যান্ট কাজ এসব নিয়েই ও ব্যস্ত থাকুক। কিন্তু থাকুক চোখের সামনে। ঘুরুকফিরুক। লোকের ছেলেরা তো বিদেশবাসী হয়ে যায়, সে তুলনায় তো তাঁর ছেলে আসে, যায়, ইদানীং দীর্ঘ সময় এখানেই ছিল। এইটুকুই। কোনও আবেগ নেই, আদিখ্যেতা পছন্দ করে না, বড্ড সিরিয়াস প্রকৃতির ছেলে। হাসিঠাট্টাও তেমন করে না। কেন যে ছেলেটা এমন হল! যেন তার মাথার ওপর সত্যিই কেউ গোটা ভুবনের ভার চাপিয়ে দিয়েছে।

—মাসি!

তিনি চমকে ফিরে তাকালেন। দিব্যা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি এখান থেকেও বুঝতে পারছেন তার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে। গলাটাও স্বাভাবিক শোনাল না।

—কী হয়েছে? কী? অরুণার হাত থেকে বালাপোষটা পড়ে গেল। তিনি আলগা পায়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। আর তাঁর কাঁধের ওপর হঠাৎ ভাঙা পুতুলের মতো পড়ে গেল দিব্যা। তাঁকে আঁকড়ে ধরেছে যেন একমাত্র অবলম্বন। রোগা হলে কী হবে, মেয়েটা অরুণার চেয়ে একহাত বেশি লম্বা। তাকে শুইয়ে দিতে অনিলের সাহায্য দরকার হল। অনিল তার চোখেমুখে জল দিলেন, অরুণা চট করে একটু দুধ গরম

BanglaBook.org

করে নিয়ে এলেন। একটু পরে ক্লান্ত চোখ মেলে মেয়েটা বলল—কিডন্যাপ করেছে।

—কে? কাকে? কী বলছ?

সে অনেক কষ্টে নিজের ঢোলা রাতজামার পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বার করল। অরুণার হাতে দিল। একটা লম্বা এসএমএস—'এই নাম্বারটা ওর ডায়েরি থেকে পেলাম। আপনাদের জানানো দরকার আবিরকে আমার কাঁকড়াঝোড়ের বাংলো থেকে কিডন্যাপ করেছে, ও আমার কাছে বেড়াতে এসেছিল বা কোনও কাজে, আমি জানি না। আমি আউট অব স্টেশন ছিলাম। ভয় পাবেন না। আমরা দেখছি। আর... আর এ খবরটা আমরা গোপন রেখেছি আপাতত তদন্তের স্বার্থে। আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে হল। কীপ ইট আ সিক্রেট ফর দা টাইম বিয়িং। প্লিজ কোঅপারেট—রজনীশ চতুর্বেদী এসপি।

প্রথম কয়েক মিনিট কেউই কোনও কথা বলতে পারলেন না। শুধু নিশ্বাসের আওয়াজ শোনা যায়।

অবশেষে অনিল ভারী গলায় বললেন—বেড়াতে তো ওখানে যাবে না। দিব্যাকে ফেলে, আমাদের কিছু না বলে, বেড়ানো? ইমপসিবল! ও সে ছেলেই না। আর কিছু থাক না থাক কমিটমেন্ট, কমিটমেন্ট ওর ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনা। তাছাড়া ও ফরেন সার্ভিসে আছে। ওর গায়ে চট করে হাত ওঠাতে সাহস হবে না মাওবাদীদের। অসম্ভব! আসল কথা হচ্ছে কেন? তোমাকে ঘুণাক্ষরেও কিছু বলেনি? দিব্যা?

—এই রজনীশ চতুর্বেদীর কথা মাঝে মাঝে শুনেছি। ওর বন্ধু। খুব দেখাসাক্ষাৎ হয় না। লং ডিসট্যান্স ফ্রেন্ডশিপ।

অরুণা এবার কেঁদে ফেললেন।

অনিল বললেন—কেঁদে কিছু করতে পারবে রুণা? দেশের অবস্থা খুব খারাপ। অনবরত প্রতিশোধ আর কাউন্টার প্রতিশোধ। দার্জিলিং-এ ঘিসিং তারপর এই বিমল গুরুং। অন্ধ্রর অবস্থা তো যাচ্ছেতাই। এবার এখানে লালগড়, এমপি-তে দান্তেওয়াড়া। মণিপুরের সিচুয়েশন ভাবো,

BanglaBook.org

কতদিন ধরে চলছে। ওইসব উপদ্রুত অঞ্চলে কেউ যায়? যতই কাজ থাক! আর যখন দেখলি রজনীশ নেই, সেই মুহূর্তে তো তুই বেরিয়ে আসবি? তোর নিরাপত্তার গ্যারান্টি ওখানে কে দেবে? রুণা তোমার কাঁকড়াঝোড়ের ফরেস্ট বাংলোটা মনে আছে? নাইনটিথ্রিতে গিয়েছিলুম। আমার মনে হচ্ছে সেইটাই। সামনে পোর্টিকো। ভেতরটা চমৎকার...। ওহ্ ছেলেটা এত বুদ্ধিমান, ধীরস্থির হয়ে এমন ভুল করল?... কেউ কোনও কথা বলছে না অনিল একাই বকে যান... আসলে একটু ওভার কনফিডেন্ট হয়ে গেছিল, বুঝলে? ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে অসাবধান! হবেই, এ জিনিস হবেই... আর সাবধানের মার নেই, মারেরও তেমন সাবধান নেই... এ কথাও একশো বার সত্যি।

কেউ টুঁ শব্দ করছে না দেখে হঠাৎ অনিল চুপ করে গেলেন। তাঁর মুখটা ঝুলে পড়ল। অরুণা বললেন—ওই নম্বরে আমি একটা ফোন করব, দিব্যা দাও তো ফোনটা। নম্বরটা আমাদের সেল-এও তুলে রাখা দরকার। যা সার্ভিসের ছিরি!

দিব্যা স্থির গলায় বলল—আমি করেছি ফোন। ওটা সুইচড অফ এখন। মাসি, আই থিংক আই শুড গো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

## ১১. কুপির আলোয়

মাথার যন্ত্রণাটা অনেক কমে গেছে। জ্বরটা বোধহয় মাঝে মাঝে আসছে। আবির এখনও ঝিম মেরে পড়ে থাকে। তাকে বুঝতে হবে এরা কেন তাকে কিডন্যাপ করাল। কী চায়। দলে কে কে আছে। এই মুহূর্তে এই ঝুপড়িতে মনে হচ্ছে কেউ নেই। জায়গাটা একটা ঝুপড়িই। অদূরে টিমটিম করে একটা আলো জ্বলছে। সে ঘাড় না ঘুরিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল আলোটা কীসের। কেরোসিনের গন্ধে মনে হল কুপি জাতীয় জিনিস। বদ্ধ জায়গায় গন্ধটা ক্রমশই তীব্র হয়ে উঠছে। এটা ঠিক এরা তাকে যতদূর সম্ভব যত্ন করেছে। ওষুধপত্র খাইয়েছে। মাথাটা বারবার ড্রেস করে দিচ্ছে। খুব সম্ভব অ্যান্টিবায়োটিকের একটা কোর্স চলছে তার। যারা দিল, তাদের কেউ ডাক্তার কি না কে জানে, কিন্তু অভিজ্ঞ। আর এ দেশে তো ওভার দা কাউন্টার ওষুধ পেতে অসুবিধা নেই! কাজ হচ্ছে ওষুধটায়। গ্লুকোজের জল খাওয়াচ্ছে তাকে যেন ঘড়ি ধরে ধরে। ঝাঁপ খুলে একটা ফিগার ঢুকল। পেছনে আরেকজন। মেয়েগলায় আওয়াজ শুনল—আজ কিছু খাওয়াতেই হবে। তুই যা। গলা গলা ভাত আর ডাল নিয়ে আয়, রতনকে বলবি আমার নাম করে। একটু চুপ। তারপরে আবার আপন মনে বললো—শুধু ওষুধ দিলেই হয়ে গেল, হুঁঃ। ইরেসপনসিবল লট। উত্তরোত্তর অবাক হচ্ছিল আবির। মেয়েটি

BanglaBook.org

তাহলে বাংলা জানে, বলছে বাঙালিরই মতো। তারপর যেটুকু ইংরেজি বলল, বেশ শিক্ষিত টোনে।

আবার একটা তরুণ গলা শুনল—বীরুজি কিন্তু আমাকেই এখানে ডিউটি দিয়েছে। তুমিই বরং যাও না! যদি আমাকে কিছু বলে?

—শোন্ সুফল, এসব ব্যাপারে আমি যা বলব তাই হবে। এ তো আর তোদের অপারেশন নয়। সেখানেও যদি আমি থাকতাম গুবলেট হত না। তোর কোনও ভয় নেই, ডরপোক কাঁহিকা। একটু হাসি। একটা ছায়া সরে গেল। আবির চট করে চোখ বুঝে ফেলল। মেয়েটি তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছে।

—আপনি শুনতে পাচ্ছেন? কিছুক্ষণ পরে বলল। আঁখ খোলিয়ে তো জরা!

আবির অনেক কষ্টে একটু নাড়ল মাথাটা, তারপর অল্প একটু খুলল, বলল—এটা কোথায়?

—সেটা বলা যাচ্ছে না! আছেন কেমন?

—মাথাটা... সে কথা শেষ করল না।

—আজ একটু খেতে হবে। বুঝলেন?

সে বলল—খিদে... খুব...।

—দ্যাটস গুড। একটু চুপ। তারপরে বলল—আপনি কে?

উত্তরে সে বলল—আপনি কে?

কোনও জবাব এল না।

তখন আবির একটু টেনে টেনে বলল—কোনও অগ্নিকন্যা?

অনেকক্ষণ চুপ। তারপর জবাব এল রুক্ষস্বরে—আপনার কী দরকার? বিমার আছেন, চুপ করে শুয়ে থাকেন। বেশি জানতে চাইলে... আর কোনও কথা নেই, চুপচাপ। আবির চোখ খুলল, চমকে উঠল, সামনে একটা লম্বা চকচকে বন্দুকের নল।

—জবাব পেয়ে গেছেন? চুপচাপ থাকুন।

সে চোখ বুজিয়ে ফেলল।

এটা তাহলে কথায় কথায় বন্দুক দেখায়, বন্দুক নিয়েই ঘোরাফেরা

BanglaBook.org

করে, মেয়েরাও ; আবার মাথায় মেরে ধরে আনা শিকারকে অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্সও খাওয়ায়! ভালো। ভালো।

একটু পরে গরম ভাতের গন্ধ, নরম ফ্যানা ভাত, অদ্ভুত সুস্বাদু, চামচ করে তাকে খাইয়ে দেওয়া হচ্ছে, সে খাচ্ছে বুভুক্ষুর মতো। পাশে দাঁড়িয়ে একটি ছেলে, তার পায়ের দিকটা দেখতে পাচ্ছে সে। কেরোসিন কুপির গন্ধ ভেদ করে ভাতের গন্ধ, ঘামের গন্ধ, মেয়েলি ঘাম। মুখের ভেতরটা লালায় ভরে যাচ্ছে।

—ব্যস, আজ এই পর্যন্ত থাক। কেমন লাগল?

সে আস্তে বলল—লাবণ্য!

—কী বন্য?

—এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খাবার। থ্যাঙ্ক য়ু।—আর কোনও প্রশ্ন বা জবাব এল না। এই মেয়েটিকেই সম্ভবত প্রথম চোখ খুলে দেখেছিল সে। মেয়ে বলে বোঝা সহজ নয়। কেননা খাকি উর্দিতে ছেলেদের সঙ্গে কোনও তফাত নেই। তবে নারীমুখের কোমলতা যাবে কোথায়? এবং কণ্ঠস্বর? একটু খসখসে গলা। অদ্ভুত একটা মিষ্টত্ব আছে। এ কে ৪৭ নিয়ে ঘোরাফেরা করে, তার মানে বেশ চাঁই গোছের কেউ হবে। ওয়েল ট্রেন্ড তো বটেই। ছেলেটাকেও নির্দেশ দিচ্ছিল বেশ কর্তার মতো। বীরু বলে আরেকজন কেউ আছে, যার র‍্যাঙ্ক এর ওপরে। তাকে সবাই ভয় পায়। এ মেয়েটি পায় না। যে কোনও গেরিলা দলে একটা না একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকবেই। নতুন নতুন থাকে না। যতদিন যায়, ব্যক্তিগত মতামতের তফাত, কারুর নেতৃত্বে অন্য কারও চাপা রাগ, কিছু না হোক বিরক্তি এ সব মাথা চাড়া দেবেই। তার ওপর আবার এরা দলে মেয়ে, এবং এরকম ব্যক্তিত্বশালী মেয়ে রেখেছে। লম্বা মতন ছেলেটাকে তো এ হাতের পুতুলের মতো নাচাচ্ছিল! যখন ঘোরটা সামান্য কেটেছিল তখন অন্য কারও কারও উপস্থিতি সে টের পেয়েছে। তারা সবাই পুরুষ মানুষ। বীরুজি কি তাদের মধ্যেই কেউ? এই বদ্ধ ঘরের হাওয়ায় অনেকের ঘাম, রাগ, মতামত, সিদ্ধান্ত, সংকল্পের গন্ধ ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে নাক উঁচু করে একটা দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস নিল। কিন্তু সমস্ত

BanglaBook.org

ভেদ করে একটা মৃদু মেয়েলি গন্ধ তাকে অভিভূত করে দিতে লাগল। বাইরে কালাশনিকভ, কিন্তু ভালো, ভেতরটা নির্ঘাৎ ভালো, কে জানে কেমন পরিস্থিতিতে এদের সঙ্গে এসে ভিড়েছে? অবশ্য কে না জানে? পরিস্থিতি কে না জানে? তবু ইনসার্জেন্সি তো কোনও সমাধান নয়? এ একরকমের আত্মঘাত। রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে টক্কর দিয়ে কেউ বাঁচে? এই সহজ কথাটা একটা বুদ্ধিমতী মানুষের মাথায় খেলবে না কেন? কেন যে কারও রক্ত গরম হয়ে সব পুড়িয়ে উড়িয়ে দিতে চায়, আর কারও রক্ত অপেক্ষা করে, শান্ত হয়ে অপেক্ষা করে যায়, কেন যে আবার কারও মাথার মধ্যে সব বুদ্ধিশুদ্ধি গোলমাল পাকিয়ে যায়, জানা খুব কঠিন। সবটাই মৌলিক স্বভাবের ওপর নির্ভর করছে। আর মৌলিক স্বভাবটা কীসের ওপর? নিশ্চয় শেষপর্যন্ত সেই জিনের ওপরই। কবে সেই দিন আসবে যখন শুধু জিন-চিকিৎসা করেই সারিয়ে দেওয়া যাবে দুর্নীতি, জাল জুয়াচুরি, খুন রেপ, এবং এই মারপিট দ্রোহ? সবই অসুখ, হয়তো বা মনের অসুখ। আজকাল মনস্তত্ত্ব নানারকম পার্সন্যালিটি অর্ডার বার করছে। আগে যেগুলো রগচটামি, জেদ, বদমায়েশি বলে চিহ্নিত হত, মানুষ মোটামুটি মেনে নিত এ লোকটা কখনো গলে জলে, কখনও রাগে গজরাবে। এ মহিলা শুচিবায়ুগ্রস্ত, ইনি ওইরকম ডিঙি মেরে মেরে বারবার হাত পা ধোবেনই ধোবেন, এখন সেগুলোর চিকিৎসা হচ্ছে, হয়ে সেরে যাচ্ছে, স্টেম সেল দিয়ে চিকিৎসাও শুরু হয়েছে। কেউ কি কখনও ভাবতে পেরেছিল বাইরে নিষেক করে ডিম্বাণু জরায়ুতে স্থাপন করে নিঃসন্তান দম্পতির সন্তানলাভ হবে? ঠিক তেমনই একদিন বন্যাত্রাণের টাকা লুঠ করা নেতাকে সিক স্টিকার নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। চোর ডাকাত খুনেদের সংশোধনাগারে বসবে জেনেটিক ক্লিনিক। প্রশ্ন হচ্ছে এতদিন পরেও এ সব নিয়ে ভাবতে হচ্ছে কেন? কেন মানুষের স্বভাবের বিবর্তন হল না? মানুষ কি প্রকৃতির আরেক আরশোলা? লক্ষ বছরেও এক থাকে, একচুল বদলায় না? অথচ মজার কথা এই, মানুষ ভাবে সে কত এগিয়েছে। সে নিউট্রন বম্ব, সে কমপিউটার, সে সুপারসনিক, সে চন্দ্রাবতরণ, সে বিগ ব্যাং ঘটাচ্ছে

BanglaBook.org

ল্যাবরেটরিতে। অ-বিবর্তিত মানুষ-আরশুলার হাতে এইসব যন্ত্রপাতি যে কী হতে পারে যারা সৃষ্টির উল্লাসে সৃষ্টি করে যাচ্ছে তারা জানে না, ভাবে না, যখন আর কিছুই করবার থাকে না তখন হাত-পা কামড়ায়, যেমন হিরোশিমা-নাগাসাকির পরে আইনস্টাইন নীলস বোর কামড়েছিলেন!

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, ভীষণভাবে মনে পড়ে গেল। এতদিন বা এতগুলো ঘণ্টা, ঠিক কতগুলো ঘণ্টা গেছে সে তো জানে না এখনও, কিন্তু এই পুরো সময়টা এত অসুস্থ অজ্ঞান থাকার পর, তার প্রথম প্রতিক্রিয়া স্বভাবতই ছিল তার চারপাশটা আন্দাজ করা। কী করে উদ্ধার পাওয়া যেতে পারে সে চিন্তা তার পরে, এবং তারই ওপর নির্ভর করছে। এইবার খানিকটা সুস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের বাড়ির কথা তার মনে পড়ল। এতক্ষণে এই কিডন্যাপের কথা কাগজ চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। বাবা-মার কথা সে ততটা ভাবছে না, বাবা যথেষ্ট স্টেডি মানুষ। আর বাবা ঠিক থাকলে, পাশে থাকলে মায়ের সম্পর্কেও মোটামুটি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। এঁরা কেউই পাগলের মতো কিছু করবেন না। অপেক্ষা করবেন, খবরাখবর নেবেন, দেবেন, তার সুবুদ্ধির ওপর খানিকটা ভরসা রাখবেন তো বটেই। কিন্তু দিব্যা? সে তো এমনিতেই এক বেসামাল মানুষ। অনেক কষ্টে তাকে একটা সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরিয়ে আনা গেছে। গেল! দিব্যাকে নিয়ে তার কাজটা পুরো জলে গেল। কী ভীষণ ট্রমা মেয়েটার! পুরোটা একা একা সামলেছে। হয়তো সেইজন্যেই অমন করে ভাঙল। কী কঠিন ছিল ওকে উদ্ধার করা! সেই কঠিন কাজটা হয়ে যাবার পর যদি আবার সব চৌপাট হয়ে যায়, নিজেকে কি মাফ করতে পারবে সে?

সত্যিই অনুভূতি যার আছে সে মানুষ বোধহয় আজকের জগতে আর বাঁচতে পারছে না। তার মানে কি বিবর্তনের খাতায় শেষ উত্তর এই অনুভূতিহীন যান্ত্রিক মানুষ? তারাই ভবিষ্যৎ পৃথিবীর উত্তরাধিকারী? স্বার্থ বা আত্মতৃপ্তির জন্য যা খুশি তাই করতে পারে এমন মানুষ, কারও জন্যে যার চোখের জল নেই, হাজার অন্যায় বা পাপ করেও যে অটল

BanglaBook.org

সে বিবর্তনের পরের ধাপ? সে-ই কি প্রকৃতির ভাষায় ফিটেস্ট? সায়েন্স ফিকশনগুলোতে, স্টার ওয়রে কিন্তু ওইরকমই দ্যাখায়। মস্তিষ্ক সাংঘাতিক একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে, কী না উদভাবন করছে, প্রকৃতিকে এনে ফেলেছে হাতের মুঠোয়। কিন্তু সবটাই ব্রেন পাওয়ার। খালি সংঘর্ষ! খালি রণ! হৃদয় স্তব্ধ। পশুর থেকেও তলায় নেমে গেছে তার কার্যকলাপ। তাহলে? এ-ও হতে পারে, ডাইনোসর ধ্বংস হলেও পিঁপড়ে যেমন বেঁচে রইল, এই সব মস্তিষ্কদানবরা নিজেদের তৈরি মারণাস্ত্রে নিজেরাই হয়তো শেষ হয়ে যাবে, থেকে যাবে পিঁপড়ে স্বরূপ যূথবদ্ধ কিছু মানুষ যারা পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর দিয়ে একটা গর্তে বাস করে বাঁচবে। এটাও কি প্রকৃতির শেষ কথা হতে পারে? মন সায় দেয় না। অন্য কিছু, অন্য কোনও গুণ মানুষের মধ্যে দেখা দেবে, এখনও তা হয়তো কুঁড়ির আকারে দেখা যাচ্ছে কোথাও কোথাও। দিব্যার কিছু কিছু কথা বিদ্যুৎঝলকের মতো হঠাৎ তার মাথায় খেলে যেতে লাগল।

—ও অক্ষম ছিল সেটা তো ওর দোষ নয়!

—বেশ তো, ছিল ছিল, বিয়েটা করতে গেল কেন?

—হয়তো বোঝেনি। আর দ্যাখো বিবাহ একটা কম্প্যানিয়নশিপ তৈরি করে, সেটাই তো আসল, সেটাকেই না হয় মূল্য দিলাম! আমার মানুষটার জন্যে বড় মায়া হত আবির, তাই আমি কাউকে কিছু বলিনি, ডির্ভোসও চাইনি।

—আর তার রিটার্ন হল তোমাকে ফেলে বদলি নিয়ে পালানো? আর সেই সুযোগে ওর বাড়ির লোকেরা তোমাকে দাসীর মতো খাটাবে আর...

—চুপ চুপ, দিব্যা তার মুখের ওপর হাত চাপা দিচ্ছে, প্লিজ আবির আমাকে মনে করিয়ে দিয়ো না আমি কত বোকা আর মানুষ কত খারাপ হতে পারে। আচ্ছা, খারাপ হওয়াটাও তো একরকম বোকামিই, বলো! একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিল আবির এই বিচারের সামনে। খারাপ হাওয়াটা একরকমের বোকামিই! আশ্চর্য! আশ্চর্য! যে মেয়েটিকে

BanglaBook.org

জেনেশুনে একটা অক্ষম লোকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে, তারপরে লোকটা একরকম পালয়ন করলে মেয়েটাকে প্রায় বন্দি করে তাকে দিয়ে বাড়ির সমস্ত কাজ করানো হত, তারও পরে বাড়ির বাকি দুটি পুরুষ তাকে রেপ করতে যেত, সেই অসহায় মেয়েটা বলছে খারাপ হওয়াটাও তো একরকম বোকামিই, বলো!

ঠিক দিব্যা! ঠিক! তোমার দেওয়া এই পয়েন্টটা আমি মনে রাখলাম। বিবর্তন ঊর্ধ্বায়ন না টিকে থাকা এই ডিসকোর্স চলতে থাকুক, কিন্তু তুমি একটা পয়েন্ট স্কোর করতে পেরে গেছো। বোকা না হলে কে খারাপ হয়? সেই পুরানো প্রবচন আছে না অনেস্টি ইজ দা বেস্ট পলিসি? খারাপ হওয়ার ঝামেলা কম নাকি? লোকে তোমাকে খারাপ বলে জেনে গেলে তো কথাই নেই, আর সেটা যদি লুকোতে পারো, তাহলে প্রত্যেক জায়গায় একটা করে গোঁজামিল দিতে হবে, আর সেটার জন্যেও পাপসূত্রে তুমি আরও একগাদা লোকের কাছে বাঁধা পড়ে গেলে। এইসব সামলাতে সামলাতে কখন উপভোগ করবে তোমার জুয়াচুরির ধন বা ক্ষমতা? তবে এ ছাড়াও একটা ব্যাখ্যা হতে পারে দিব্যার সূত্রের। যে খারাপ সে ভালো হবার ক্ষমতা নেই বলেই খারাপ। যেমন যে বোকা সে চালাক হবার ক্ষমতা রাখে না বলেই বোকা।

সবই হল, কিন্তু তার এই কিডন্যাপের খবরটা চাউর হয়ে গেলে বাবা মা দিব্যাকে নিয়ে কী করবেন? চিন্তায় চিন্তায় মাথার যন্ত্রণাটা শুরু হয়ে গেল আবার। উফ, আপাতত সে আর এখানে নেই। এক চরম বিভ্রান্তিলোকে ছটফট করছে, নিষ্ফল, অসহায়।...বাহ, মাথাটা চমৎকার ঠান্ডা হয়ে গেল তো! কেউ কি বরফ দিচ্ছে মাথায়? কাঁকড়াঝোড়ের জঙ্গলে বরফ? ভালো রে ভালো! কেউ বলল—হাঁ করুন, ওষুধ দেব।

সঙ্গে সঙ্গে হাঁ করল আবির, ওষুধটা গিলে নিল। আরে! কেউ কি ইনজেকশন দিচ্ছে? দে বাবা দে, যা খুশি দে!

কখন ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেছে সে জানে না। এবং তার ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের গাড়ি চলে। চমৎকার জিপ। বনের বাঘ যেন, সব জানে,

BanglaBook.org

কখন গুঁড়ি মারতে হবে, কখন ঝোপের আড়ালে গুপ্তি। কখন বা গর্জন করে ছোটা দূরে-দূরান্তরে। ভেতরে দুলতে দুলতে, ঝাঁকুনি খেতে খেতে শুধু তার শরীরটা চলে। মনটা এখনও গচ্ছিত কাঁকড়াঝোড়ের বাংলোয়, যেখানে সে ফেলে এসেছে তার ডায়েরি ইত্যাদি ব্যক্তিগত জিনিস। সে টের পায় না তার সঙ্গে চলেছে আরও বেশ কিছু মানুষ, তারা নানান ছকের কথা ভাবে, কিছু বলে, কিছু বলে না, আরও সংঘাত, আরও সম্ভাব্য জয়ের কথা ভাবতে ভাবতে চলে।

BanglaBook.org

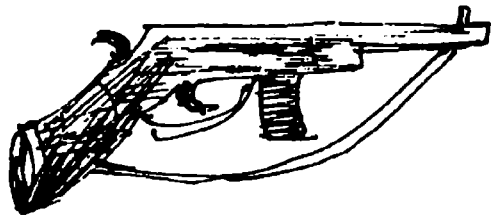

## ১২. খোঁজ

'দেয়ার য়ু আর স্যার'—রঙ্গরাজ তার রাইফেলটা পুঁতে দাঁড়াল। একটা বেশ বড় ফাঁকা জায়গা। গাছপালা ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আশেপাশে কিছু কিছু গাছের শাখায় সদ্য কাটার দাগ। উনুন গড়ার কালো ছোপ, ছাই পড়ে রয়েছে খানিকটা। ধারে ধারে আগুনের পোড়া। এখানে ভালুকের উপদ্রব আছে কিংবা বুনো শুয়োর, দলমা থেকে হাতির দল তো নেমে আসছে আখচার। সেফটি মেজার নিয়েছে। অথচ এই আগুনরেখা স্থানীয় পুলিশের চোখে পড়ল না। হাঁড়ল হাঁড়ল গর্ত, ভেতরে ছাইভস্ম! সবটাই ছাইভস্ম! ঝাড়খণ্ড থেকে আর্জেন্ট কল পাওয়ায় সে এখানে এসেছিল, এটা যেমন ঠিক, কিছু করে ওঠবার আগেই যে তাকে আবার বাড়ি থেকে একটা আর্জেন্ট কল পেয়েই চলে যেতে হয়েছিল সেটাও তো ঠিক, না কী? সে আসার আগে গড়াই ওসি ছিল চার্জে। কী করছিল? কাছাকাছি সব জায়গা, শালবনি, লোধাশুলি, বিশেষ রকম উপদ্রুত অঞ্চল। শালবনির পিডরাকুলি, লক্ষ্মণপুরে যখন-তখন মানুষ তুলে নিয়ে যায় মাওবাদীরা। কারও কারও আর খোঁজ মেলে না, কারও কারও লাশ পাওয়া যায়। রিক্রুট করে জোর খাটিয়ে। আর নেতাটেতা হলে খতম। কখন কী চার্জ বলা শক্ত। ভেতরে ভেতরে কে যে কী করছে বোঝাও তো শক্ত! এরা

BanglaBook.org

ঠিক বুঝে ফেলে। এই যখন অবস্থা তখন রজনীশ চৌবের গেস্ট কিডন্যাপ হয়েছে শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল গড়াই। কিডন্যাপ কথাটাই যেন নতুন শুনল, যেন এখানে কোনওদিন কেউ কিডন্যাপড হয়নি।

—লালগড়ের দিকটাই তো নজর রাখা হয়েছে স্যার, এ দিকটায় তো তেমন কিছু।

—আরে বাবা, লালগড় তো দেখছে সি আরপিএফ। ওটা তোর এলাকাই নয়, আলাদা ব্লক। তোরা আঞ্চলিক পুলিশবাহিনী সেখানে কলকেও পাবি না। পঞ্চায়েত অফিস বন্ধ, সরকারি লোক খুন, নেতারা ভিটেছাড়া, প্রত্যন্ত এলাকায় পুলিশ যেতে সাহস করে না। লালগড় এখন একটা প্রশ্নচিহ্ন, এখানে সেই ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনটা এখনও হয়নি। এই তো সুযোগ নজরদারি করবার! জঙ্গলের মধ্যে কোথায় ঘাঁটি গড়ছে, আবার মিনিটের নোটিশে ঘাঁটি তুলে নিয়ে যাচ্ছে খবর রাখবি না? বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে যায় এসপি সাহেবের।

নাহ্, কোথাও গাড়ি চলাচলের দাগ নেই। হেভি ভিহিকল গেলে ঘাস, ছোট ছোট তৃণগুচ্ছ মুচড়ে দুমড়ে যায়, সে সব কিচ্ছু না।

—অনেকটা রাস্তা পায়দল গেছে বুঝলেন স্যার, তারপর রাস্তা পেয়ে গাড়ি চালিয়েছে। এদের মুভমেন্টের এই নেচার আগেও খেয়াল করেছি, রঙ্গরাজ বলল।

—দে শুড সামটাইমস মেক মিসটেকস, হতাশ গলায় রজনীশ বলে উঠল। ওদের চলাফেরা, লড়াই, গা ঢাকা দেওয়া, বন্দি তোলা, ফান্ড তোলা, খুন সবকিছুর একটা তরিকা আছে। ওদের চাই পাহাড় জঙ্গল, দুর্গম জায়গা, যেমন আফগানিস্তান, যেমন ভিয়েৎনামের মেকং নদীর অববাহিকা অঞ্চলের ঘন অরণ্য যেমন এই ছত্তিশগঢ়, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিম মেদিনীপুর...। এখনও পর্যন্ত কিডন্যাপটার দায় স্বীকার করেনি। দামি শিকার তুলেছে কিন্তু দাবি-দাওয়া কী সে বিষয়েও কোনও উচ্চবাচ্য নেই। একদম চুপ।

রঙ্গরাজ খাটো গলায় বলল—আমার মনে হয় আপনাকেই তুলতে

BanglaBook.org

চেয়েছিল। প্রথমটা ভেবেছিল ঠিকই আছে। খুব বাঁচা বেঁচে গেছেন। টার্গেট আপনিই।

ভেতরটা কেঁপে উঠল রজনীশের। বাইরে সে জানতে দেয় না, কিন্তু কাঁপে ঠিকই। ভুল করে আবিরকে ধরে নিয়ে গেছে এটা সে প্রথমেই আন্দাজ করেছিল। তার দায়িত্ব আরও বেড়ে যাচ্ছে সুতরাং। একদম নিঃসম্পর্ক লোককে এরা সাধারণত মারে না। বাস উড়িয়ে দিল, ভ্যান জ্বালিয়ে দিল সেগুলো আলাদা, জওয়ান কি পুলিশ গাড়িগুলোতে থাকলেই এ সব করে। কিন্তু এসপির গেস্ট এসেছে, তাকে মেরে দিল এরকম আনাড়ি কাজ এরা করবে না, তবে হ্যাঁ কিছু র‍্যানসমের লাইনে ভাবতে পারে। সেটা কী হতে পারে ভাবতে সে পায়ের কাছে পড়ে থাকা একটা পাথরের টুকরোতে লাথি মারল। আরও একটা ভয় আছে। কোথাও এদের কেউ ধরা পড়ল কি মারা পড়ল পুলিশ কি মিলিটারির হাতে, রাগ চড়ে গেল, দিল বন্দিকে একটা গুলি ঝেড়ে। যেখানেই থাকুক তাড়াতাড়ি উদ্ধার করতে হবে।

—এই ফরেস্টে যে এদের একজনও নেই সেটা তা হলে ক্লিয়ার! গলা পরিষ্কার করে সে বলল।

জাস্ট কিছুদিন আগেও সে রীতিমতো ঘাঁটি গেড়ে ছিল সেটাও জলের মতো পরিষ্কার, রঙ্গরাজ বলল।

—কিছুদিন কেন, কাল, গতকালই হতে পারে!

আক্রমণটা এবার তার দিকে ধেয়ে আসছে টের পেয়ে তারক গড়াই বলে উঠল—সত্যি কথা বলতে কী স্যার, আমাদের ফোর্সের কীই বা স্ট্রেনথ আর কীই বা ট্রেনিং! কনস্টেবল বেশির ভাগই লোকাল। ওদের পুরো পরিবার একরকম পণবন্দি। এগুলোও তো আমাদের ভাবতে হয়। সরকারকে প্র্যাকটিক্যাল হতে হবে... মানে... বলছিলাম...

—আপনি কী বলছিলেন আমরা বুঝতে পেরেছি। চুপ করুন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রজনীশ ধমক দিয়ে উঠল।

এটাই অকুস্থল। এখানেই ওরা আবিরকে নিয়ে এসেছিল, শিয়োর, তারপর জায়গটা ফেলে প্রায় রাতারাতি ক্যাম্প উঠিয়ে নিয়ে গেছে,

BanglaBook.org

আবিরকেও। আপাতত ফিরে যাওয়া ছাড়া গতি নেই।

তিনজনে জিপে উঠল। শূন্য ফাঁকা জঙ্গল, চারদিকে শুধু বড় বড় গাছ, ওরা সব জানে, কিন্তু কিচ্ছু বলতে পারে না। পারলেও বলত কি না সন্দেহ। কাদের প্রতি সহানুভূতি ওদের? ওরা কি প্রো-মাওবাদী না প্রো-সরকার? এখানে যে অনেক স্থানীয় লোকই প্রো-মাওবাদী তাতে সন্দেহ নেই। একটা কারণ তো ভয় করে মারাত্মক। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদে আর কে যেতে চায়! কিন্তু আরেকটা বড় কারণ সরকারের প্রতি ওদের বহুদিনের বঞ্চনায় গড়ে ওঠা অনাস্থা। যে দিকে চাও করাপশন। র‍্যাশনডিলার? ব্ল্যাকে মাল বেচে দিচ্ছে, পেনশন সেল? খাতায়-কলমে দেখাচ্ছে হয় পেনশন নিতে কেউ নেই, নয় তো ভুয়ো নাম তুলে ফাঁকি দিচ্ছে। টিউবওয়েল বা রাস্তা তৈরির টাকা এল, চেনা ঠিকাদারের সঙ্গে যোগসাজশে এমন মাল বসল, যে ক'দিনেই আবার যে কে সেই।

জিপের প্রায় সমান্তরালে যাচ্ছে কিছু স্থানীয় গরিব মানুষ, মাথায় কাঠকুটোর বোঝা। ড্রাইভারকে ইশারা করল রজনীশ, জিপ থেমে গেল। জনা সাত আট ছিল দলে, ছন্দে চলছিল, বেশিরভাগই জঙ্গল ভেঙে দৌড় দিল। মাত্র দু'জন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। মুখে কোনও ভাব নেই।

—কী নাম?

—সনা মুর্মু।

—তোমার?

—গাজন...

—গাজন কী?

থতমত খেয়ে লোকটা বলে উঠল—হাঁসদা হাঁসদা...

—এত ভেতরে এসেছ কেন? কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল রঙ্গরাজ।

চুপ সব।

—ইতনা অন্দর আয়া কিঁউ?

লোকদুটো নিজেদের পেটের দিকে আঙুল দেখায় খালি, আর হাতজোড় করে,

BanglaBook.org

—কথা বলতে পারিস না? গুঙা? ধমকে উঠল রঙ্গরাজ।

—ভুখ, ভুখ থতমত খেয়ে বলল এবার।

—ও লোগ ভাগা কিঁউ?

এবার প্রাঞ্জল করে বলল—ডর গয়া।

—তোদের ডর লাগল না? গড়াই জিজ্ঞেস করল।

ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়ল লোকদুটি। না, তাদের ডর লাগে না।

—কিঁউ রে? গড়াইয়ের গলায় যেন বা একটু ঠাট্টার সুর। ও যে লোকাল লোকেদের সঙ্গে কত ফ্রি, তারা যে ওকে কতটা আপনার লোক মনে করে তাই দেখাচ্ছে বোধ হয়। যদিও কাকে দেখাচ্ছে, লোকগুলোকে, না এই ভিনপ্রদেশি ওপরঅলাদের সেটা বোঝা গেল না।

—মারিলে মরি যিব, ভাবলেশহীন মুখে হাঁসদা উত্তর দিল।

—যাপ-পালা—একবার রজনীশের দিকে চোখের ইশারা করে সে নির্দেশ দিল।

যেমন চলছিল তেমনি ছন্দে চলে গেল লোকদুটি। ছেঁড়া ময়লা দুর্গন্ধ কাপড়, কালো, কতদিন তেল পড়ে না মাথায়, জট খাওয়া চুল।

বাংলোয় ফেরবার অনেক পরে চান সেরে, দুপুরের খাওয়া সেরে, ঘরের সেই ডেকচেয়ারে কাত হয়েছে রজনীশ, হাতে আগের দিনের ইংরেজি কাগজ, মাথার মধ্যে টং-টং করে উঠল—মারিলে মরি যিব, মারিলে মরি যিব। নাম বলছে হাঁসদা, বুলি বলছে ওড়িয়া টানে। সারাক্ষণ অস্বস্তি লেগেছে তার, কেন যে সেটা বুঝতে পারেনি! এখন শিকার হাত থেকে ফসকে গেছে, ওই গাজন হাঁসদাকে আর কোনও সাঁওতালপল্লিতে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। ও ওর পর্যবেক্ষণের কাজটুকু সেরে পালিয়েছে। কোথায়? এখন কি সে আবিরের খোঁজ অসমাপ্ত রেখে ওই বুনো হাঁসের পেছনে দৌড়বে? সেইজন্যেই কথা বলতে চাইছিল না, কোঁৎকা খেয়ে তবে বলল। নিজেকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া এখন আর কিছুই করার নেই। শোনা আছে এ অঞ্চলে অপারেট করে ময়ূরভঞ্জের একটি ত্রাস। মাওবাদীদের ইস্টার্ন রিজিয়োন্যাল বুরোর

BanglaBook.org

কমান্ডার—জনার্দন পণ্ডা। সে-ই নাকি? কেউ তাকে চেনে না। সে নাকি বহুরূপী। গাজন হাঁসদা নাম বলে তার চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল? সন্দেহ ছিল বলেই সে গাড়ি থামিয়েছিল। গড়াইয়ের অত কী সর্দারি করবার দরকার ছিল? যাপ-পালা। উনিই সব ঠিক করে দিচ্ছেন, কে পালাবে আর কে থাকবে। বাঃ। ভেবে দেখতে গেলে একটা টেররিস্ট যে নাকি লোকাল নয়, সে কিন্তু পুলিশের প্রশ্রয় ছাড়া এভাবে থেকে যেতে পারে না।

অস্বস্তি ক্রমেই ফাঁসের মতো এঁটে বসছে গলায়। কী ভীষণ গরিবি! যতগুলো আদিবাসী অঞ্চলে সরকার তাকে পাঠাল, গরিবি দেখে হঠে আসতে ইচ্ছে করে। খেতি-বাড়ি, মজদুরি, চাকরি, বেওসা কোনও স্থির জীবিকাই নেই। পেটের অন্ন, পরনের বস্ত্র, অসুখের চিকিৎসা, ছেলেপিলের শিক্ষা, এমনকী পানি পর্যন্ত নেই। সদর ছাড়িয়ে এলেই যেন মহামারীতে আক্রান্ত মানুষ, কিংবা পৃথিবীর শেষ দিন এসে গেছে। মাতা বসুমতী একেবারে বুড়টি হয়ে গেছেন, আর প্রোডিউস করতে পারছেন না। যে কটি মানুষ বেঁচে আছে, ধুঁকছে। সে নিজে গরিব ছিল। তার বাপুজি শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও ভালো খাওয়া-দাওয়া জোগাড় করতে পারতেন না। আরেকটা জিনিস, কুসংস্কার! সব চুন গরিব, কিন্তু ধর্মীয় সংস্কার কী ভীষণ! জাতপাত বাপুজিই কি কম মানতেন?

আজকের দিনে সরকার যখন এইসব জঙ্গলমহল রাষ্ট্রের বলে দাবি করছে, কী পরিমাণ দায় যে তারা ঘাড়ে নিচ্ছে সেটা কি জানে? ভেবে দ্যাখে? জঙ্গলের সুরক্ষা যেমন, তেমন জঙ্গলের অধিবাসীদেরও সুরক্ষা তো? তাদের অনেকেই এখনও ফুড গ্যাদারার স্তরে রয়ে গেছে। তাদের বর্তমান স্তরে নিয়ে আসা একটা ধৈর্য দাবি করে। মহাজনদের কাছ থেকে ওঝা আর জানগুরুদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে কী করেছে সরকার? এই গরিবদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া দূরের কথা, এদের বাসস্থান অধিকার করে নিচ্ছে। সরকারের মুখ বলে যারা এখানে আসছে তারা সব করাপ্ট অফিশিয়াল। পঞ্চায়েত নেতার পাকা দোতলা বাড়ি উঠলে এরা মানবে কেন? এই শাসনব্যবস্থার দমনের দিকটার দায় তাদের ওপর পড়েছে, কাকে দমন করবে? জোর ফলাবে কার ওপর? নিজের কাছেই

BanglaBook.org

নিজেকে কৈফিয়তহীন লাগে। হাস্যকর, সমস্তটাই হাস্যকর।

একটু পরেই রঙ্গরাজ এসে যোগ দিল। সে জনার্দন পণ্ডা সংক্রান্ত তার সন্দেহের কথাটা জানাল। কিন্তু গড়াইয়ের ওপর সন্দেহের কথাটা সে সাবধানে এড়িয়ে গেল। যদি ভাবে তো রঙ্গরাজ নিজে ভাবুক। ময়ূরভঞ্জ থেকে ছত্তিশগঢ় পর্যন্ত জঙ্গুলে করিডরটার ম্যাপখানা খুলে বসল দু'জনে। এখান থেকে কোথায় কোথায় সহজে পালাতে পারবে ওরা।

বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ, চারদিকে ছায়া পড়তে শুরু করে দিয়েছে। এমন সময়ে জুগনু এসে খবর দিল এক মেমসাব তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

—মেমসাব? আমার সঙ্গে?—রজনীশ আকাশ থেকে পড়ল। এই অ্যাবডাকশন আর গেরিলা হুংকারের মাঝখানে মেমসাব? কোত্থেকে এল?

জুগনুর পেছনে মাহাতো, তারও পেছনে একটা ছায়া, ভরাট অথচ কোমল গলায় আওয়াজ এল—আমি দিব্যা, আবির রাহার বন্ধু।

চোখ কপালে তুলে রজনীশ বললে—কী করেছেন আপনি? কী করে এলেন? আপনাকে উড়িয়ে দিতে পারত বম্ব মেরে। তাছাড়া...

তার সামনে দাঁড়িয়ে পাঁচ ফুট ছ'সাত ইঞ্চির একটি ফরসা মতো মেয়ে। বেশ রোগা। জিনস-এর মধ্যে গুঁজে একটা চেক চেক শার্ট পরে আছে, বাঁ হাতে ঘড়ি, সারা দেহে আর কোনও অলংকার নেই, ছোট চুল ঝুঁটি করে বাঁধা। মুখটা কেমন চেনা চেনা ঠেকল, কিন্তু কোথায় দেখেছে মনে করতে পারল না রজনীশ।

সে বলল—আপনাকে এসএমএস করলাম ইসলিয়ে কি আপলোগ নিশ্চিন্ত হো জায়, আর আপনি সিধা চলে এলেন?

মেয়েটি চোখ কপালে তুলে বলল—আবিরকে জঙ্গিরা ধরে নিয়ে গেছে আর আপনি আমাদের নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে বলছেন?

তার গলায় রীতিমতো অবিশ্বাস, ভাবটা যেন রজনীশ একটু ভীষণ গর্হিত কথা বলেছে।

BanglaBook.org

—তো ম্যাডাম ক্যা করুঁ? লেম্যানের কাম নাকি? আপনারা জঙ্গি ধরবেন? সুনিয়ে জি, আজ এসেছেন, থাকুন, কিন্তু কাল আপনাকে সদরে ভেজে দেব। কাইন্ডলি ট্রেন ধরে লওট যাবেন। আমরা আর রিসক নিতে পারি না।

মেয়েটি খুব শান্ত গলায় বলল—আচ্ছা, আজ রাতটা তো থাকতে দিচ্ছেন? সো কাইন্ড অব য়ু।

চোখদুটো একেবারে বাচ্চা মেয়ের মতো। খুব বুদ্ধি ধরে অথচ সরল। সংসার-অনভিজ্ঞ, বাচ্চার মতো জেদি। খুব কালো চোখ, ঘিয়ের মতো গায়ের রং, সরু নাকের দু-পাশে চোখদুটো অদ্ভুত জীবন্ত, ভাষাময়।

মাহাতোকে চা আনতে বলল রঙ্গরাজ, বলল—তার সামান সব রজনীশ সারের ঘরে সরিয়ে আনতে।

দিব্যা মেয়েটি এই ব্যস্ততা লক্ষ করে একটু হাসল, বলল—সরি, আমি কিন্তু আপনাদের একদম ট্রাবল দিতে চাই না। আমি খুব স্বাবলম্বী।

—স্বাবলম্বীর কথা না ম্যাডাম, আপনি ভুল করছেন। কথা হচ্ছে কি যেন কোনও সময়ে এখানে একটা গেরিলা ওয়র বেধে যেতে পারে। পুলিশ, মিলিটারি অ্যান্ড প্যারামিলিটারি ছাড়া এখানে আর কারও থাকার কথা নয়। ঝামেলা হয়ে যাবে। জান কি সওয়াল হ্যায় না? এক বাত। আপনি শুনে রাখুন ওরা অ্যাকচুয়্যলি আমাকেই ধরতে এসেছিল। ভুল করে আবিরকে নিয়ে গেছে। আমি ছিলাম না, আমার কামরায়, আমার চেয়ারে ও ছিল, তো ওরা ভেবেছে কি এহি উও শয়তান রজনীশ হ্যায়। চিনে না আমাকে, এ দিকে খুব বদনামি আমার। সে হা-হা করে হাসল একটু, আবহাওয়াটা একটু কি হালকা হল?

তারপর বলল—আবিরের কোনও ভয় নেই। অ্যাজ ফার অ্যাজ দে আর কনসার্নড আবির ইজ অ্যান আউটসাইডার। এনি মোমেন্ট নাও ওরা ওকে ছেড়ে দেবে। আপনি ভয় করবেন না। নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যান। রঙ্গরাজ একটা তৃতীয় চেয়ার এই সময়ে এগিয়ে দিল, ইঙ্গিত করল বসতে, বসেটসে দিব্যা বলল—কিন্তু ভয়টা তো থেকেই গেল, তাই না?

BanglaBook.org

—কীসের ভয় ম্যাডাম?

—আপনিই রজনীশ তো? আপনাকেই তো ওরা খুঁজছে বললেন?

—রাইট!

—সেটার কথাই বলছিলাম। ভয়ের ফ্যাক্টরটা তো থেকেই যাচ্ছে!

—তো ম্যাডাম আপনি কি আমাকেও প্রোটেকশন দিতে এসেছেন? রজনীশ আশ্চর্য হয়ে বলল। রঙ্গরাজ অট্টহাস্য করে উঠল।

দিব্যার শুধু চোখদুটো কিছু বলতে চাইছে। মুখে সামান্য হাসি। কেমন একটা ইন্দ্রজাল আছে তার সেই হাসিতে, সেই চাহনিতে। সে একটুও অপ্রস্তুত হয়েছে বলে মনে হল না।

—অ্যায়্যাম সরি ম্যাডাম—রঙ্গরাজকে বলতে হল।

তার স্বাবলম্বিতার প্রথম নিদর্শন দিব্যা বার করল রাত্তিরে খাবার সময়ে। একটা স্যুপের প্যাকেট। বলল—আপনারা একদম ব্যস্ত হবেন না রজনীশ। আমি জানি এটা ওয়র-জোন, কুরুক্ষেত্র! আমার ফুড আমি সঙ্গে করে এনেছি।

—প্লিজ ম্যাডাম, সেভ ইট। আমাদের অবস্থা এখনও অত খারাপ হয়নি। কয়েকটা দিন আপনাকে খিলাতে পেরে যাব। কী স্যার, পারব না?

রজনীশ অন্যমনস্কভাবে বলল—নো প্রবলেম। কিন্তু আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না যে কোনও সময়ে আমার ওপর আক্রমণ হতে পারে, আপনি বিপদে পড়ে যাবেন। সে খুব গম্ভীর।

তখন চোখ চিকচিকিয়ে দিব্যা বলল—আপনি ভেবে তো আমাকে ধরবে না?

রজনীশকেও শব্দ করে হাসতে হল। সে বলল—দ্যাটস আ গুড ওয়ান।

রাতের খাওয়ার সময়ে সত্যিই কোনও অজ্ঞাত কারণে আবহাওয়াটা একটু হালকা হয়ে যায়। জুগনু আর মাহাতোও তাড়াতাড়ি কাজ সারছে। হাতে-পায়ে যেন সবারই একটা ক্ষিপ্রতা এসেছে। রজনীশ যখন

BanglaBook.org

মাহাতোকেও রাতে থেকে যেতে বলল, সে গুঁইগাঁই না করেই রাজি হয়ে গেল।

রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে মেয়েটি বলল—আচ্ছা, ওয়ার্স্ট কী হতে পারে?

—বম্ব, জিলেটিন স্টিক, গোটা বাংলোটাই ধরুন উড়ে গেল। কে রজনীশ চৌবে, কে আবির রাহার বান্ধবী, কে-ই বা লাকলেস রঙ্গরাজা রেড্ডি কিচ্ছু ওরা ভাবতে চাইল না। দাও উড়িয়ে সব শালেকো।

রজনীশ ভ্রুকুটি করে চায় তার দিকে। কিন্তু দিব্যা কোনও খারাপ শব্দ খেয়াল করেছে বলে বোঝাই গেল না।

—সেটাই বলছিলাম, সে বলল—আমাদের একটা কথা আছে মরার বাড়া গাল নেই। তা তা-ই হোক, ও তো একদিন ঘটবেই। ডেথ! ডেথ ইজ ওয়েলকাম ইফ লাইফ ইজ নট ওয়ার্থ লিভিং। সো দে কিল অ্যান্ড গেট কিল্ড।

—বুঝলাম, কিন্তু ম্যাডাম আপনি তো বেলপাহাড়ি, বাঁশপাহাড়ি নয়! আপনি কেন মৃত্যু তুচ্ছ করবেন? একটু রোম্যান্টিকমতো হেসে সে বলল—আওয়ার ফ্রেন্ড আবির সিমস টু বি এ ভেরি লাকি গাই দ্যাট ওয়ে... মেয়েটির গালে লালচে আভা ধরেছে, লণ্ঠনের আলোতেও ধরা পড়েছে। রঙ্গরাজ তৃষিত দৃষ্টিতে সে দিকে তাকিয়ে আছে। রজনীশ উলটোদিকে বসে। তার চোখে চোখ পড়তে সে মুখ নামিয়ে নিল। রজনীশ মনে মনে বলল এও আরেক রিসক। এই সব লাইনে, আপাতত যেখানে জীবনমরণ সদাই গলাগলি করে আছে সেখানে কয়েকটি পুরুষের মাঝে একটি এমন মেয়ে, তার যে কী ভীষণ বিপদ সে জ্ঞান কি এই বালিকার আছে?

নীরবতার মধ্যে খাওয়া শেষ হয়। কড়া চুরুট ধরায় রঙ্গরাজ, মেয়েটির অনুমতি চায় অবশ্য।—নিশ্চয়। না না আমি কিচ্ছু মনে করব না।—এই কথাটুকুই বলল, একবারও বললো না—আমিই তো আপনাদের এখানে এসে পড়ে ঝামেলা পাকিয়েছি। কোনও কৈফিয়ত দেওয়া, বা কিন্তু-কিন্তু হয়ে থাকার পাত্রই নয়। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে চুরুটের গন্ধ ওর খুব খারাপ

BanglaBook.org

লাগছে, কিন্তু বলল না তো! একটু পরে রঙ্গরাজই কী ভেবে চুরুটটা নিবিয়ে দিল। এই সারাটা সময় দিব্যা এ-ঘর ও-ঘর করতে লাগল। অস্থির করে দিচ্ছে প্রশ্ন করে করে। ঠিক কোনখানটায় আবির বসেছিল যখন কিডন্যাপ হয়। মাহাতোকে মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করছে সাহেব কখন বেড়াতে যেতেন, সে সাবধান করেনি কেন? জায়গাটা মাহাতোর মতে কতটা বিপজ্জনক। ওরা অকুস্থলের কাছাকাছি, এবং ওই সময়ে কী কী দেখেছে। রজনীশের ঘরের কোন জায়গা থেকে ডায়েরিটা পেয়েছে জিজ্ঞেস করল একবার। গেটের কাছে পাওয়া গেছে শুনে সেখানে গিয়ে সরেজমিন দেখে এল, যেন সে ওদের ওপরওয়ালা ডিটেকটিভ, সিবিআই থেকে পাঠিয়েছে ইনভেস্টিগেশনের জন্যে। এনিওয়ে, ওদের ওপরে কোনও ভরসাই নেই মনে হয়। সবকিছু নিজে দেখেশুনে নিতে চায়। হায় রাম!

তারপরে দেখা গেল ও-ঘর থেকে জুগনু আর মাহাতো মহা উৎসাহে রঙ্গরাজের খাটটা বের করে নিয়ে আসছে। নির্দেশ দিচ্ছেন ম্যাডাম।

—কী করছেন?

হাসি-হাসি মুখে বলল—রেড্ডিজি ঘুমোবেন না?

—জরুর। তো এ খাটের সঙ্গে কী সম্পর্ক? আপনাকেও তো ঘুমোতে হবে!

—আমি খুব স্বাবলম্বী, আমার স্লিপিং ব্যাগ আছে—উত্তর হল, তারপর—দরজা বন্ধ করতে গিয়ে বোধহয় খেয়াল হল, মুখ বাড়িয়ে বলল—গুড নাইট।

বেশি রাত তো হয়নি! ঘড়িতে রজনীশ দেখল সবে পৌনে দশটা। কিন্তু কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই। যে কনস্টেবলগুলোকে রাতচৌকির জন্যে মোতায়েন করেছে গড়াই, তাদেরও কোনও সাড়া নেই। জুগনু আর মাহাতো তো আরামসে ঘুমোচ্ছে। শুধু ঝিঁঝির আওয়াজেই মনে হচ্ছে কানে তালা লেগে যাবে। ঘরের কুপকুপে অন্ধকারে রঙ্গরাজের শায়িত চেহারাটার দিকে লক্ষ করে রজনীশ একটা হালকা তির ছুড়ল।

BanglaBook.org

—রেড্ডি!

—ইয়েস স্যার!

—একভাবে দেখতে গেলে আমরা, মানে এই তুম ঔর ম্যয়, হম দোনো ভি বহোৎ হি ফর্চুনেট। ধরো আজ রাতেই যদি জনার্দন পণ্ডা অ্যান্ড কোং প্রাইভেট আনলিমিটেড আমাদের ফিনিশ করে দেয়, আমরা মরব ঠিকই, বাট উইথ এ ফিয়ারলেস অড্রে হেপবার্ন ইন আওয়ার মিডসট!

রঙ্গরাজ গলার মধ্যে গার্গলের মতো শব্দ করে হাসে—হান্ড্রেড পার্সেন্ট। তবে স্যার আপনাকে আরেকটা আইডিয়া দিই। এই দিভিয়া হেপবার্নকে আমরা শিল্ড হিসেবে ব্যবহার করেও এগোতে পারি, কতকটা ওই মহাভারতের শিখণ্ডীর মতো। আই বেট, একে মারতে ওদের হাত উঠবে না—শি হ্যাজ সাচ মেসমেরাইজিং আইজ।

—অ্যান্ড স্মাইল! অন্ধকারে ভেসে এল।

তারপর ফিসফিস করে রজনীশ বলল—স্মিটন? ঘায়ল হুয়া ক্যা?

—নহি নহি ঘাবড়াইয়ে মত। আই ক্যান স্টিল অ্যাপ্রিশিয়েট বিউটি কারেজ ইনোসেন্স অ্যান্ড রিমেইন অবজেকটিভ।

একটু পরে আবার ওদিক থেকে ভেসে এল—আপকা হালত ক্যা হ্যায় স্যার, আপ তো ঠিক হ্যাঁয়, না?

—ক্রসিং ইয়োর লিমিটস ম্যান। ম্যয় শাদিসুদা হুঁ।

—হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্যার!

ঘুম আসে। বহু পরিশ্রম সারা দিন, বহু দুশ্চিন্তা, অনেক রকম ছল বল কৌশলের রাস্তা ভাবতে হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরেই রঙ্গরাজের নাক ডাকতে থাকে। রজনীশের ঘুম আসে আরেকটু দেরিতে। ঘুমের মধ্যে মাথার মধ্যে টং-টং করতে থাকে—মারিলে মরি যিব, মারিলে মরি যিব, ডেথ ইজ ওয়েলকাম হোয়েন লাইফ ইজ নট ওয়ার্থ লিভিং... ডেথ ইজ... ওয়েলকাম...। ইচ্ছেমতো বাঁচবার বা মরবার সুবিধে...ইচ্ছেমতো বাঁচবার বা মরবার...

ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্নে রজনীশ চৌবে বারবার স্বপ্ন দেখতে লাগলো।

BanglaBook.org

কখনও অড্রে হেপবার্ন তাকে, রজনীশকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কখনও গভীর কালো জলে অড্রে পড়ে গেছে। সে আর আবির রাহা সাঁতার কেটে তার দিকে যেতে চাইছে। কিন্তু রাত পা নড়তে চাইছে না। যদি বা নড়লো জল, খালি জল, খালি জল।

গভীর রাতের ঘুমের গহনে বাঘের মূত্রে ফেরোমনের গন্ধ শুঁকে শুঁকে বাঘিনি পাহাড় ভাঙে, বাঘ পায় বাঘিনির ঘ্রাণ, পাহাড় জঙ্গল পেরিয়ে যায়। কোনও বাধাই আর তাদের কাছে বাধা নয়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

## ১৩. আপনি কে? কে আপনি?

তাহলে আপনি ইউএসএ-তে ইন্ডিয়ান এমব্যাসির সেকেন্ড সেক্রেটারি, আবিরবরণ রাহা?

মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা আবির মেঝেতে ওর খড়ের বিছানায় ঊর্ধ্বমুখ, একটা বাঁশের খুঁটির ওপর বাঁ পা রেখে, মেঝেতে দ্বিতীয় পাটা যেন পুঁতে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি, সামনে একটু ঝুঁকে।

—সো য়ু নো বাই নাও—আবির প্রথমটা একটু চমকে ছিল, এখন সেটা সামলে নিয়েছে।

—আজকের কাগজে ফলাও করে ছেপেছে যে! নামধাম সব কিছু। ফটোটা ঠিক আসেনি, পাসপোর্টের বোধ হয়!

—চেনা যাচ্ছে না না কী? সে একটু কৌতুকের সুরে বললো।

—আমার অসুবিধে হল। ফিচার্স আছে। ক্যারাক্টারটা নেই। —কথা শুনে আরেকটু চমকাল সে। বলল

—তাই? তা এত দিন ছাপেনি কেন?

—আমায় জিজ্ঞেস করছেন? এই নিন আপনার জন্যে কয়েকটা কলা যোগাড় করতে পেরেছি, ব্রেকফাস্ট। স্লেট রঙা হাতে চারটে সোনারঙের কলা বাড়িয়ে ধরল সে। তারপর বলল—স্ট্র্যাটেজি আর কী? যাতে আমরা মনে করি যাকে ধরে এনেছি সে-ই রজনীশ, আমরা খুব বোকা তো!

BanglaBook.org

—সো আপনারা আমার বন্ধু রজনীশ বেচারিকেই ধরতে গেছিলেন? নাকের বদলে নরুন পেলেন।

—ঠাট্টার কিছু নেই। এরকম হয়েই থাকে। এখন বলুন তো বন্ধুর অ্যাবসেন্সে এসে কী মতলবে একলা থেকে গেলেন?

আবির হাসল—এটা কিন্তু স্ট্র্যাটেজি নয়। আরে ভাই ছুটি, প্রেশাস ছুটি! বন্ধুর সঙ্গে কথা হয়ে গেল, এসে যদি দেখি সে হঠাৎ জরুরি কাজে চলে গেছে, এসে যাবে, আমি অপেক্ষা করব না, পত্রপাঠ চলে যাব? বিশেষত যখন তার লোকটি দুবেলা অমন সুন্দর মুরগির কালিয়া খাওয়াচ্ছে?

—ছুটিটা কীসের?

—আমাদের বদলির সময়ে একটা ছুটি দেয় না! ব্যস ছুটি পেয়েই পিঠে রুকস্যাক, পায়ে সরষে, বেড়াতে বেরিয়ে পড়লাম... পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি... রবিঠাকুর বলেছেন না?

—বিশ্বাস করতে পারছি না মিঃ রাহা। ওটা কি একটা বেড়াবার জায়গা হল?

—বলেন কী ম্যাডাম? আবির আশ্চর্য হয়ে বলল—গোলাগুলি ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে কি আপনি নিসর্গ সৌন্দর্যের কথা ভুলে গেছেন? আর তা যদি বলেন, আমার এই বন্ধুকে আপনাদের কৃপায় কোনও সেফ জায়গায় পাব কি?

—বারবার বলছেন বন্ধু, তারপরে আবার বেচারি। কী করে ইনি আপনার বন্ধু হন জানি না। কী করেই বা তাকে বেচারি বলা যায়! জানেন এই চৌবে আমাদের অন্তত পাঁচজন মূল্যবান ফাইটারকে মেরেছে? জানেন ওর জন্য আমরা ক্রমাগত বেস বদলাতে বাধ্য হচ্ছি!

—কী জানেন? চাকরি, ওটাই ওর চাকরির হ্যাজার্ড। ব্যাপার হল আপনিও খুন করছেন, ও-ও খুন করছে। একেবারে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনারা, দুর্ভাগ্যক্রমে দু'জনে দু-দিকে, এই।

—তা কী ভাবে ওঁর সঙ্গে আপনার আলাপ? একজন বিহারের একজন বাংলার...

BanglaBook.org

—আমরা একই বছরের কেডার। ও আইপিএস, আমি ফরেন সার্ভিস। মিট করা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। তবে একটা কথা ম্যাডাম, আপনি যেমন আমার পরিচয় জেনে গেছেন, আমিও তেমন আপনারটা জানি। আপনি কিন্তু শবরী।

—শবরী? না তো! কী বলছেন?

—নাম নয়, আপনি শবরকন্যা অস্বীকার করতে পারেন?

—কী করে জানলেন?

—আমাকে তো কোনও খবরের কাগজ হেলপ করবে না! অনুমান ভরসা। ওই যে বললেন, ফিচার্স, ফিচার্সেই আপনার পরিচয় লেখা আছে ম্যাডাম। বিরাট চোখ, আকর্ণবিস্তৃত, ছোট কপাল, খর্বনাস, ফুল লিপস, লেপার্ডেসের মতো বডি। সাঁওতাল মুণ্ডাদের থেকে শবররা এতটাই আলাদা... আমি পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে পড়েছি কিছুদিন, ওখানে একটা শবর রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার আছে। প্রজেক্ট ওয়ার্ক করেছি সেখানে। আপনাদের বিখ্যাত নটুয়ানৃত্য দেখে এসেছি। আমার তো ছৌ নাচের চেয়েও ভালো লাগে। নটুয়া তো দেখাও যায় না চট করে।

—নটুয়া! শব্দটা লাফিয়ে উঠে এল তার গলায়, বলল—আর কিছু?

—আর? আপনি ক্রিশ্চান, খুব সম্ভব আইরিশ মিশনারিদের কাছে মানুষ, কলেজের ডিগ্রি আছে আপনার, হয় তো য়ুনিভার্সিটিরও।

—আর?

হয়তো পুরোপুরি ঠিক হবে না তবু বলি আপনি ইতিহাস কিংবা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রী ছিলেন। দেখেছেন অনেক কিছু, শুনেছেন, বুঝেছেন, আপনাকে কি কোথাও খুব অপমানিত হতে হয়েছে? স্যরি, ইফ দ্যাট ইজ দা কেস, আর, নামটা আমার সামনে উচ্চারণ করা হয় না, কিন্তু আমি শুনে নিয়েছি, আপনার নাম—ইনা। ভাবছিলাম আপনার শবর নামটি কি ছিল? এনা? মিনা? আয়না? মানি? না রানি?

চোখ বিস্ফারিত করে ইনা বসে পড়ল, বলল—আপনি কি জাদু জানেন?

—কোনটা ঠিক বলেছি? রানি?

BanglaBook.org

সে মাথা নাড়ল, বলল—কী করে জানলেন?

—জানি না তো, জাস্ট আন্দাজটা কোন পথ ধরে এগোল সেটাও তো শুনলেন। এনা, মিনা, আয়না, মানি, রানি... আসলে ব্যাপটাইজ করার সময়ে একটা বিদেশি নাম দেয় ওরা। আপনারটার থেকে একটা দেশি গন্ধ বেরোচ্ছে। মনে হল হয়তো আপনার যে নাম ছিল তার সঙ্গে মিলিয়েই কিছু দিয়ে থাকবে ওরা। আপনি হয়তো মেরি কি এমা এ সব নাম চাননি। আমি জাদুটাদু জানি না ম্যাডাম। তবে আপনি জানলেও জানতে পারেন।

—আমি? জাদু?—সে অবাক হয়ে তাকাল সেকেন্ড সেক্রেটারির দিকে। পূর্ণদৃষ্টিতে আবির চেয়ে আছে তার দিকে।

ইনা তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল। অস্ফুট গলায় বলল—ডাইনি, তার মানে ডাইনি। আমাদের কমিউনিটিতে একবার যদি লাগিয়ে দ্যান কথাটা, এখনও বোধহয় খোঁটার সঙ্গে বেঁধে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে।

—ওই দেখুন, আপনি জোন অব অর্কের কথা জানেন, তাঁকে মনে রেখেছেন। ইতিহাস আপনি পড়ুন বা না পড়ুন, আপনার ইতিহাসবোধ চমৎকার। তবে আমি জাদু কথাটা সে অর্থে ব্যবহার করিনি। য়ু হ্যাভ সাম ম্যাজিক অ্যাবাউট য়ু ম্যাডাম। সে হাসল। তার অসুখে শীর্ণ মুখের ওপর হাসিটা খুব সুন্দর দেখাল, বলল, ডাকিনী তো বটেই, যে ডাক দিতে জানে, তেমন ডাকিনী। খুব আস্তে গুনগুনিয়ে সে হঠাৎ গেয়ে উঠল—

ডাক ডাক ফিরে ফিরে ডাক দেখি রে
পরান খুলে ডাক ডাক ডাক
দেখব কেমন রয় সে ভুলে...

ইনা ঘর থেকে চট করে বেরিয়ে গেল। মেয়েটি তার সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘোর নিয়ে ঘোরে। একটা জাদুবলয়। সে নিজেও কি থাকে একটা স্বপ্নের ঘোরে? হয়তো তাই ঘোরটা অত ছোঁয়াচে। প্রথম চোখ খুলে সে দেখেছিল ওরই মুখ, চকচকে আয়নার মতো, তার মধ্যে বিস্ফারিত

চোখ। ভরা ঠোঁট তার মুখের ওপর নুয়ে ছিল। দিনের পর দিন সেবা করেছে। ধরনটা রুক্ষ, কিন্তু স্পর্শটা কোমল। হেমিংওয়ের নায়ক তার নার্সের প্রেমে পড়েছিল কি আর সাধে? আচ্ছা, একেই কি নবদূর্বাদলশ্যাম বলে? কেমন একটা বুনো গন্ধ আছে ওর শরীরে, ছাতিম ফুলের গন্ধ, কিন্তু সে কেন এমন করে খোলাখুলি কথা বলতে গেল ওর সঙ্গে! ও তো ঘাবড়ে যাবে, আর ঘাবড়ে গেলে তার বিপদ! সন্দেহ হতেই পারে এই ধরনের অনুমানশক্তি ট্রেনিং ছাড়া হয় না। এমনিতে তো সে সৃষ্টিছাড়া রকমের চাপা। মা বলত কথাটা।—গলায় ট্যাংরা মাছের কাঁটা নিয়ে তুই সারাদিন রইলি? রাতে সে খেতে চাইছিল না, দেখা গেল গলা ফুলে ঢোল। তখন ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া হয়, ডাক্তারি সাঁড়াশি দিয়ে বার করা হয় সেই কাঁটা। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন—আপনার ছেলে ঠিক মিলিটারিতে যাবে, মিলিয়ে নেবেন কথাটা অনিলবাবু!

খুব অপ্রত্যাশিত ভাবে ক্যারাকটার কথাটা ব্যবহার করল ইনা। তার মানে ও দেখতে জানে। অদ্ভুত চরিত্র আছে মেয়েটার। একেবারে অন্যরকম। কে ওকে অপমান করতে সাহস করল? অমনি ব্যক্তিত্ব? কে জানে হয়তো ব্যক্তিত্বটা হয়েছে অপমানটা খাবার পর, কিংবা এদের কাছে ট্রেনিং পাবার পর। সে জানে এমন ব্যক্তিত্ব তৈরি করতে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস দরকার হয়। আমি সব পারি, আর আমি যা করছি ঠিক করছি। এই দুটো দিক সেই আত্মবিশ্বাসের।

এখানে এই নির্জনবাসে কতদিন কাটল তার কোনও ধারণা নেই। অজ্ঞানে কেটেছে, আচ্ছন্নতায় কেটেছে, কেটেছে অন্ধকারে। মনে হচ্ছে এক যুগ কেটে গেছে। কিন্তু তা তো হতে পারে না, হয়তো সপ্তাহ খানেক কিংবা তাও নয়, ঘড়িটা তো কেড়ে রেখে দিয়েছে। আর এই অন্ধকারে শুধু দুটি মুখ। ইনা আর সুফল। যখন ঘুমোয় অন্য গলা, অন্য উপস্থিতি টের পায়। তারা তাকে অবেক্ষণ করে। চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে কথাও বলে। কিন্তু এতই চাপা, এবং সম্ভবত অন্য ভাষা সে অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারেনি। সে ওদের চিনুক, এরা চায় না। তার মানে এও হতে পারে যে মুখগুলো তার চেনা, হয়তো সন্দেহভাজনদের তালিকায় মাঝে মাঝে

BanglaBook.org

বের হয়েছে খবরের কাগজে, টিভিতে। আবার এও হতে পারে—আন্দোলনের গোপন মুখ হয়েই থেকে যেতে চায় এই সব বড় কর্তা। সুফল না হয় একেবারেই চুনোপুঁটি, কিন্তু এই মেয়েটি? একে ফর্টি সেভন নিয়ে যে ঘোরে সে নিশ্চয়ই রামা শ্যামা নয়, র‍্যাংকের বেশ ওপর দিকেই আছে। তাহলে তাকেই বা কী করে চিনতে দিল? সেটা তো রীতিমতো ঝুঁকির কাজ? আসতেই পারত মুখ ঢেকে! সুফলের জন্যে ওদের কোনও চিন্তা নেই, ও একটা গুরুত্বহীন সিপাই, কিন্তু ইনা...ইনা... তাহলে ইনাও কি একটা মেয়েমাত্র ওদের কাছে? জাস্ট তার রাগ আর মমতাটাকে কাজে লাগাচ্ছে, তারপর মরে যায় তো মরে যাক? কথাটা ভাবতে গিয়ে তার মাথাব্যথা করে উঠল আবার।

তবে হ্যাঁ, আবির নিজেই এখন ওদের কাছে মস্ত ঝুঁকি। তাকে ওরা না পারছে গিলতে, না পারছে ওগরাতে। সে একজন পদস্থ নাগরিক, কোনও ভাবেই পুলিশ বা কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নয়। তাকে ধরে এনেছে, মাথায় মোক্ষম আঘাত করেছে। এইবার তার পূর্ণ পরিচয় জানবার পর ওদের টেনশন আরও বেড়ে গেল।

একেবারে সাক্ষাৎ ফরেন সার্ভিসের লোক! যতদিন না ভালো করে চলাফেরা করতে পারছে ছাড়তেও পারছে না। আবির রাহা, সেকেন্ড সেক্রেটারি ইন্ডিয়ান এমব্যাসি, ইউ এস এ যদি বাইরে গিয়ে ওদের বদনাম করে, দেশের বাইরে ওদের নামে কুপ্রচার করে তাহলে ওদের ক্ষতি, অপর পক্ষে ওদের বিবেচনা, মানবিকতা এসব নিয়ে ভালো ভালো কথা বললে বিদেশে আরও সমর্থক জুটে যাবে। ঠিক আছে, মানবিকতা দেখাক, মনস্থির করুক কী দেখাবে আর কী না দেখাবে। তার কোনও তাড়া নেই। খালি মাথার মধ্যে একটাই পোকা কামড়ায়। দিব্যা। দিব্যা কি আবার তার পুরনো অবস্থায় ফিরে গেল? উফ্‌ফ্‌!

চাঁপা কলাগুলো ভালো। সে পরপর চারটেই খেয়ে নিল। শরীরে শক্তি চাই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিট হয়ে উঠতে হবে তাকে।

ঝুপড়িটা অন্ধকার হয়ে গেল। কেউ ঢুকছে। ওহ, সুফল!

রুক্ষ গলায় বলল—চান...পায়খানা করতে হবে তো? চলেন। আর

BanglaBook.org

কদ্দিন খিদমত খাটাবেন আমাকে? বড়া বড়া আদমি সব! হুঁঃ। চলেন, চলেন, হাত বাড়িয়ে দিল।

সে একটু হেসে বলল—কী জানো সুফল, ছোটা ছোটা আদমি যেখানেই যাক ছোটাই থেকে যায়। আর বড়া বড়া আদমি—সব সময়ে রাজা।

—হুঁঃ, মুখে কথা ফুটেছে, মাথায় বাঁটকুল খেয়েই তো অক্কা পাচ্ছিলেন!

—কী রে, বাইরে যাব?

—তবে কী? আপনার ওই লাশ কি আমি বইব নাকি?

—ওই যে বললাম সুফল, যেখানেই যাক ছোটা ছোটা আদমি ছোটাই থেকে যায়। বিশ্রী মুখ করে ভেংচি কাটল সুফল।

সে হেসে উঠল, যাক রাগাতে পেরেছে ছেলেটাকে।

—বাইরে যাবার পারমিশন দিয়েছে তাহলে, যাক, বলতে বলতে সে টলটলে পায়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। আকাশ! আহ, কতদিন পরে আকাশ! সাদা সাদা তুলতুলে মেঘ ভেসে যাচ্ছে, শীত তার পয়লা কামড় বসাবে বসাবে করছে। সে শীতের আমেজ তার উপোসী ত্বকের ওপর যেন মায়ের হাতের পরশ। হাওয়া বইছে, রোদও আছে। আইডিয়াল সকাল। ওহে শীত, আকাশ, ওহে সকাল, হাওয়া, তোমরা আমাকে ভুলে যাওনি তাহলে?

এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে কাউকে দেখতে পেল না। সুফল একটা হুমকি দিয়ে উঠল। সে বলল—দে দে বাবা যত খুশি হুমকি দিয়ে নে, আর আমাকে পাচ্ছিস না বেশি দিন, এবার সবাই জেনে গেছে, তোদের লিডাররা এবার ডর খেয়ে গেছে, ছেড়ে দেবে শিগগিরই।

—কোনও দিকে তাকালে ভালো হবে না, চলেন যেখানে যাবার, ব্যস।

এ সেই কাশীর মহিষী বরুণার বৃত্তান্ত আর কী। মহিষী চানে যাবেন। রাজপ্রাসাদ থেকে নদী অবধি কানাত পড়ে গেল। প্রজাদের ওপর হুকুম জারি হল কেউ যেন উঁকি দিও না। তোমাদের কাজকর্ম সব এখন বন্ধ।

BanglaBook.org

ভালো! চারদিকে ঝোপঝাড় যথেষ্ট। দূরে শালশ্রেণি। আরও চেনা গাছ দেখা যাচ্ছে। এবড়ো-খেবড়ো পথ, তবে পায়ের তলাটা খুব পাথুরে নয়। কোথায় তবে এনেছে তাকে? ঝোপঝাড় পার করেই একটা ছোট পুকুর, বিউটিফুল জল।

—আপনে যান আমি খেয়াল রাখছি কিন্তু, তার হাতে একটা উদ্ভট মতন গামছা ধরিয়ে দিল উজবুকটা।

—পালাবার চেষ্টা করবেন না, সঙ্গে সঙ্গে গুলি করার অর্ডার আছে।

সাবধানে পুকুরের দিকে নামতে নামতে আবির বলল—তাই নাকি! তুমি কক্ষনো খুন করোনি ভাই, পারবেই না!

—আচ্ছা আচ্ছা পারি না। আপসেই সব হয়ে যায়! ছোটা ছোটা আদমির ছোটা ছোটা কাজ! ঠিক আছে। আপনে যান।

গায়ে ছ্যাঁক করে লাগল একবার জলটা। তারপরেই শরীর জুড়িয়ে গেল। একটা সাবান দিতে পারত এরা।

—সুফল! সুফল! একটা বোম্বাই হাঁক ছাড়ল সে।

—কী? ঝোপের আড়াল থেকে মুখ বাড়াল।

—এই ব্যাটা সুফ্‌লা, আমাকে আনলি আর আমার মালপত্তর আনিসনি? বাংলো থেকে সাবানটা এনে দে, দেখি কেমন পারিস!

জবাবে মুখ বার করে ভেংচি কাটল একটা, রিভলবার তাক করে বলল—দেখছেন এটা?

—উরেব্বাবা, ভয় পাওয়ার ভান করে ডুব গাড়ল সে, আর অমনি মাথার ব্যান্ডেজটা ভিজে বিশ্রী হয়ে গেল। পুকুর পাড় থেকে মাটি খাবলা করে নিয়ে গায়ে মেখে একটু পরিষ্কার চান করার চেষ্টা করল, তারপর সেই বিচ্ছিরি কার না কার ভূতের মতো গামছাটা দিয়ে নিজের নগ্নতা ঢেকে উঠে দাঁড়াল।

সুফলের দিকে এগিয়ে গিয়ে সে কাঁধে হাত রাখল, বলল—তোকে খ্যাপাতে আমার খুব মজা লাগে বুঝলি? এত চট করে ক্ষেপে যাস না? এত ভেংচি কাটতে কোত্থেকে শিখলি রে? বাড়িতে অনেকগুলো ভাইবোন, না? তোর সবচেয়ে বেশি রাগ কার ওপরে?

BanglaBook.org

—বড়া আদমি তো! ছোটা আদমির সঙ্গে গলাগলি করতে আসছেন কেন? তেরিয়া ছেলেটা বলল।

—তুই আসলে আমার ছোট ভাইয়ের মতো এক্কেবারে, কথা না বলে, খেলাধুলো না করে, একটুও ঠাট্টাতামাশা না করে থাকিস কী করে রে? একটা সতেরো-আঠারো বছরের ছোকরা বই তো নয়?

—সতেরো-আঠারো? আবার আসছে জন্মে হবে, হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেলল—তখন বড়া আদমি হয়ে জন্মাব। অ্যাই ব্যাটা সুফ্‌লা, আমার সাবানটা নিয়ে আয় তো রে! দু'জনেই খানিকটা হাসল। যাক, ছেলেটাকে একটু হাসাতে অন্তত পেরেছে!

—বাজে কথা বলছিস, তাহলে কত বয়স তোর?

—কী জানি তেইশ-টেইশ হবে! উদাস হয়ে বলল।

—কেন? ঠিকঠাক জানিস না? আড়চোখে তার দিকে চেয়ে বলল আবির,—আমার কত বয়স বল তো?

ঠোঁট উলটাল ছেলেটা। আবির বলল—তোর যদি তেইশ হয়, আমার তাহলে ঠিক উলটোটা বত্রিশ।

—ইহ, আপনি সৌরভ গাঙ্গুলির চেয়ে ছোট? হতেই পারে না। ওর ক্যাপটেনসি গেল ছত্রিশে, এখন তো আটত্রিশ হতে যাচ্ছে।

—আরে ওরা খেলোয়াড় লোক। সব সময়ে একটা রুটিনের মধ্যে, ট্রেনিং-এর মধ্যে থাকে। ওদের ফিটনেসের কথা আলাদা। আমাদের তো দিনরাত ছুটতে হচ্ছে। আজ নিউ ইয়র্ক তো ক মাস পরে পাঠিয়ে দিল ইজিপ্ট, বুশের আমেরিকা থেকে মাও-এর চিন। তিয়ানানমেন স্কোয়ারের নাম শুনেছিস?

—কী নানমেন?

—শুনিসনি মনে হচ্ছে, চিন তো ওখানে শ'য়ে শ'য়ে ছাত্রকে স্রেফ গুলি করে জবাই করে দিল। ওই যে রে তোর মাওয়ের চিন। আমাদের দেশে যেমন ইংরেজ রাজত্বে জালিয়ানয়ালা বাগ, তেমনি। যাক, সে একবার আড়চোখে সুফলের দিকে চাইল। কোনও প্রতিক্রিয়া বোঝা যাচ্ছে না। সন্দেহ নেই, সত্তরের নকশাল আন্দোলনে যেমন একটা

BanglaBook.org

পড়াশোনা ইতিহাস এবং আদর্শবাদ শিক্ষার ব্যাপার ছিল এখনকার মাওবাদে সেটা নেই। সে এবার বেশ খুশি খুশি গলায় বলল—এবার বোধহয় টার্কিতে পোস্টিং হবে।

—গেছেন ওই সব দেশে? দেখেছেন?

—সব। এমব্যাসির লোকেদের তো সব জায়গায় আলাদা খাতির। টার্কির মেয়েরা আবার অপ্সরীর মতো সুন্দর।

—বম্বের হিরোইনদের থেকেও?

ওপর থেকে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন ভেসে এল। কেঁপে উঠল সুফল।

চট করে মুখ উঁচু করে দেখতে চেষ্টা করল আবির। কাউকে দেখা গেল না। নজর রাখছে ঠিক।

মুখখানা ভিমরুলের চাকের মতো করে ফেলেছে সুফল।

দুমদুম করে তাকে সেই নরকের মতো ঝুপড়িটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে গোমড়া মুখে চলে গেল। একটাও কথা বলল না। একদিনের পক্ষে একটু বেশি কথা বলা হয়ে গেল। যাঃ!

তা সুফলের সঙ্গে ইয়ার্কি দেওয়ার শাস্তিস্বরূপ এখন থেকে তাকে ভিজে গামছা পরেই থাকতে হবে নাকি?

গামছাপরা নিজের চেহারাটার কথা কল্পনা করে এত দুঃখেও তার হাসি পেল। মাথার ব্যান্ডেজটাও ভিজে জাব। বিশ্রী গা শিরশির করছে। এভাবে থাকলে ঘা-টা আবার বিষিয়ে যেতে পারে। যাক। এইভাবে বসলে খড়গুলোও ভিজে যাবে। কোনও গ্যারান্টি নেই যে এরা শুকনো খড় সাপ্লাই করবে। সুতরাং সে দাঁড়িয়েই রইল। একটু পরে বাইরে থেকে একটা কী জিনিস কেউ ছুড়ে দিল। মিসাইল টিল নাকি? সে মাথাটা নিচু করে ফেলেছিল এখন মেঝে থেকে জিনিসটা তুলল। এক প্রস্থ খাকি পোশাক, তাতে সবুজ চিত্তির বিচিত্তির করা। তার মানে আজ থেকে যে সে এই চলতে ফিরতে শুরু করল, তাকে দেখলে আর কেউ আবির রাহা বলে চিনতে পারবে না। সে চেহারায় একজন পুরোদস্তুর মাওবাদী হয়ে গেল। ওরে রজনীশ, পোশাক দেখে যদি মারিস, তবে অচিরেই নিজের বন্ধুকে মারবি ভাই। থোড়া সামহালকে।

BanglaBook.org

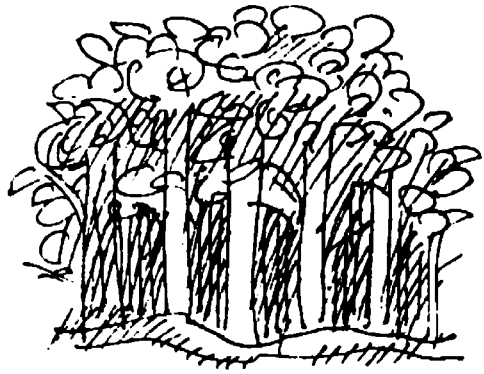

## ১৪. ঘরের খবর

লালবাজার থেকে ঘুরে এসে অবধি অনিল গুম হয়ে আছেন। ওরা নাকি দিব্যার ব্যাপারটাকে কোনও গুরুত্বই দিচ্ছে না। মিসিং ডায়েরি করবার কোনও উপায় নেই। কেননা ও পরিষ্কার লিখে রেখে গেছে— কাঁকড়াঝোড় চলল আবিরের খোঁজ করতে। সরেজমিনে খোঁজ করাই ভালো। পুলিশের ওপর ওর আস্থা নেই। মাসি-মেসো যেন না ভাবেন। এ রকম বিপজ্জনক জায়গায় যাওয়া ওর অভ্যেস আছে। ও ক্ষমা চাইছে ওঁদের না বলে আসার জন্যে। কিন্তু কীই বা করার ছিল...এই চিঠিটা আর ওর পাসপোর্টটা নিয়ে থানায় গিয়ে গাল খেয়ে এসেছেন অনিল।

অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। এর মধ্যে তাঁদের বাড়ির মেয়ে যদি হঠকারিতা করে, পুলিশের কিছু করবার নেই। বরং তাঁদের কিছু তিরস্কার প্রাপ্য। আর আবির রাহা? তাঁর জন্যে হাই লেভেলে যা করার করা হচ্ছে। তাঁদের কাছে খবর এলেই জানাবেন।

অরুণা ঠিক কান্নাকাটি করার মেয়ে নন। কিন্তু এই হাত-পা বাঁধা অবস্থা তিনি আর সইতে পারছেন না। দিব্যা তাঁকে আরও অস্থির করে দিয়ে গেছে।

এদিকে রজনীশকে যতবারই ফোন করছেন সুইচ অফ। খুব খারাপ খারাপ খবর শোনা যাচ্ছে। লক্ষ্মণপুরে কোনও রাজনৈতিক নেতার বাড়ি

BanglaBook.org

পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তিনি সপরিবারে পুড়ে মরেছেন। শালবনি প্রপারের এক র‍্যাশন ডিলারের দোকান লুঠ। তাকে পোস্টের সঙ্গে বেঁধে গুলি করা হয়েছে।

অন্য সময় হলে এসব খবর নিয়ে দু'জনের মধ্যে অনেক আলোচনা হত। অনিল হয়তো বলতেন—ফান্ডের টাকা মেরে বাড়ি গাড়ি করেছে, এদের অপরাধের এ ছাড়া আর কী শাস্তি হতে পারে বল তো?

অরুণা তাতে বলতেন—নেতা না হয় কিছু অন্যায় করেছিলেন, যদিও খুন আবার পুড়িয়ে, কখনওই সমর্থন করা যায় না। কিন্তু তাঁর পরিবার কী করেছিল?

এখন খবরগুলো এত প্রত্যক্ষ জীবন্ত ও ব্যক্তিগত হয়ে উঠেছে যে কারও মুখেই আর কথা সরছে না।

এমত অবস্থায় একদিন তাঁদের বি এস এন এল ল্যান্ডলাইনে ঝনঝন করে একটা ফোন এল। অরুণা ধরলেন ওদিক থেকে একটি পুং কণ্ঠ বলল—আবির রাহা ভালো আছেন, যথাসময়ে ফিরবেন, ভয় পাবার কিছু নেই। বলেই ফোনটা নীরব হয়ে গেল।

এখন এ ফোন পুলিশ থেকে, আবিরের কর্মস্থল থেকে না মাওবাদীদের কাছ থেকে এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না তাঁরা। অনিল বললেন—জলমগ্ন লোকে কুটোটুকু ধরেও বাঁচতে চায়। ধরো এই ফোনটা আমাদের সেই কুটো। বিশ্বাস করতে থাকো। মনে প্রাণে বিশ্বাস করো এই মেসেজটাকে। আফটার অল আমরা তো কোনও হোমরাচোমড়া নেই! পুলিশ প্রশাসন সব তোলপাড় করে ফেলবার সাধ্যই আমাদের নেই। পুলিশ তো রীতিমতো বকেই দিল। আমাদের কোনও চেষ্টাই দেখো, শেষ পর্যন্ত কোথাও পৌঁছয় না। ফোনটার কী মানে হতে পারে? কেউ বা কারা আমাদের নিশ্চিন্ত করে দিতে চাইছে, ভেবে দেখো আমাদের ইনঅ্যাকটিভ করে তো কারও কোনও লাভ নেই! একমাত্র যে বা যারা আমাদের কথা ভাবে, আমাদের মর্মযন্ত্রণা নিয়ে যাদের মাথাব্যথা তারাই ফোনটা করে থাকতে পারে।

তেমন কাউকে তো আমার মনেই পড়ছে না—অরুণা ঝঙ্কারে

BanglaBook.org

গলায় বললেন।

—আরেকটু ভালো করে ভেবে দেখো তেমন কেউই কি নেই?

—আমি আর ভাবতে পারছি না।

—তোমার ছেলে গো! টুকুস! একমাত্র টুকুসই জানে তার মা বাবার কেমন দিন কাটছে। এবং একমাত্র সে-ই জানে সে কেমন আছে, এবং কবে ফিরবে।

চমকে উঠে অরুণা বললেন—তুমি বলছ ওটা টুকুস?

—তা বলিনি। তবে টুকুস কাউকে দিয়ে ফোনটা করিয়ে থাকতে পারে।

—কেন, ওর বন্ধু রজনীশ চৌবে? তার একটা দায়িত্ব নেই?

—নিশ্চয় আছে। কিন্তু টুকুস কেমন আছে, বা কখন ফিরবে এগুলো তার জানার কথা নয়। সে যদি আমাদের নিশ্চিন্ত করার জন্য এই স্তোকটা দিতে চাইত, লুকোচুরির তো কোনও দরকার ছিল না! আর সে ক্ষেত্রে ওর ফোন করার কথা আমাদের মোবাইলে। দিব্যার নম্বরটা টুকের ডায়েরিতে পেয়েছিল বলেই করেছিল। আমাদের ল্যান্ড লাইনের নম্বর জানবে টুকের অফিস আর টুক নিজে। এক যদি ওর অফিস থেকে নম্বরটা রজনীশ পায়। খুবই আনলাইকলি।

—দিব্যা?

—ওর জানার তো কোনও দরকার পড়েনি! ও ফোনটা তো একদিকে একরকম অকেজো পড়ে থাকে গো! এখন দিব্যা যদি ওটা টুকে নিয়ে গিয়ে থাকে—আমার মনে হয় না ওই মেয়ে এত ভেবে চিন্তে কাজ করে।

BanglaBook.org

## ১৫. প্রভাতসংগীত

পাখি ডাকছে। অতিশয় মিষ্টি সুরে আবার প্রাণমন উদাস করা হু হু করা সুরে। কত রকমের পাখি, কত রকমের ডাক! কখনও কখনও কাকের ডাকও পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু কাক কিনা সংশয় হচ্ছে। আরণ্য নির্জনতার মধ্যে সে ডাকের চরিত্র কেমন পালটে গেছে। মনে হচ্ছে কাক? কাকই তো? নাকি কোনও কিশোরপাখির বয়ঃসন্ধিতে গলা ভেঙেছে! এ-ও হতে পারে খুব কচি কাক, এখনও গলায় কাকত্ব পরিষ্কার ফোটেনি! সেই সঙ্গে বয়ে যাচ্ছে একটা উদার হাওয়া। সে যেন নিজেকে দু'হাতে বিলিয়ে যাচ্ছে। অতি শীতল কি অতি উষ্ণ হবার কথা, কৃপণ হবার কথা...যেন সে ভাবতেও পারে না। প্রথমটায় তার ধন্দ লেগেছিল। কোথায় আছে সে? স্লিপিং ব্যাগে শয়ান, সামনে একটা মোটা গরাদ দেওয়া জানলা তার ওদিকে যত দূর চোখ যায় লম্বা লম্বা গাছ...গাছ...গাছ। সে কি ক্যাম্প করতে এসেছে? বেকার্সফিল্ডের শহরতলি থেকে ড্রাইভ করে রেড উড ফরেস্টে এসে গেছে? কিন্তু সেখানে তো কাক ডাকে না? কাক আসলে জমাদার পাখি, যেখানে পচা-আমিষ নেই সেখানে তাকে দেখা যাবে না। হালকা ভোরের কুয়াশাজড়ানো আলো ক্রমে হামাগুড়ি দিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে, সে মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে তীব্র জেগে ওঠে। ওহ এ সেই জঙ্গুলে

BanglaBook.org

বনবাংলো যেখানে সে কাল শেষ বিকেলে এসে পৌঁছেছে। ওহ, কী ঝামেলাই না গেছে! ইস্পাতে ঝাড়গ্রাম, তারপরে বাসে ভোলাবেদা, সেখান থেকে আবার বাস ধরে বাঁশপাহাড়ি, তারপর বেলপাহাড়ি, তখনও সে অগাধ জলে। একজন লোক্যাল লোক সাইকেল নিয়ে যাচ্ছিল তাকেই সে জিগগেস করে পথ। সে-ই অফার দিলে সে নাকি ওদিকেই যাচ্ছে, তাকে ডাবলক্যারি করতে কোনও অসুবিধে নেই। সেও দিব্যি অফারটা নিয়ে নিল। বিপদের কথাটা তার পরে রাতে মনে হয়েছে, তখন স্বাভাবিক বিশ্বাসে সে সাইকেলের পেছনে উঠে বসেছিল। হয়ও তো নি কিছু! এটা সে অনেকবার দেখেছে জীবনে। যাকে বিশ্বাস করেছে আত্মীয় বলে, বন্ধু বলে, সে ধাপ্পা দিয়েছে, কিন্তু অচেনা-অজানা মানুষের কাছ থেকে অযাচিত সাহায্য পেয়ে গেছে।

রজনীশ চৌবেকে পুলিশের লোক বলে মনেই হয় না। সে ভেবেছিল ঝাঁকড়া গোঁফ ওলা কোনও বীরাপ্পন গোছের লোককে দেখবে। অন্য লোকটিকেই সে রজনীশ ভেবেছিল। তার বেশ হাট্টা কাট্টা বিশাল চেহারা, গোঁফের কোনা পাকানো, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! মার্কামারা মিলিটারি চেহারা। রজনীশ একটি সুকুমারদর্শন যুবক, ইউনিফর্ম গায়ে দিয়ে তাকে সিনেমার নায়ক নায়ক দেখায়। বেজায় ফরসা, নরম গালে দাড়ি আছে কি নেই। সরু এক জোড়া কুচকুচে গোঁফ, এই অবস্থায় সেটাকে টিকিয়ে রেখেছে কী করে কে জানে! তার ওপর তার চোখে আবার কেমন একটা আতুর চাহনি। কিন্তু রজনীশের কণ্ঠস্বর বেশ গম্ভীর, যখন দাঁড়িয়ে উঠল দু'জনেই দেখা গেল অন্য লোকটির থেকে সে ইঞ্চি তিনেক লম্বা। একটা কমান্ড আছে ধরনধারণের মধ্যে। কথাবার্তায়, চলাফেরায় রীতিমতো ওজন। আবার ইউনিফর্ম ছেড়ে খেতে বসেছিল যখন? যেন খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল, কোনও রাজকুমার, বা দেবকুমার, খুব সুশীল মুখশ্রী। আবির যেন ওর থেকে অনেক পরিণত, শক্তিমান, বয়সেও নিশ্চয় একটু বড়। আবির যে কতটা অনুভূতিপ্রবণ তা ওর চোখেমুখে লেখা নেই। সে নির্লিপ্ত, উদাসীন, সতর্ক। কখন যে সেই মুখোশ খুলে সে একটা আপাদমস্তক রসিক হালকা মেজাজের মানুষ

BanglaBook.org

হয়ে বেরিয়ে আসবে কেউ বলতে পারে না। বেশিরভাগ সময়টাই সে খুব সিরিয়াস, যেন ভুবনের ভার তার ওপর কেউ চাপিয়ে দিয়েছে। আর এই রজনীশকে দেখে মনে হয় সে আজীবন সিরিয়াস হবার চেষ্টা করে যাওয়া একটা মানুষ, যার মৌলিক স্বপ্নিল চেহারাটা তার চোখে মুখে ফুটে উঠছে বারবার।

রজনীশ ভেবে ওরা আবিরকে ধরেছে? আশ্চর্য! কী করে এ ভুল করল? দু'জনের চেহারায় কোনও মিল নেই। দু'জনকে গুলিয়ে ফেলা কোনওমতেই সম্ভব না। তবে কি ওরা রজনীশকে চেনেই না? কাল ঠাট্টা করে নিজের বদনামের কথা বলছিল রজনীশ। তার মানে ও একজন সফল পুলিশ। ওকে পেলে বোধহয় ওরা খুনই করে ফেলত। সে একটু শিউরে উঠল। রজনীশকে ধরতে পারেনি, বদলে আবিরকে ধরেছে। খুব কঠিন জায়গায় হাত পড়েছে ওদের। আবির তাকে নিউ ইয়র্কের হার্লেমে এক বিপজ্জনক ক্রিমিন্যালের হাত থেকে উদ্ধার করেছিল। সে অবশ্য উদ্ধার হতে চায়নি। ওই রকম কোনও বরাত দেয়নি আবিরকে। সে যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি মরতেই চেয়েছিল। তাকে নিজেকে যেন চেষ্টা করতে না হয়। এইটুকুই সে জীবনের কাছ থেকে চেয়েছিল তখন। কিন্তু আবির তাকে মুক্ত করে কোনও কথা না বলে সোজা তাকে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে তুলেছিল। তখন সে আরও একটা বিপদের কথা ভাবে। এবার মরা অতটা সহজ হবে না ভেবে দুঃখিত হয়। কিন্তু আবির তার কোনও ভাবনাচিন্তার ধার ধারেনি। পরের দিন তার ঘোর কেটে গেছে দেখে, এবং তারপরেও তার ও রকম তেরিয়া, পাগলের মতো ব্যবহার দেখে সোজা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর তো এক ইতিহাস। কিন্তু এখন অতজন মরিয়া জঙ্গি, ও একা। যদি মারতে চায়, মারতেই পারে, সে আবার শিউরোল। না না, চট করে এ কাজটা ওরা করবে না। রজনীশ কথাটা বারবার তাকে বলেছে। দিব্যা উঠে চটপট তার স্লিপিং ব্যাগ গুটিয়ে ফেলল। মুখটুখ ধুয়ে, চান সেরে একটা দোমড়ানো সবুজ রঙের কলার অলা টি শার্ট পরে ফেলল প্যান্টের ওপর, তারপরে বেরিয়ে এল, রজনীশের মনে হল এক গোছা শুভ্র

BanglaBook.org

সবুজাভ গ্ল্যাডিওলির মতো।

ঘরের বাইরেই খাবার টেবিলের আশপাশে ঘুরছিল সে। এখন রেড্ডি রেডি হতে গেছে। দিব্যা আসায় তাদের বাথরুম কম পড়েছে। রান্নাঘর থেকে ডিমভাজার সুঘ্রাণ বেরোচ্ছে। ছোটখাটো আওয়াজ। মাহাতো কাজ করছে।

—ব্রেকফাস্ট হবে তো? টেবিলে বেতের টুকরি থেকে সে একছড়া সোনারঙের কলা তুলে নিল, তার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল—আসুন।

—অন্যজন? ওই রেড্ডিসাহেব?

—রঙ্গরাজ আসছেন, উনি শিঙার করছেন এখন, হেসে বলল রজনীশ।

—রঙ্গরাজ? দিব্যা চমকাল।

—কেন? নামটা চিনেন?

—আমাদের বাংলায় একটা বিখ্যাত উপন্যাস আছে—দেবী চৌধুরাণী, সেখানে রঙ্গরাজ এক ডাকাত সর্দারের নাম।

—আর আজ সেই রঙ্গরাজ ডাকু ধরছে, বুঝুন! দু'জনেই হাসল।

রজনীশ বলল—বঙ্কিম চ্যাটার্জির না?

—পড়েছেন?

—উঁহু, নামটা সুনা সুনা।

—জানেন রজনীশজি, এই যে জনযুদ্ধ বা মাওবাদী যা-ই বলুন, বঙ্কিমচন্দ্র এদের কথা সেই কবেই লিখে গেছেন।

—বলেন কী? ক্যা বঙ্কিমজি প্রফেট থে?

—বড় বড় লেখক তো প্রফেটই হন একরকম। আমি ওঁর আনন্দমঠ উপন্যাসটার কথা ভেবে বললাম।

—আনন্দমঠ? উটা তো আমি পড়েছি ম্যাডাম, ওখান থেকেই তো আমাদের ন্যাশন্যাল সং বন্দে মাতরম্ আসলো। বিউটিফুল সং। কিন্তু কোনও মাওবাদী-কথা তো ওতে নাই?

এই সময় জুগনু একটা পাত্রভর্তি হাতে গড়া রুটি নিয়ে এসে হাজির হল।

BanglaBook.org

প্লেট সাজিয়ে, তাতে রুটি নিয়ে দরাজ হতে মাখন লাগাতে শুরু করল রজনীশ।

দিব্যা ওর হাতের দলা দলা মাখন দেখে সভয়ে বলল—আমাকে দেবেন না রজনীশজি, আপনি হাতে গড়া রুটিতে এত মাখন নেন?

—আমাদের ডায়েট করলে চলে না আপনাদের মতো। খাটতে হয় খুব। আপনারা খাটেন না তা বলছি না কিন্তু। আমাদের খাটনির নেচারটা আলাদা। ভেরি এগজস্টিং। তাছাড়া ঘিউ মখখন ছাড়া রোটি আচ্ছা লাগে না। একটু নিয়ে দেখুন!

—আমি ডায়েট করছি না, আটার রুটি এমনিই খুব ভালো লাগে আমার।

—মাওবাদী-কথা বঙ্কিমজি কী বলেছিলেন?

—আনন্দমঠ তো পড়েছেন, দিব্যা বলল, ওই যে সন্তানদল ওরাও তো এই রকম গেরিলা যুদ্ধ করছে। সব কিছু ছেড়ে জঙ্গলে পড়ে আছে।

—ওটাও ইনসার্জেন্সি শিওর। বাট ফরেন রুলের ব্যাকগ্রাউন্ড, না?

দিব্যা দুম করে বলে বসল—তো এটাই বা কী? ফরেন রুলার ছাড়া আপনারা কী, এদের কাছে?

—রেড্ডি রেড্ডি, হঠাৎ গলা তুলে ডাকাডাকি জুড়ে দিল রজনীশ, তুরন্ত আ জাও ভাই, সব রোটি খেয়ে নিচ্ছি আমরা! তার চোখ দুটো কেমন অন্য রকম হয়ে গেছে। সে প্রসঙ্গ বদলাতে চাইছে।

কেন? সরকারি লোক বলে? সরকারবিরোধী কোনও কথা আলোচনা করবে না? তবে আর ফরেন সরকারের সঙ্গে তফাৎ কী রইলো?

দড়াম করে দরজা খুলে গেল, শার্ট প্যান্ট পরা বীরপুরুষ রেড্ডি নিজের সদ্যকামানো গালে হাত বোলাতে বোলাতে এসে বসে গেল।

—তুমি সর্দার ডাকু, রজনীশ বলল।

—আমি? ও হো ম্যাডামের আমাকে দেখলে ডাকু লাগে? মোচটার জন্য, না?

রজনীশ বলল—মোচ কেন? সবটাই তো ডাকু।

দিব্যা তাড়াতাড়ি বলল—ওঁর কথা শুনবেন না তো রেডডিজি। আমি

BanglaBook.org

একটা ফিকশনের ক্যারাকটারের কথা বলছি। তার নাম রঙ্গরাজ।

রেড্ডি বলল—আমি কিন্তু রঙ্গরাজা। তো ঠিকই আছে সার। আমি ডাকুই তো! জমানা বদলে গেছে, যে ডাকু ছিল সে এখন পুলিশ! বাস্, বাত খতম!

এরা ধুঁধুল না স্কোয়াশ আর পেঁয়াজ দিয়ে একটা ঝালঝাল তরকারি বানিয়েছে। বড় বড় ওমলেট ভেজে দিয়েছে, চাঁপা কলা, আর কফি।

রজনীশ বলল—ভালো করে খেয়ে নিন ম্যাডাম, এটাই ধরুন ব্রাঞ্চ। আবার কখন কী জুটবে বলা যাচ্ছে না।

—কেন? আজই সেই অভিযান?

—সি আর পি এফ এসে যাচ্ছে। আমরা একটা রুট ঠিক করেছি। ওরা এলেই এক ডিভিশন নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। আর আপনার রুট আলাদা। আপনি যাচ্ছেন ভোলাবেদা হয়ে ঝাড়গ্রাম। আপনাকে আমার লোক ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবে।

একবার চোখ তুলল দিব্যা। বলল—তাই-ই?

—ইয়েস।

—এই জঙ্গলে ঢুকবেন না?

—দেখা হয়ে গেছে। এখানে ওরা নেই।

—কোথায় আছে তাহলে?

—আমাকে ক্রস করে কোনও লাভ হচ্ছে না ম্যাডাম। পয়লা বাত কি জানি না। আর দুসরা জানলে ভি বলব না। আপনি চলে যাচ্ছেন, বলে খাওয়ায় মনোনিবেশ করল রজনীশ।

তার হতাশ মুখের দিকে চেয়ে রঙ্গরাজের বোধহয় মায়া হল, সে নরম করে বলল—আপনি থাকলে ম্যাডাম আমাদের খুব ভালো কাটছিল। থ্যাংক য়ু ফর দ্য সিম্পল গুডনেস অ্যান্ড ডিলাইট য়ু ব্রট টু দিস প্লেস। বাট দিস ইজ হেল অব আ জব। এখানে এই সব ফিলিং, ভালো কাটার কোনও দাম নেই। সোয়েট অ্যান্ড ব্লাড, ব্ল্যাড অ্যান্ড সোয়েট—দ্যাটস আওয়ার ফেট।

মুহূর্তে পুরো জায়গাটার আবহাওয়া পালটে গেল। উধাও হয়ে গেছে

BanglaBook.org

হালকা হাসি ঠাট্টা, শিভ্যালরি। সবই সৈনিকসুলভ এখন। দিব্যা আস্তে আস্তে বলল—আমি ধরুন যদি এখানে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করি?

—আমাদের জন্য?—রজনীশ হাসল।

—সবাইকার জন্য। ধরুন আপনারা প্রিজনর অব ওয়র আবির রাহাকে নিয়ে ফিরে এলেন আমি আপনাদের অভিনন্দন জানালাম। কপালে চন্দনের তিলক, গলায় জয়মালা পরিয়ে দিলাম...

রজনীশ মিটিমিটি হেসে বলল—জয়মালা আমাদের সোসাইটিতে শাদির সময়ে দুলহন পরিয়ে দেয় দুলহার গলায়। আমাকে পরাবেন আপনি?

সে ক্রমে লাল হয়ে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি বলে উঠল—এনিওয়ে এখানে থাকার কোনও মানে হবে না। উপায় নেই। এ জায়গাটা সি আর পি এফ অকুপাই করবে।

—এই যে বললেন ওদের নিয়ে অভিযানে বেরোবেন!

—ওহ, আপনাকে সব কিছু জানতেই হবে, না? রঙ্গরাজ বলল এবার।

রজনীশ বলল—আপনি তো আমাদের মেথডস কিছুই জানেন না! এখান থেকে এক ডিভিশন সি আর পি এফ নিয়ে আমরা বেরিয়ে যাব। আরও ফোর্স এখানে থাকা দরকার। এদের একজন লিডারকে এখনও আশপাশে দেখা যাচ্ছে। রীতিমতো ইম্পর্ট্যান্ট নেতা। লোকটা ওড়িয়া। অনেক ভাষা জানে, আবার নিজের ভাষার টান ভুলতে পারে না। লোকটা বহুরূপী, নানা ছদ্মবেশ নিতে পারে। বুঝলেন? এই হয়তো দেখছেন গোরাসা একটা লোক পান চিবাতে চিবাতে যাচ্ছে পায়দল কী সাইকেলে, ট্যাকে ওদের পিকিউলিয়ার পাউচে পান ভি আছে, রুপেয়া ভি রয়েছে। যেন বাজারে গোলদার দুকান দিয়েছে, আবার দেখবেন কী কালো, গায়ে সাদা সাদা দাগ উঠছে, খোঁচা দাড়ি, বাল সব গন্ধা, লোধ কি মুণ্ডা মাথায় কাটিকুটা নিয়ে আসছে। হি ইজ এ ক্যামিলিয়ন!

দিব্যা বলল—অ্যাঁ? ফরসা মতো? ট্যাকে পয়সা, পান চিবোয়? খুব

BanglaBook.org

ডেনজারাস লোক?

—বহোৎ বহোৎ হি খতরনাক ম্যাডাম। গড নোজ, আবিরকে তোলার পিছনে ব্রেন হয় তো ও-ই। ওকে ট্র্যাক করলে হয় তো আরও আসান হয়ে যেত আমাদের খোঁজ। বাট দ্যাট ইজ নট টু বি। লোকটা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

কিন্তু সে দিন যাত্রা স্থগিত রাখতে হল। বাঁশপাহাড়ির নেগুড়িয়ার কাছেই পরপর মাইন ফেটেছে। ফোর্সের একটা জিপ উড়ে গেছে। ওরা ওখানেই থেমে গেছে। তল্লাশি চলেছে। বাড়ি বাড়ি ঢুকে ওরা টেনে বার করছে পুরুষদের, জেরা চলছে, এবং শোনা যাচ্ছে জেরার প্রক্রিয়াটা থার্ড ডিগ্রির কাছাকাছিই। এই নিয়ে পুরো অঞ্চলটায় টেনশন। থমথম করছে সব। মাইন ডিটেকশনের কাজ চলেছে জোর।

রজনীশ পায়চারি করতে থাকে অধৈর্য হয়ে।—দেরি হয়ে যাচ্ছে, খুব দেরি!

রঙ্গরাজ একবার আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করে—আপনার ক্যালকুলেশন তো ওরা ওকে কিছুতেই মারবে না। এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন?

রজনীশ ঘুরে দাঁড়ায়—তাহলে ছেড়েই বা দিচ্ছে না কেন? এইটা আমার মাথায় আসছে না। যে-ই বুঝল এটা রজনীশ নয়, দে শুড হ্যাভ ড্রপড হিম লাইক আ হট ব্রিক, দেন অ্যান্ড দেয়ার। আমার লজিক তাই বলে। কোথাও কিছু গোলমাল হয়ে আছে রেড্ডি। অ্যায়াম ফিলিং রিয়্যালি আনঈজি। ড্যাম ইট!! সে তার হাতের পাতায় ঘুসি মারে, ড্যাম ইট অল।

—ম্যাডাম কোথায়? উনি যেন আবার শুনতে না পান।

BanglaBook.org

## ১৬. সন্ধ্যাসংগীত

সন্ধেটা রাতে গড়াচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি। তার থেকে বোঝা যেতে পারে দিন সাতেক হয়ে গেছে। গরম থেকে একটু ঠান্ডা-ঠান্ডা, তার থেকে আরও ঠান্ডা! ক'দিন আগেও দুপুরের আলো থেকেছে অনেকক্ষণ। হঠাৎ দেখছে দিন হুট করে ছোট হয়ে গেছে। এইভাবে অন্ধকার হয়ে গেলে কিছু করার থাকে না। সুস্থ শরীরে এভাবে বসে থাকা যায় না। দিনের আলোয় এরা ঝুপড়ির বাইরে বেরোতে দেবে না। শুধু চানের সময়ে একবার। তারপর এইরকম অন্ধকার হয়ে গেলে ঝাঁপের বাইরে এসে বসবার বা বেড়াবার অনুমতি পাওয়া গেছে। তবে সে যেন একটা খোঁটায় বাঁধা ছাগল। গলার দড়ি তাকে যতটা যেতে দেবে ততটাই সে যেতে পারবে। সুফল বলে দিয়েছে গুনে গুনে বিশ পা সে যেতে পারে যে কোনও দিকে, তার বেশি না। দুঃখের বিষয় সে ছাগল নয়। এভাবে আর কত দিন?

রাত হলে বেড়াতে বেড়াতে সে খেয়াল করে এই জঙ্গলটা তত ঘন নয়। এবং মাঝে মাঝেই গৃহপালিত পশুর ডাক শুনতে পাওয়া যায়। গাঁ-গাঁ-গাঁ গরু ডাকছে, অ্যামম্যা—খুব কাঁচা বাছুরের হামলানো। ভৌভৌ কুকুর ডাকছে তো ডাকছেই। তার মানে মনুষ্য বসতি আছে কাছেপিঠে কোথাও, রাতে বিশেষত শীতকালে আওয়াজ অনেক দূর যায়। সে সব গণনা করেও মনে হয় মাইল খানেকের মধ্যেই বসতি আছে। সে মহাকাশে

BanglaBook.org

বসতি করেছে। দূর থেকে পৃথিবীর আলো দিপ দিপ করে জ্বলছে দেখতে পাওয়া যায়। ওটাই নিকটতম। কিন্তু তবু বহু দূর। আজ একটু বেশি এগিয়ে গিয়েছিল অন্যমনস্কতার দরুন। লক্ষ্মণের গণ্ডি তো আর কেটে দেয়নি। অত কি খেয়াল থাকে? কোথাও থেকে হাওয়া বয়ে আনল ঘরকন্নার গন্ধ। ডাল, ডাল রান্না হচ্ছে কোথাও। সুবাসে উতলা হয়ে উঠল মন, রসিয়ে উঠল তার জিব। তারপরেই বাছুরের হামলানোর সেই মধুর আওয়াজ। উৎসাহে সে আরেকটু এগিয়ে গিয়েছিল। ওপর থেকে কর্কশ গলায় হুকুম এল—হল্ট!

সে থেমে গেল, বেঘোরে প্রাণটা দেওয়ার ইচ্ছে তার নেই। মুখ উঁচু করে বলল—কিতনে দিন বিতেঙ্গে অ্যায়েসে? ওফফ। আপকে সাথ মেরা তো কোই লেনদেনা নহি ছোড় দিজিয়ে না!

কোনও জবাব এল না। জবাব অবশ্য সে আশাও করেনি। এখান থেকে ওই শব্দগন্ধ লক্ষ করে টেনে দৌড় দিলে কী হয়? এই বন ওরা হাতের পাতার মতো চেনে। তার কাছে অজানা। পদে পদে ঠোক্কর খাবে ঝোপেঝাড়ে, কে জানে কোথায় কোথায় ওদের মারকুটে সিপাইদের পোস্ট করে রেখেছে! আচ্ছা ধরা গেল সে ওদের এড়িয়ে পৌঁছতে পারল ওই গৃহস্থ ঘরে, তারা কি ওকে আশ্রয় দেবে? কক্ষনো না। তাদের কাছে সে বিদেশি এরাই আপনজন, যতই কেন মারদাঙ্গা করুক, ওদের জন্যেই তো করছে! নাহ, ওই কুটিরে তার আশ্রয় চাওয়া চলবে না। পরনে তার এদেরই পোশাক, চট করে কেউ লক্ষ্যও করবে না সে যদি পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়? তাই যাবে নাকি? ঠিক আছে, পৌঁছল সে সভ্য গ্রামে শহরে, তারপর? পাশ দিয়ে বয়ে যাবে জনস্রোত, গাড়ির স্রোত, বিবর্তনের কোনও এক ধাপে আটকে যাওয়া মানুষ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দাঁত খিঁচোচ্ছে, তাক করছে বন্দুক। আবার সেই একই প্রশ্ন তাকে খোঁচাবে। কেন? কেন? কেন? পরিপূর্ণ দৈহিক শক্তি, জাগ্রত মন নিয়ে তাকে কী করতে হবে? ডেটা, ডেটা, অজস্র ডেটা বিশ্লেষণ, মানুষের দুষ্কৃতির। আর যতই করবে, ততই সরে যাবে জীবনের কেন্দ্র থেকে। নাহ, কেন যে এ সব ভাবে! বাইরে তার জন্য ধনে জনে পূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ কাজে ভরা, বহু

BanglaBook.org

লোকের ঈর্ষণীয় জীবন পড়ে রয়েছে। এই অর্থহীনতার বোধ একরকম আলস্য, কিংবা অসুখ।

কাঁকড়াঝোপের জঙ্গল থেকে তাকে ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে নিয়ে এসেছে এখানে। শুধু চোখ বেঁধে আনলেই তো চলত! না, এরা কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি। তার কোনও ধারণা নেই ঠিক কোন স্পট-এ এনে ফেলেছে তাকে। গাছপালার ধরন তো একই রকম। খালি বনটা পাতলা। তলাটা পাথুরে নয় তত। পশ্চিম মেদিনীপুরেরই কোথাও হবে নাকি রাজ্য পেরিয়ে উড়িষ্যায় ঢুকে গেল?

আস্তে আস্তে ফিরে এল সে। শীতটা পড়ে ঝুপড়ির ভেতরটা আজকাল সহনীয় হয়েছে একটু। দূর থেকে দেখছে ভালুকের মতো গুঁড়ি মেরে বসে আছে ঝুপড়িটা। তাকে একটা দুর্গন্ধ তেল দিয়ে গেছে সুফল, মাখলে পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কুপিটা আজ জ্বালায়নি কেউ। ইস, ওরা যদি তাকে একটা যা হোক খাতা-কলম দিত, সময়টা মোটের ওপর কাটত। ঝুপড়িতে ঢুকেই সে টের পেল কেউ রয়েছে। সতর্ক হয়ে গেল। তারপরেই তার ব্রেন স্নায়ুগুলোকে বললো—রিল্যাক্স! রিল্যাক্স! কে এসেছে গন্ধটাই বলে দিচ্ছে। কিন্তু অত চুপি চুপি কেন? তবে ও-ই কি তার মরণ? অন্ধকারে মিশে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে কালাশনিকভ? ওহ কালাশনিকভ, আর কারও হাতে তোকে এমন মানায় না, যাই বলিস।

সে ডাকল—ইনা!

শুধু নিশ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ।

—ই—না-আ...।

—চেঁচাচ্ছেন কেন?

—তুমি সাড়া দিচ্ছ না কেন?

—আস্তে কথা বলুন। পালাতে চান? আরও ফিসফিসে হয়ে গেল তার গলার স্বর।

—কেন? এরা ছেড়ে দেবে না? ছেড়ে দিক না, মিথ্যে আটকে রেখেছে,

—কীভাবে ছাড়বে?

—আইদার একটা রুট বলে দিক আর নইলে রাত্তিরবেলায় চোখ বেঁধে

BanglaBook.org

লোকালয়ের ধারে-কাছে ছেড়ে দিয়ে আসুক। চলে যাব।

—আর তারপরে ফোর্স নিয়ে এসে, আপনার বন্ধু রজনীশ চৌবে, রঙ্গরাজ রেড্ডি এদের নিয়ে এসে আমাদের শেষ করে দিন।

—আমি তো পুলিশের লোক না, মিলিটারিও না, একজন সিভিলিয়ান, সাধারণ মানুষ। আমার এত সাধ্য কী? রঙ্গরাজটি কে? আমি তো চিনি না?

—নাই চিনলেন। আপনার বন্ধুবান্ধব আছে পুলিশের বড় বড় পোস্টে। তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে আপনার জন্য। এদিকে প্যারামিলিটারি একটা জিপ আমাদের মাইনে উড়ে গেছে। আপনাকে পেলে ছাড়বে নাকি? ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবে সব যাতে আমাদের ঘাঁটিগুলো শনাক্ত করতে পারেন।

—অসম্ভব! আমাকে তোমরা এইটুকু একটা ঝুপড়ির বাইরে যেতে দাও না, ঘুম পাড়িয়ে এক জঙ্গল থেকে আরেক জঙ্গলে নিয়ে যাচ্ছ। আমার দ্বারা কখনও ও কাজ হয়?

একটু হাসির আওয়াজ এল। সে বলল—শুধু একটা মানুষকে ক'দিন দেখে আপনি তার নাম-ধাম, তার ধর্ম, কোথায় মানুষ কী পড়াশোনা, সে অপমানিত হয়েছে কি না এত্তসব বলে দিতে পারেন, এটুকু তো আপনার কাছে কিছুই না!

—কথাগুলো কি তুমি ওদের বলে দিয়েছ নাকি?

—কেন দেব না? শুনুন, এ সব বাজে কথা বলে শুধু সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছু হবে না। জেনে রাখুন আপনাকে ওরা ছাড়বে না। খুব ধরপাকড় হচ্ছে, লিডারদের কেউ কেউ ধরা পড়তে পারে। তখন আপনাকে ওরা কাজে লাগাবে। তাছাড়া, লোকাল লোক এখন অনেকেই আমাদের বিপক্ষে চলে যাচ্ছে, চারদিকে চরগিরি করছে, তাই ওভাবে আপনাকে ছেড়ে দেওয়াটা অসুবিধে হয়ে যাচ্ছে। এখন যে কোনও দিন আমরা বেস বদল করব। এই বেলা না পালালে আপনার বিপদ আছে। আমি ব্যবস্থা করে দেব। যা বলে দেব ঠিকঠাক ফলো করে যাবেন, তাহলেই হবে।

আবির কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপরে বলল—ওরা কি বুঝতে পারবে ব্যবস্থাটা তোমার করে দেওয়া? একটু চুপ, তারপরে বলল—পারতেই পারে।

BanglaBook.org

—স্যরি ইনা, এভাবে আমি যেতে পারি না। অকথ্য শাস্তি পাবে তুমি। টরচার করে মেরে ফেলে দেবে।

—তাতে কী হয়েছে? একটা শবর মেয়ে যার জীবনই ছিল না, তার জীবন গেলে কী হয়? কিচ্ছু না। আপনার কি পৌরুষে লাগছে? সে হাসল।

—অনেক কিছুতেই লাগছে মাই চাইল্ড! তুমি বড্ড ছেলেমানুষ ইনা।

—চাইল্ড? ছেলেমানুষ?

—শুধু তুমি নও। তোমরা সকলেই, ইনক্লুডিং তোমার বীরুভাই। তোমরা সকলেই ছেলেমানুষ, জাস্ট বেবস ইন দ্য উড। তোমাদের রকমসকম দেখলে আমার হাসিও পায়, দুঃখও হয়।

—তাই নাকি? কেন, জানতে পারি?

আবির বলল—ল্যাম্পটা জ্বালাও ইনা। আমি তোমাকে দেখতে চাই। অন্ধকারের সঙ্গে কথা হয় না।

একটা মোম জ্বলে উঠল একটু পরে। সে অবাক হয়ে বলল—কুপিটা কোথায় গেল?

—ওটার গন্ধে ধোঁয়ায় আপনার কষ্ট হয় না?

—তা তো হয়।

—আপনাকে কষ্ট দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এখন বলুন ছেলেমানুষ কেন বলছেন। আমি শুনতে চাই আপনি কী ভাবেন আমাদের, এবং কেন?

সে নম্র গলায় বলতে লাগল—ইনা, এত বড় একটা রাষ্ট্রশক্তি, তার সঙ্গে তোমরা সামান্য ক'জন ছিনিয়ে নেওয়া অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কতদিন যুঝবে?

—আপনি আমাদের পেটি ইনসার্জেন্টস মনে করেন? পিঁপড়ে, মুঠো করে ধরে পিষে ফেললেই হয়ে গেল, না কী?

—কতকটা তাই। ইনার চোখে মোমের আলোর প্রতিবিম্ব, সে দিকে তাকিয়ে সে বলল।

—শুনুন, আমরা শুধু আমরাই এ ভুল করবেন না। মোটেই শুধু ছিনিয়ে নেওয়া অস্ত্র নিয়ে লড়ি না আমরা। মনে করবেন না আমাদের কোনও ব্লু প্রিন্ট নেই, হায়ার টেকনিক্যাল হেলপ নেই। আমাদের নিঃশেষ করা যাবে

BanglaBook.org

না, আমরা যাব আরেক দল আসবে, তারা যাবে আরেক দল আসবে...।

—এই ভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম তোমরা ছেলেমেয়েগুলোকে একটা অস্বাভাবিক জীবনের পথে ঠেলে দিচ্ছ? শুদ্ধু বন্দুকের খাদ্য হবার জন্যে, এতগুলো জীবন, ইনা! এ ভাবে কোনওদিন কিছু পাওয়া যায় না।

—কী বলছেন আপনি? কিউবা পায়নি? ভিয়েতনাম পায়নি?

—ভেবে দ্যাখো কিউবার লড়াই ছিল ডিকটেটরশিপের বিরুদ্ধে, ভিয়েতনাম ভিন্ন দেশের সঙ্গে লড়েছিল। তোমরা লড়ছ একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে, যে রাষ্ট্র আবার তোমার নিজের। কোনও বিদেশি শক্তি নয়। বাতিস্তার বিরুদ্ধে কাস্ত্রোর লড়াইটা কতদিনের? বছর-পাঁচ ছয়ের। ভিয়েতনামেরটা অবশ্য তিরিশ বছরের যুদ্ধ। সেখানেও কিন্তু গেরিলা লড়াইটা বৃহত্তর লড়াইয়ের একটা ছোট অংশমাত্র ছিল।

—এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমাদের, সে ভরসা কি আর করতে পারি? বিমাতার মতো ব্যবহার দিলে তাই-ই ফেরত পাবে। পুরো জঙ্গলমহল যতদিন না আমাদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছে আমাদের লড়াই চলবে। মাওয়ের ন্যাশন্যাল লিবারেশন ফ্রন্ট তো নিজের দেশের বিরুদ্ধেই লড়েছিল, ভিয়েতনামকেও হেল্প করেছিল। দীর্ঘ দিন, তারপর এসেছে সাফল্য।

আবির হঠাৎ বলল—এই জঙ্গলমহলে তাহলে তোমরা আলাদা রাজ্য গড়তে চাও? আলাদা রাজ্য হলে তোমাদের ইকনমি কী হবে ভেবেছ? তার জন্য তোমাদের মাটি খুঁড়তে হবে, জঙ্গল কাটতে হবে।

—না আমরা জঙ্গল রক্ষা করব।

—সেটা মুখে বলা আর কার্যকালে করা এক নয়। তোমরা যে আন্দোলনটা করছ তার একটা ফল অবশ্য হচ্ছে। সেটা হল এ সব জায়গার উন্নয়ন। ঘর বাড়ি জীবিকা স্কুল কলেজ। সেটাই যদি তোমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু প্রসেসটা চালু হয়ে গেলে তোমাদের লড়াইটা আপনাআপনি থেমে যাবে। অবান্তর হয়ে যাবে। তোমরা বহু খুন করেছ, পাবলিক সম্পত্তি নষ্ট করেছ। এখানকার মানুষ হয়তো তোমাদের কাজের একটা সুফল পেলেও পেতে পারে কিন্তু তোমরা দাগী হয়ে যাবে। তোমাদের রাষ্ট্র কোনওদিন ক্ষমা করবে না। চিরদিনের মতো হয় জেলে

BanglaBook.org

নয়তো নির্বাসিতের গোপন জীবন তোমাদের কপালের লেখা। আর একটা কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিই। ঝড়খণ্ড আলাদা স্টেটহুডের জন্য আন্দোলন করেছিল, পেয়েছে। তাতে সেখানকার মানুষের কোনও উন্নতি হয়েছে? তারা একটা শুভবুদ্ধিঅলা রাজ্য সরকার পেয়েছে? উত্তর হল হাতে ক্ষমতা পেয়ে আদিবাসীদের নেতারাও সেই এক আচরণ করছেন যা আমরা অন্যান্য জায়গায় নিন্দা করছি। আরও বেশি করে করাপশন আসছে সেখানে। তোমাদের জঙ্গলমহল যদি আলাদা রাজ্য হয়, তাহলে এই এক প্রবলেমের মুখোমুখি হতে হবে তোমাদের। ভেস্টেড ইন্টারেস্ট আর করাপশন, করাপশন, করাপশন। কিছু মনে করো না ইনা ওই তোমাদের বীরুজি কি জনার্দন পন্ডাদের মতো লিডাররা তখন মন্ত্রী হবে, তাদের বাড়ি উঠবে, লাল বাতিঅলা গাড়ি চড়ে তারা ঘুরবে, রাস্তায় চলতে ফিরতে থাকা মুর্মু, বাস্কে, হাঁসদা, সরেনদের সঙ্গে তখন তাদের প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক হয়ে যাবে। দার্জিলিঙে সুবাস ঘিসিং কী করল? বিমল গুরুং-ই বা কী করছে? প্রত্যেকের উদ্দেশ্য নিজের হাতে ক্ষমতা পাওয়া। এটাই আমাদের এই হতভাগ্য দেশের চরিত্র। কিউবাতেও অবশ্য কাস্ত্রোর হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে এ সমালোচনা হয়ে থাকে। যদি ইনডিভিজুআল না হয়, তো পার্টি। দলই সব হয়ে যায়। চিনের কথা মনে করো। এ সব রুখতে পারবে?

—পারব।

—আমার সমূহ সন্দেহ আছে ইনা। কোথাও না কোথাও একটা গোপন বোঝাপড়ার ব্যাপার থেকে যায় সব রকম ক্ষমতাদখলের লড়াইয়ের পেছনে। তুমি হয়তো ঠিক মানুষ। যারা বেঠিক তারা তোমাকে কৌশলে হাটিয়ে দেবে ক্ষমতার করিডর থেকে। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র ব্লু প্রিন্ট সব পেয়ে যাবার কথা কী যেন বলছিলে?

—কিছু তো বলিনি! জাস্ট ব্র্যাগিং। আবির বুঝতেই পারল ইনা কিছু একটা বলে ফেলেছিল, এখন সামলে নিয়েছে। আর বলবে না।

সে বলল—এ ভাবে কিছু পাওয়া যায় না।

—কীভাবে পাওয়া যায় তাহলে?

BanglaBook.org

—বলা শক্ত। শুভ বুদ্ধি যার নেই এমন সরকারের কাছে সুবিচার পাওয়া খুব শক্ত। আন্দোলন করো, কিন্তু তার স্পষ্ট লক্ষ্য থাকবে, দাবিদাওয়া থাকবে। এবং কোনও সময়েই কার্যকলাপ হিংসাত্মক হবে না। তার চেয়ে বরং সমাজসেবার লাইনে বাবা ভালো। ধরো কোনও এনজিওর কাজ হল এদের আইনি সহায়তা দেওয়া, মিনিমাম শিক্ষা দেওয়ার কাজটা করা যাতে চট করে ঠকে না যায়, মনে করো আর একটা এনজিও জল, স্যার, ফসলের ভ্যারাইটি বেটারমেন্ট সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার কাজটা করল। সরকারি সাহায্যের আশা না করে, ফরেন ফান্ড পাওয়ার চেষ্টা করা ভালো।

—বাহ, ভিক্ষা করে বাঁচতে বলছেন? স্বাধীন দেশের সরকার তার নাগরিকদের জন্য কিছু করবে না। তারা দলে দলে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ঘুরবে?

—এই তোমাদের গেরিলা লড়াই-এর জন্যেও তো সেই হাত পাততেই হয়। ট্রেনিং পাও বাইরে থেকে। পাও না? অস্ত্র পাও, পাও না? বাকিটা চুরি-ডাকাতি করে জোগাড় করো। পুরো প্রসেসটাই নেগেটিভ। কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোনও ভিক্ষা হয় না। যেখান থেকে পাবে শুধু নেবে। গেট রিচ অ্যান্ড রিচার ইন কালচার।

—ড্যাম ইয়োর কালচার আবির রাহা, সো কল্ড শিক্ষিত মানুষেরা তাদের সমান সমান শিক্ষিত হলেও আমাদের মানুষ বলে মনে করে না। ইট ইজ শেমফুল। এর একমাত্র সমাধান ক্ষমতা। যতক্ষণ আমার হাতে ক্ষমতা আমাকে সম্মান করতে সবাই বাধ্য।

—ক্ষমতার ভয়ে যে সম্মান তার কীই বা অর্থ ইনা?

—তাহলে কীসের অর্থ আছে? কীসের?

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো আবির। ইনা ফুঁসছে। অন্ধকারে স্পষ্ট শোনা যায় তার ভারী মোচড়ানো নিশ্বাসের শব্দ।

—সত্যি কথা বলব? খুব দুঃখের সঙ্গে বলছি ইনা। কিছুরই শেষ পর্যন্ত কোনও মানেই নেই। শুনছ ইনা?—তার গলা একেবারে পাল্টে গেছে। রাগ নেই, চেষ্টা নেই। এক ব্যাখ্যাতীত বিষাদ।

—শুনছি, ইনা কেমন ভিজে ভিজে গলায় বলল—আপনি বলছেন উই

BanglaBook.org

আর ফাইটিং আ লুজিং ব্যাটল।

—শুধু তোমরা নও, সে জোর দিয়ে বলল, আমরাও। আমরা সবাই লড়াই করে চলেছি কতকগুলো ছায়ার সঙ্গে, ইনা জীবনের শেষ পর্যন্ত বোধহয় কোনও মানে নেই।

স্বপ্নচালিতের মতো ইনা এগিয়ে এল একটু, আবির তার দু হাত বাড়িয়ে দিল—ইনা। ইনা, মাই পুওর চাইল্ড।

—আপনি—আপনি আমার শেষ আশাটুকুও টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিলেন। সে নিজে ভাঙতে ভাঙতে বললো, কেন এমন করলেন? কত ভেবেছি, খালি ভেবেছি, ভাবতে ভাবতে পিঠ দেয়ালে ঠেকে গিয়েছিল, আপনি কি মনে করেন আমি, আমরা ভাবি না? তার চোখ দিয়ে গরম জল বেরিয়ে এল। ভাসিয়ে দিল গালের, চিবুকের উপত্যকা সব। গভীর করুণায় আবির আদর করতে থাকে তার দূর্বাদলশ্যাম চিত্রাঙ্গদা শরীর, এই মেয়েটি মানুষের মঙ্গল চেয়েছিল, চুম্বকের সঙ্গে লোহার মতো তাদের ওষ্ঠাধর পরস্পরে আটকে যায়। তার হাত পরম স্নেহে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে মেয়েটির পবিত্র স্তনভূমির ওপর, ডালপালা সরিয়ে যেন আধুনিক মানুষ আবিষ্কার করছে পুরাকালের কোনও পড়ে থাকা চৈত্যস্তূপ। দু'জনে দু'জনকে ঘিরে অবশেষে মোহগ্রস্তের মতো পাক খায় আর প্রতিটি পাখসাটে আরও নিবিড় করে স্পর্শ করতে থাকে একে অন্যের অতলান্ত বিষাদ। কিচ্ছু করা যায় না, সমস্ত সমাধানের অতীত এই মানব জীবন। যুগের পর যুগ মানুষ শুধু চেষ্টা করছে আর চেষ্টা করছে, কিছুতেই পৌঁছতে পারছে না। শেষ হয়ে যায়, আবার শুরু হয় এই প্রয়াস, এই সোহাগ, যেন কোনওদিন শেষ হবে না তাদের এই বোঝাপড়া, বিষাদে বিষাদ যোগ করা এই...।

নিঃসাড়ে ঝুপড়ির পেছন থেকে সরে যায় একটা ছায়া। অন্ধকারের মধ্যে আরও অন্ধকার। দশ বিশ পা চলে পা টিপে টিপে, তার বড় বড় চিতা-লাফে দূরে চলে যায়। জঙ্গলের অন্ধকারে ঠেস দিয়ে মন্থন করতে থাকে তার বীর্য, ফোয়ারার মতো ছড়িয়ে দিতে থাকে। কঠিন জান্তব আওয়াজে উদ্‌যাপন করতে থাকে বীর্যপাত।

BanglaBook.org

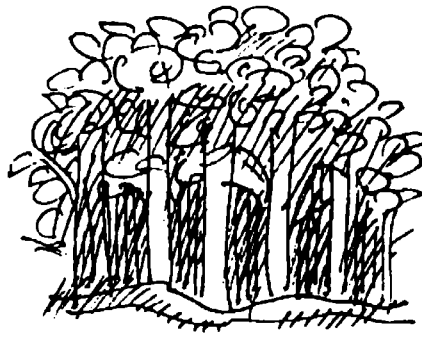

## ১৭. ডায়েরি ও জীবনস্মৃতি

নেগুড়িয়াতে ধরপাকড় নাকি সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ছোট ছোট ছেলেদের পর্যন্ত চুলের মুঠি ধরে হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে টেনে বার করেছে জওয়ানরা। অত্যাচারে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে কয়েকজনকে। পুরো এলাকা দারুণ অশান্ত। ওড়িশার মালকানগিরি অঞ্চলে দুটো প্রাথমিক স্কুল বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিয়েছে। বাঁকুড়ার নেকড়াপচা গ্রামে সিপিএম নেতা খুন, পুরুলিয়ার আড়শায় আরও একটা খুন। খুনের নকশা ছড়িয়ে যাচ্ছে চতুর্দিকে। কোথায় হঠাৎ নাশকতা দেখা দেবে, কী ভয়ংকর মূর্তিতে, আগে থেকে বলা যাচ্ছে না। এরই মধ্যে মাওবাদী নেতারা কলকাতার মতো জায়গায় যাওয়া আসা করছেন কনফারেন্স করতে। কার সঙ্গে? অন্ধ্রের কোনও নেতার সঙ্গে, কে সে নেতা? এখনও পর্যন্ত তার নাম কেউ জানে না। কনফারেন্স হচ্ছে কোথায়? কোনও বাড়িতে? কোনও হোটেলে? কোনও ধাবা? হোটেল? ধাবা? বাড়ি? ফুঃ। কনফারেন্স হচ্ছে স্রেফ বাসস্টপে, দুপুর বাসের জন্য অপেক্ষা করতে করতে। ভিড় বাসে ওঠা যাচ্ছে না।

তবে আরেকটা দেখা যাক, না হয় ততক্ষণ ময়দানে হাওয়া খাওয়া যাক।

ময়দান কি আর আছে?

BanglaBook.org

যেটুকু আছে। প্রেস ক্লাবের ও দিকটায় একটু ঘাসের ওপর বসা যাক গিয়ে।

এই ভাবে। পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে জনস্রোত। ট্রাফিক পুলিশ ঘুরছে, বাঁশি হাতে। তারই পাশাপাশি হয়ে যাচ্ছে কনফারেন্স। কান পাতলেও কতকগুলো সাধারণ কথা কিংবা ব্যক্তিগত আলাপ ছাড়া কেউ কিছু শুনতে পাবে না।

—লালগড়ে, শিলদাতে যা করল, তারপর নেগুড়িয়াতেও জোয়ানরা ক্ষেপে যেতেই পারে—চৌবে আর রেড্ডিতে কথা হচ্ছিল।

—কপ-কিলিং বলে কথা। এটা ওরা সইতে পারে না। সার্ভিস করতে এসেছে, কীই বা তনখা পায়। এর মধ্যে যদি শুধু শুধু জান দিতে হয় এমন বীভৎসভাবে ওরাও নিষ্ঠুর হয়ে উঠবে তাতে আরও।

চৌবে দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে যায়, পায়চারি করতে থাকে সে খাঁচায় বদ্ধ জানোয়ারের মতো—কী হবে? এই সমস্ত জটিলতায় তাদের নিজেদের কেস আরও আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এখন প্রতিহিংসায় যদি ওরা আবিরের কোনও ক্ষতি করে দেয়?

আবিরের ডায়েরিটা সে দিব্যার হাতে শেষপর্যন্ত তুলেই দিল। প্রথমটা নানা ওজর-আপত্তি তুলেছিল। ওটা এভিডেন্স। ওটাতে অনেক জরুরি সূত্র থাকতে পারে।

ওটা এখন সত্যি আর কিছুর এভিডেন্স নেই। কোনও অপর হাতের ছাপ ওতে পাওয়া যাবে না, ওর ওপর কারও রক্ত পড়ে নেই। নেই কারও চুল। কোনও কিছুর সাক্ষী হতে অস্বীকার করে ডায়েরিটা শুধু ফটকের ডান পাশে নির্বিবাদে পড়ে ছিল। মানে আবিরকে নিয়ে যাবার সময়ে ওর হাত থেকে খসে পড়ে গেছে। আর কিছুই অনুমান করা যাচ্ছে না। বরং দিব্যার হাতে তুলে দিলে একটা লাভ। বাংলা অংশগুলো পড়ে তেমন কিছু যদি পায় দিব্যা ওদের বলতে পারবে।

একটা ওভার নাইট ব্যাগ। দুটো বই। এলিয়টের কবিতা। সেথনার 'সায়েন্স মিস্টিসিজম মেটিরিয়ালিজম।' দুটো পায়জামা পাঞ্জাবির সেট।

BanglaBook.org

আবির কখনও নাইট সুট পরে না। কেন কে জানে। ও কি তৃতীয়টা পরে গেছে? একটা কালো প্যান্ট, একটা ডেনিম-খসকা নীল, দুটো গোল গলা টিশার্ট। একটা ব্রাউন আরেকটা গ্রে। একটা জটার, একটা ছোট ফাইল, কিছু অন্তর্বাস। আলাদা ফ্ল্যাপে শেভিং কিট, একটা ক্রিম। মনে হচ্ছে পায়জামা পাঞ্জাবি পরা অবস্থায় ওকে তুলে নিয়ে গেছে। মানে এখন দেখতে পাওয়া গেলেও একজন দাড়িগোঁফঅলা অপরিচ্ছন্ন আবিরকে পাওয়া যাবে। যদি দ্বিতীয় পোশাক না দিয়ে থাকে তাহলে ওই পাজামা পাঞ্জাবি এখন ঝুল ময়লা।

—ডায়েরিটা আমি ডি-কোড করতে পারিনি পুরো, রজনীশ বলেছিল।

—ডি-কোড? এর মধ্যে আবার কোনও কোডের ব্যাপার আছে নাকি?

—আছে ম্যাডাম, আমি কিছু ক্লু দিচ্ছি না, আপনি নিজে খুঁজে বার করতে পারেন তো দেখুন।

রঙ্গরাজা রেড্ডির রজনীশের মতো টেনশন নেই। সে আবির রাহা বলে কাউকে চিনতই না। সুতরাং সে নিজের কাজ করে যাচ্ছে নিষ্কামভাবে। এই অপ্রত্যাশিত দেরি আর জটিলতায় সে একটুও বিচলিত হয়নি। আরে বাবা ডিউটি, আবার এইরকম ঘাম রক্তচোয়ানো ডিউটি তাতে যদি পরিস্থিতিনির্ভর ছুটি পাওয়া যায়, যার জন্যে তাকে জবাবদিহি করতে হবে না, তাতে তার লাভ বই লোকসান তো নেই! সুতরাং সে একটু আলগা দিয়েছে। সে উপভোগ করছে জায়গাটার বিউটি, খাচ্ছেদাচ্ছে আরাম করে, আর...আর দু'চোখ ভরে দেখে নিচ্ছে সেই মেয়েটিকে যার নাম সে দিয়েছে দিব্যা হেপবার্ন। আর রজনীশ?

তাকে নরম করে দিচ্ছে দিব্যা। আবার শক্তও করে দিচ্ছে। মধ্যযুগীয় নাইটদের মতো অনেকটা তার অনুভূতিটা। দিব্যার বন্ধু আবির রাহাকে উদ্ধার করে ঘন রক্তে ভেজা য়ুনিফর্ম পরে সে স্যালুট করে সরে যাবে বোধহয়। তবে আর যেখানেই যাক, গান্ধী ময়দানে কভভি না। সে একটার পর একটা অ্যাসাইনমেন্টে ব্যস্ত থাকবে, যতদিন না তার একটা

BanglaBook.org

ভয়ানক মৃত্যু হয়। ইচ্ছেমতো বাঁচবার সুবিধা সে পায়নি। কিন্তু ইচ্ছেমতো মরবার সুবিধা সে পেয়ে যাবে।

দিব্যা বসেছে তার ঘরে জানলার ধারে ডেকচেয়ার টেনে। ডায়েরিটা পড়ছে। ঘটনা নয়, ডায়েরিটা চিন্তা দিয়ে ভরা। সে কি সত্যি এই আবিরকে চিনত? তার আবির একজন ভীষণ ক্ষিপ্র, সমর্থ, প্র্যাকটিক্যাল মানুষ। সেন্টিমেন্টের ধার ধারে না। তার নিজের তেমন কোনও আবেগ নেই, বা আবেগের বহিঃপ্রকাশ নেই। আবেগ নেই অথচ অনুভূতিপ্রবণ। অনুভূতি না থাকলে দিব্যার জন্যে যা করেছে তা কি করত?

জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, বাঁচবার ইচ্ছা, মানুষের প্রতি বিশ্বাস সবই তো হারিয়ে বসেছিল সে। রিলেশনশিপ, সম্পর্ক, এই সম্পর্ক ঠিক করার ব্যাপারে, মানুষ চিনবার ব্যাপারে বারবার ভুল হয়ে গেছে তার। অনন্যর সঙ্গে যখন তার বিয়েটা ঠিক করেছিল তাদের জয়েন্ট ফ্যামিলি, দাদারা বলেই দিয়েছিল, ছেলেটা নিজে থেকে এসেছে, কোথায় তোকে দেখেছে, ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তুই কিন্তু ওকে বাজিয়ে নে। বড় জারতুতো দাদা ওকে সামান্য চিনত, তার কোনও তুতো শালির আত্মীয় ভালো চাকরি করে, আই টি প্রফেশন্যাল আজকাল সোনার পাত্র। তবে তুই নিজের চাকরিটা রাখিস, কারণ ওদের আবার ফ্যামিলিকে দেবার মতো সময় থাকে কম।

অনন্যর আগে তাদের বাড়ি পৌঁছে গেল তার ফ্যামিলি। মা নেই। দাদারা বলল—এক নং বাঁচা বেঁচে গেলি। বোন নেই, দাদারা বলল—দু'নম্বর বাঁচাটাও বেঁচে গেলি। শুধু এক দাদা আর এক ভাই। সবাই পিঠোপিঠি। দাদার বিয়ে হয়ে গেছে, ভাই সেক্রেটারিশিপ পড়ছে, পাশ করে বেরোলেই দারুণ একটা চাকরি পাবে। তোর বরের ওপর বোঝা কেউ হবে না। সে যেন এই সব ভেবেচিন্তে বিয়ে করতে চেয়েছিল! আরে বাবা, সে তো গোটা একটা ফ্যামিলির জন্যে দিওয়ানা ছিল। শাশুড়ি থাকবে শ্বশুর থাকবে, তাদের সে বাবা মা বলবে, তুমি করে বলবে, আদর করবে শাশুড়িকে, যেমন মাকে করত, আর একটা ছোট

BanglaBook.org

বোন কি বড় দিদি তো তার ভীষণ চাওয়া! বিশেষ করে ছোট বোন। এ পরিবারে সেই ছিল সবার ছোট, কারুর ওপর দিদিগিরি ফলাতে পারেনি। দিদিগুলো ছিল সব বড় বড়। আদর যত্ন ঠাট্টা ইয়ার্কি সবই করত, কিন্তু অল্প ছোট বা বড় বোন হলে যে ঘনিষ্ঠতাটা হয়, সেটার সুযোগ ছিল না। ওরা সবাই মানে, অনন্যর বাবা দাদা বউদি ভাই এসে তাকে নানান কমপ্লিমেন্ট দিয়ে গেল। সবাইই মুগ্ধ। তারপর অনন্যর সঙ্গে বেশি ঘোরাঘুরির আর দরকার কী? গান শুনতে গেল একদিন। চমৎকার বোদ্ধা। ব্যস।

তারপরেই খুব ঘটা-পটা করে বিয়েটা হয়ে গেল। বিয়েও হল, অনন্যর দাদা, বউদি চাকরি ছাড়বার জন্যে তাকে উস্তমখুস্তম করে দিতেও লাগল, প্রায় জোর-জবরদস্তি করে ছাড়াল ওরা চাকরিটা, সে আবার তখন খুব নরম প্রকৃতির ছিল, না না করতে পারত না বেশি। সে চাকরিও ছাড়ল অনন্যর ট্যুরও শুরু হল, আমেরিকা চলে গেল, তিনমাস ফিরে একসপ্তাহ মতো ছিল তারপর পুনে, তারপরে একদিন বাদেই চেন্নাই। কী করা যাবে। চাকরি! কিন্তু সে যখন ফিরে আসে অল্প কয়েক দিনের জন্যেও এত কাজ নিয়ে আসে যে দিব্যার ঘুম পেয়ে যায়। এ দিকে বড় জা অদ্ভুত সব ইঙ্গিত দিতে থাকল, সে বাচ্চা হতে বাপের বাড়ি গেল, ততদিন রান্নাঘর দিব্যার হাতে উঠে এসেছে। রান্নার লোক বড্ড কামাই করে। দিব্যার মতো রাঁধতে কেউ পারে না। শ্বশুর বললেন। আর লোক রাখা হল না। সে রান্না করছে, হাত ধুচ্ছে সিংকে, পেছন থেকে শ্বশুর এসে জড়িয়ে ধরলেন। যদি কোনওমতে সে নিজেকে ছাড়িয়ে অনন্যকে বলতে গেল, বলতে আর পারে না, এ কথা কি বলা যায়, তবু ইঙ্গিত দিল। অনন্য বলল—বাবার তো অনেক দিন স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে, ওরকম একটু বিকার তো হতেই পারে, ক্ষমা করে দাও। জা নেই, ভাসুর তাকে ডাকলেন ঘরটা নাকি বড্ড অপরিষ্কার হয়েছে, তিনি ম্যানেজ করতে পারছেন না, দিব্যা এসে জামাকাপড় পাট করছে, কোনগুলো লন্ড্রিতে যাবে জড়ো করছে, তারপর বিছানাটা ঝাড়তে যেতেই সে ভদ্রলোক এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, ছাড়াতে আর পারে না

BanglaBook.org

সে। অবশেষে আঁচড়ে কামড়ে দিল লোকটাকে, তারপর নিজের ঘরে এসে খিল তুলে দিল। ততদিনে সে বুঝে গেছে অনন্যর অক্ষমতা। অনন্য বলল—আমি বাঙ্গালোর যাচ্ছি, বছরখানেক রাখবে ওখানে।

—আমিও যাব।

—তুমি? এখানকার সংসার চলবে কী করে?

—আমি কি দাসী নাকি?

—দাসী না হও, গিন্নি তো বটে!

—ও সব জানি না, আমি যাব।

—গিয়ে কী লাভ? অনন্য বলেছিল, তুমি তো সবই বুঝতে পারছ। চলে গেল। এবার উপদ্রব শুরু করল তার ছোট ভাই। অনন্যকে ফোন করতে সে বলল—তুমি যা আমার কাছ থেকে পেলে না তা ওর থেকে নাও না দিব্যা আমি কিছু মনে করব না। যদি ওর কাছ থেকে একটা বাচ্চা পাও, তোমার-আমার দু'জনের জীবনই একটা অর্থ পাবে।

এই অসহনীয় অবস্থা আর সে সইতে পারেনি। পালিয়ে এসেছিল, আবার তার পুরানো চাকরিতে ফিরে গিয়েছিল। অনন্য সেখানে এসে তাকে অনুরোধ করে ডিভোর্স না চাইতে, তার চাকরিক্ষেত্রে নাকি অসুবিধে হবে। দু'বছর পরে অনন্যই ইনকমপ্যাটিবিলিটি দেখিয়ে ছাড়ল তাকে। দিব্যা এক হিসেবে দাগী হয়ে গেল। সে মানিয়ে স্বামীর ঘর করতে পারেনি। সে শ্বশুর ভাসুর দেওর জা এদের সঙ্গে মানাতে পারেনি।

কে ছিল আর তার তখন? দীনেন্দ্র স্ট্রিটের বাড়িও তখন ভাগ হতে শুরু করেছে। বাবা-মা নাকি তাঁদের স্বত্ব ত্যাগ করে গিয়েছিলেন। একেবারে দলিল করে। তবে তাঁদের টাকাকড়ি দিব্যার ঘটাপটার বিয়ের পরও কিছু ছিল। যা ছিল না, তা হল আশ্রয়। সেই থেকে সে প্রথমে হস্টেল সুপার, পরে ওয়ার্কিং গার্লস হস্টেলে কাটিয়েছে।

BanglaBook.org

কী লিখেছে আবির?

'এহ্ কাঁচা, এতদিন পরে জানলাম আমাকে একেবারে কাঁচা ভাবা

হচ্ছে। এহে তবে নতুন করে ট্রেনিং নিতে হবে? ল্যাবে যেতে হবে? সেই কোনকালে ট্রেনিং নিয়েছিলাম লালবাহাদুর শাস্ত্রী ইনস্টিটিট্যুটে। বেশ ছিল দিনগুলো। তখনও জানতাম আমার অনেক কিছু করার আছে। আমি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার জন্যই জন্মেছি। ফরেন ল্যাংগুয়েজ শিখতে হয়, ফ্রেঞ্চটা আমার কাজে লেগে গেল। যেখানেই যাই সাহিত্য থাকে সঙ্গে। করব, ভালো কিছু করব। আমার টেম্পারামেন্ট এক্কেবারে উপযুক্ত এই কাজের। হায়দ্রাবাদেও ট্রেনিং নিতে হল। একটা মিনিস্ট্রি অব এক্সটারন্যাল অ্যাফেয়ার্স, আরেকটা হোম। ভালো লেগেছিল ট্রেনিংগুলো। এখন—'বিশ্বসন্ত্রাসনিবারণী সমিতি'। কেমন নামটা। ভালো নয়? ওদের সঙ্গে কাজ করছি। বোমা করা শিখলাম। নিবারণ করার জন্যে। এই সমস্ত কেমিক্যাল-এর সুদূরপ্রসারী ক্ষমতা, তাদের অতি-সহজ প্রাপ্যতা এ সব জেনে ক্রমশই যেন ঘাবড়ে যাচ্ছি। আবার ল্যাংগুয়েজ ট্রেনিং, এবার তেলুগু। বলতে অসুবিধে হচ্ছে, তবে বুঝতে পারছি। অবশ্য আমি নিতান্তই কাঁচা, সবাই সুতরাং মাফ করে দিচ্ছে আমায়, এবং সে কথা আমার মা-বাবাও জানেন না। এই সমস্ত আত্মজ্ঞান কাউকে জানাবার নয়। তাতে ক্ষতি হতে পারে। অনিল অরুণার সঙ্গে আমার ক্রমশই একটা আড়াল হয়ে যাচ্ছে। বেচারি। ওঁদের মতো নির্বিরোধী ভালোমানুষের ছেলে হয়ে যেখানে পৌঁছে গেছি আমি, ভাবলে অবাক হতে হয়। আমি যেহেতু চিরকালই চাপা, ওঁরা অতটা খেয়াল করছেন না। ভাবছেন, টুকুস যেখানেই থাক সেইরকমই আছে।'

আরেক জায়গায় লিখেছে--'তেল আভিভ-এর শহরতলিতে ডক্টর বোয়জের সঙ্গে দেখা হল। বেশি সময় দেননি। কিন্তু ওইটুকুর মধ্যেই বুঝিয়ে দিলেন গেরিলা সম্পর্কে আমার ধারণার সঙ্গে উনি একমত হতে পারছেন না। আর একমত হতে না পারলে আর কোনও কথা নেই। উই নিড আ নেটোয়র্ক টু বিট দেয়ার নেট ওয়ার্ক। ওই এক কথা। প্যালেস্টাইনের পক্ষে কোনও কথা উনি শুনবেনই না।

'ভিন্ন স্টেট তো ছেড়েই দিচ্ছি, নিজের দেশেই মানুষ যখন নিরাপত্তার সুতীব্র অভাব বোধ করে তখনই তারা বাগী হয়ে যায়। বাগী ছাড়া কী?

BanglaBook.org

আমার পায়ের তলায় মাটি নেই, যে কোনও মুহূর্তে আমার সংসার ভেসে যেতে পারে, স্টেটের খেয়ালে। উন্নয়ন? সেটাও একটা ভয়ংকর শব্দ। উন্নয়নের কোপ পড়ে দুর্বল অসহায় নিঃস্ব মানুষের ওপর। নদী বাঁধ, সড়ক কারখানা,...। এই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে আইএসিএসপির সঙ্গে, নিউইয়র্কের সারভিল্যান্স গ্রুপের সঙ্গে। ওদের কাছ থেকে একটা ক্র্যাশ কোর্স নিচ্ছি। স্ট্যানব্রুক ছেলেটা বোঝে। সমাজের মূল সমস্যাটাতে হাত না দিয়ে ওপর ওপর কতকগুলো প্রিভেনটিভ মেজার নিলে কিছু হয় না ও স্বীকার করে। তবে ওর ধারণা আমি আমার গণ্ডি ছাড়িয়ে তত্ত্বের দিকে চলে যাচ্ছি। আমি ওর সঙ্গে একমত হতে পারি না এই জায়গায়। এ যদি তত্ত্ব হয় হোক না, তার প্রয়োগ করব আমরা। ফলিত দর্শন এটা। যতই গভীরে প্রবেশ করছি, সমস্যা মনে হচ্ছে সমাধানের অতীত। ওদের থেকে আমাদের সমস্যার প্রকৃতি আলাদা। তবুও। আর সকলেই সেই সীমাবদ্ধ সময়ের কথা মনে রেখে কাজ করে। আমি যতদিন আছি ততদিন এইভাবে চলুক। এটা ঠিক ভাবনা নয়।'

আবির কি কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এখানে এসেছিল? হঠাৎ সে এই কাঁকড়াঝোড় বাছতে গেল কেন? তাকে বলে এসেছিল, কাজ আছে। কদিন একদম ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাটাও দিব্যা, আমি তোমার খবরদারি করব না। বলছিল আর সেই মৃদু হাসিটা হাসছিল, কিছু না বলেও যেটা অনেক কথা বলে। আবির তুমি কি জানো না তোমার খবরদারি যেটাকে বলছ সেটা একেবারেই খবরদারি নয়, সেটা সাহচর্য, সেটার অভাবে আমি এই ক'দিনেই শুকিয়ে উঠেছি!—কোথায় যাচ্ছ আবির?

—সিক্রেট—ও হাসছিল তখনও।

সে অভিমান করাতে মাথার চুলগুলো ঘেঁটে দিয়ে বলেছিল— আমার একটা খুব বাজে চাকরি আছে দিব্যা, তার শর্তগুলো আমাকে মানতে হয়।

তার কিন্তু মনে হয়েছিল চাকরিটা মোটেই বাজে নয়। আবিরের খুব মনোমত চাকরি। আর তার জন্যে ও প্রাণপণ করে, খাটে।

BanglaBook.org

এই তো, এখানে তার কথা লিখেছে।

'দিব্যা...দিব্যা...একটু সরল আর মরিয়া, কিন্তু চমৎকার মেয়ে। কোথাও তার কোনও ত্রুটি নেই। ত্রুটি মানুষের থাকতেই পারে, সে কথা হচ্ছে না। আমরা কেউ ত্রুটিহীন নয়। ত্রুটি নিয়েই আমরা ভালোবাসার যোগ্য, জীবনের যোগ্য। কিন্তু এই মেয়েটা আশ্চর্য! কী মায়া ওর? শি ইজ লাভলি, অ্যান্ড মেড ফর লাভ।

অথচ এই একটি জিনিসই ওর কপালে জুটল না। ও সাহসী, পরিশ্রমী, কনসিডারেট, ভীষণ সুন্দর হাসিঅলা একটা মেয়ে, বুদ্ধিমতী অথচ সরল, এই অদ্ভুত কম্বিনেশন দেখা যায় না। আমি তো এই প্রথম দেখলাম। দিব্যা এখনও কিন্তু খুব দেরি হয়ে যায়নি। আমি তোমাকে এমন কিছু দেব যাতে তোমার সারা জীবনের না-পাওয়ার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়।'

দিব্যার চোখ দিয়ে জলের ধারা নামল। সে তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল।

দ্বিতীয় বিয়ে তাকে ইউএস-এতে নিয়ে গেল। এবারে আর কেউ নেই এই বিয়ের ব্যাপারে, সবটাই তার নিজের নির্বাচন। কাউকে দোষ দিতে পারবে না। তবে এটা ঠিক যে নির্বাচনটা ছিল বরং ও তরফে। তার বন্ধুর বরের বন্ধু, সে-ও ডিভোর্সি। অভিলাষ। তার সঙ্গে অনেক কথা বলেছে দিব্যা। কেন সে বিয়ে করতে চাইছে। চট করে কাউকে ভালোবেসে ফেলা কি সম্ভব? সে অন্তত বিশ্বাস করে না বা পারে না। কীভাবে তাকে নিজের নিঃসঙ্গতার কথা বলে বলে তার মায়া জাগিয়ে, কতরকম প্রতিজ্ঞা করে যে নিয়ে গেল? গিয়ে দেখল অভিলাষ যেটা করে সেটা একটা ব্যবসা। তাকে বলে নিয়ে গিয়েছিল তার চাকরিটা হসপিট্যালিটি ইন্ডাস্ট্রির। দেখা গেল ইন্ডাস্ট্রি বলতে সে একা, সঙ্গে ছিল তার ভূতপূর্ব স্ত্রী পার্টনার, একটি মেক্সিক্যান মেয়ে, নাম মার্থা। তার সঙ্গে ডিভোর্সের দরুন আমেরিকার নিয়ম অনুযায়ী সব অ্যাসেট হাফ করা হয়েছে, ফলে অভিলাষ প্রায় দরিদ্র। সে চায় দিব্যা তার সঙ্গে কাজ করুক। আবার নাকি তাদের সুদিন ফিরবে। সুদিন ফেরানোর জন্য সে

BanglaBook.org

দিব্যাকে একাধারে এজেন্ট এবং গাইড করে দিল। বেশ কাজটা করছিল দিব্যা। কিন্তু কী অদ্ভুত! ক্রমেই ক্লায়েন্টরা তার সঙ্গ চাইতে লাগল এবং অভিলাষ বলতে লাগলো—ঠিক আছে, অসুবিধে কী? দিব্যা দেখল সে আবার এক রকম করে ফিরে যেতে চলেছে তার প্রথম বিবাহের অভিজ্ঞতায়। এইবার সে একটা ভুল করল। আইনের আশ্রয় না নিয়ে সে একদিন ভয়ংকর একটা অবস্থায় পড়ে পালিয়ে গেল। যখন ফিরল দেখল অভিলাষ স্বয়ং এবার পালিয়েছে। একটা পয়সা নেই, অ্যাপার্টমেন্টটা যেহেতু তার নামে রেন্ট করা ছিল, এসে থাকতে পেল। বড় অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ভাগে ভাড়া করা, অ্যাপার্টমেন্ট, আবির যখন তাকে উদ্ধার করে তখন তার কোনও চেতনাই ছিল না সে কে, কী তার কাজ, কেন সে এখানে। তখনই বুঝেছিল এমব্যাসিতে চাকরি করার কী মহিমা। কীভাবে যে অভিলাষকে মেক্সিকোতে খুঁজে বার করল, ডিভোর্স বার করল, কলকাতায় নিয়ে এল, দিনের পর দিন চিকিৎসা করিয়ে তাকে সারিয়ে তুলল, সে এক গল্পকথা! —ম্যাডাম! ম্যাডাম! দরজায় ঘা পড়ছে। সে খুলে দেখল রঙ্গরাজ দাঁড়িয়ে। বিকেল চারটে বাজে। ওরা পরদিন ভোরবেলা যাবে ঠিক করেছে। একেবারে দিব্যাকে নিয়েই বেরোবে। বাঁকুড়া হয়ে কী একটা অন্য রুটে যাবে। বাঁকুড়া শহর থেকে তাকে ট্রেনে তুলে দেবে। এইরকমই প্ল্যান হয়েছে।

রজনীশ খুব ব্যস্ত, হেলিকপটার পেতে পারে তারা। এখনও ফাইনাল কথা হয়নি। কিন্তু পুরো জঙ্গলমহল খুব অশান্ত।—ডায়েরিটা পড়ে শেষ করলেন? কুছ মিলা?—সে জিজ্ঞেস করল।

দিব্যা জিজ্ঞেস করল—আইএসিএসপি কী বলতে পারেন?

রজনীশ বলল—একটু সময় দিন ম্যাডাম, বলে দিচ্ছি। একটু পরে ঘুরে এসে বলল-ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড সিকিউরিটি প্রফেশন্যালস। কিঁউ?

—ডায়েরিতে পেলাম। ওদের সঙ্গে ওর যোগাযোগ ছিল।

ভুরু কুঁচকে গেল রজনীশের, বলল—আর কুছ? সিগনিফিক্যান্ট?

—নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কাছে ও ট্রেনিং নিয়েছে। ক্র্যাশ

BanglaBook.org

কোর্স। আর নিজেকে খালি কাঁচা কাঁচা বলছে, বলছে কেউ জানে না, ও কাঁচা, ওকে নতুন করে সব শিখতে হবে...

ভাবতে লাগল। খুব ভাবনায় পড়ে গেল রজনীশ। কুছু মেসেজ খুঁজে পেলেন?

—নাহ্, সেরকম কিছু তো...

সে বলল না—সারাটা ডায়েরি আবির খালি ভেবেছে, কিছুটা দর্শন, বাকিটা কী? কবিতা বলা যায় এক ধরনের। সে কাজের আবিরকে চেনে, এই ভাবুক দার্শনিক আবিরের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না। কেমন একটা অভিমান হল তার। কেন? কেন আবির তার কাছে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে? সে কি এতই অভাজন? সরল, তাকে সবাই বলে সরল। সরল মানে কী? সরল মানে বোকা, ইডিয়ট। তাই, তাইই সে যতটুকু বুঝবে ততটুকুই লোকে বলে তাকে, বারবার সবাই ঠকায়, তাকে দেখলেই বোধহয় বুঝে যায় এই মেয়েটা একের নম্বরের বুদ্ধু। তাই অনন্য, অভিলাষরা তাকে ঠকায়, আর তাই আবিররা তাকে ছেলেভুলনো ভুলিয়ে রাখে, গুরুত্বপূর্ণ কিছুই তাকে বলে না। বলার যোগ্য বলে মনে করে না।

রজনীশ বলল—আমার জন্য একটা মেসেজ রেখে গেছে সেটা ডিকোড করতে পেরেছেন?

—কই না তো! আসলে আমি বোধহয় খুব বোকা মিঃ চৌবে, সে ঘাড় বেঁকিয়ে এমন অসহায় তাকাল যে রজনীশের বুকটা কেমন মুচড়ে উঠল। মনে হল...কী মনে হল সে নিজের কাছে উচ্চারণ করতেই লজ্জা পেল। বলল—আরে এ সব ট্রেনিং-এর ব্যাপার। আপনার বুঝার কথাই না। দেখুন বাংলা লিখছে লিখছে, অচানক এক এক অংরেজি ওয়র্ড। দেখুন, জরুর পারবেন, পেরে যাবেন। দিব্যা তখন আবার সেই ডায়েরি নিয়ে বসল এবং একটু পরেই এসে মেসেজটা নির্ভুল বলে দিল। দারুণ উত্তেজিত। এ স্পিকিং টু আর। মানে আবির স্পিকিং টু রজনীশ। য়ু আর বিয়িং স্পায়েৰ্ড আপন। ডেফিনিট। দেয়ার মাস্ট বি আ ক্যাম্প নিয়ারবাই। টেম্প শিয়োর। ক্যান মুভ আউট এনি টাইম। আবির ডাজ নয় ওয়ন্ট দ্য কনভেনশন্যাল

BanglaBook.org

আপ্রোচ।—রজনীশ, উৎসাহের চোটে দিব্যা মি. চৌবে বলতে ভুলে গেছে, কনভেনশনাল আপ্রোচ ও চায় না। কী বলতে চেয়েছে? কনভেনশনাল? আপনারা ঠিক কী করেন এরকম খবর পেলে?

রজনীশ গভীর চোখে তার দিকে চেয়ে বলল—আমরা ওদের রাউন্ড আপ করি, ধরে আচ্ছা সে পিটাই দিই। আর কী?

—তো ও অন্য কিছু চাইছে, আপনারা সেটা করবেন না?

—ওকে তো বলতে দিতে হবে সেটা। তার আগেই বদমাশলোগ যদি ওকে তুলে নিয়ে যায়, তো আমরা কী করতে পারি? আচ্ছা সে পিটাইই দিব, আর কী?

দিব্যা আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। দরজাটা আধ-ভেজানো, সে আবার ডায়েরি নিয়ে বসেছে। রঙ্গরাজ চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকায় স্যারের দিকে।

রজনীশ বলে—শি থিংকস শি'ল গেট মোর সাচ মেস্যেজেজ। শি ইজ আ গুড সোল। সো সিম্পল, গ্রেসফুল, সো গার্লিশ! ইয়েট আ উওম্যান।

রঙ্গরাজ গোঁফের কোণা পাকাতে পাকাতে স্যারকে দ্যাখে—এক বাত বলুঁ স্যার?

—বোলো

—আপনে পারমিশন দিয়া, ইয়ে ভুলিয়ে মৎ।

—ওহ্ ইটস অলরাইট। আউট উইথ ইট ম্যান।

—আপ স্মিটন তো হুয়া হি, য়ু হ্যাভ ফলোম ফর হার সার।

রজনীশ বলল—বাস করো রেড্ডি। ম্যায় শাদিসুদা হুঁ বাট অব কোর্স আই ক্যান স্টিল অ্যাপ্রিশিয়েট বিউটি, গুডনেস অ্যান্ড গ্রেস হোয়েন আই সি দেম। গলতি হুয়া, ক্যা?

—নহি স্যার, নেভার। রঙ্গরাজ চোখ মটকাল। রজনীশ নিজের মধ্যে ডুবে ছিল, দেখতে পেল না। সে যতবার নিজেকে শাদিসুদা বলে উল্লেখ করে শব্দটা যেন তাকে ভ্যাঙায়, তার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় লালী তার স্ত্রী বেবি ডল পরে বিছানায় এসে উঠছে, তার মুখে কোনও কোমলতা

BanglaBook.org

নেই তার জন্যে, আছে শুধু নাঙ্গা কাম, এতটাই নাঙ্গা যে তার কেমন গা ঘিনঘিন করে। তার আরও মনে পড়ে যায় তার বাপুজি আর মায়ের মলিন মুখ, উবু হয়ে ঘষটে ঘষটে সামনে এগিয়ে আসার ভঙ্গিটা মায়ের, তার গরিব বোনের উদ্‌ভাসিত মুখ ভাইয়ের কাছ থেকে সোনার হার উপহার পেয়ে, যেন ওইটুকুর জন্যে সে ভাইয়ের কিনা হয়ে থাকতে পারে। বুক মোচড়ায়, বুক এখনও মোচড়ায়। এতগুলো মাওবাদী ধরে বা মেরেও, এত নামধাম খ্যাতি অর্জন করার পরও এই বুকমোচড়ানোটা তার যায় না। আর মনে পড়ে একটা বাচ্চা মুখ—রামলালা। সাত বছর বয়স। কী দোষ করেছিল সে যে তাকে একটা অমনি বাপু আর অমনি মা পেতে হবে? দাদা দাদি থাকবে না কোনও?

কিন্তু দিব্যা সত্যিই মেসেজ খুঁজছিল। আঁতিপাঁতি করে। তার মন বলছিল অসংলগ্ন লেখা যেন সে ডায়েরিতে দেখেছে। তখন মনে হয়েছে খসড়া করতে গিয়ে যেমন আমরা অনেক সময়ে ভুল করি আবার সেটাকে কেটেকুটে ঠিক করি তেমন কিছুই। সে-ই উলটোপালটা এড়িয়ে আসল অর্থপূর্ণ কথাগুলো গেঁথে নিয়েছিল। এখন সে ডায়েরি খুলে ভুলগুলোকেই খুঁজতে লাগল। ইংরেজিতে বিবর্তনবাদ সম্পর্কে অনেক কথা লিখে গেছে আবির। তার মাঝে মাঝে এক-একটা বাংলা শব্দ।

বোঝাও ওদের বোঝাও, তুমি বলেছিলে,
তুমি বলেছিলে
ছায়াপথে যদি আরেকটি গ্রহ আহা শূন্যের আঁতুড়ে...

বুঝিয়েছি প্রভু,
ফেনা উঠে প'ড়ে অন্ধ দু'চোখ
ভারবাহী ঘোড়া ঘাড় গুঁজে দ্যাখো মরছে
থামাও চাবুক, দিব্য ভুবন গড়তে পারেনি
ইনস্টলেশন কাঁপছে।...

BanglaBook.org

## ১৮. ফেরো মন

মাঝরাত্তিরে আপাদমস্তক কালো পোশাক, পিঠে ব্যাকপ্যাক, দিব্যা পাহারাদারদের চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ভোরবেলা যাত্রার সময়ে আবিষ্কৃত হল ব্যাপারটা। মাথায় হাত দিয়ে বসল দু জনে। এখন আর কিচ্ছু করবার উপায় নেই। মেয়েটার কোনও ফটো পর্যন্ত নেই কাছে। সামান্য একটু তর্ক হল দুজনের মধ্যে। রঙ্গরাজ বলল—ওকে যে আমরা ট্রেনে তুলে দেব সে কথাটা না জানালেই হত। রজনীশ বলল—সে ভাবেনি দিব্যা এতটা ডেসপারেট। পালিয়েছে নিশ্চয় রাত্তিরে। কোনও ভয়ডর নেই। এতটা সে ভাবতে পারেনি। গম্ভীর মুখ দু'জনে জিপে গিয়ে বসল। গড়াইকে বনাঞ্চল ঢুঁড়তে বলা ছাড়া আর কীই বা এতটুকু সময়ের মধ্যে করা যেতে পারে? রঙ্গরাজ একটা স্কেচ করেছিল দিব্যার। মন থেকে। একবার ভাবল গড়াইকে সেটা দিয়ে যাবে। তারপর কী মনে করে সেটা তার শার্টের ভেতর পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। এই আদিবাসী অঞ্চলে দিব্যাকে চিনতে খুব একটা অসুবিধে হবার কথা নয়। তারা তো ডেসক্রিপশন দিয়ে এসেছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেনডেন্ট অব পুলিশ অন্ধ্র কেডার এই ভয়ানক সময়ে বসে বসে একটি মেয়ের ছবি এঁকেছে এটা লোককে জানতে না দেওয়াই ভালো।

BanglaBook.org

রজনীশ খালি ভাবছে—সে এত নাম কিনেছে। কিন্তু একটি মেয়ে রোগা পাতলা, তার ওপর আদ্যন্ত সরল, কিন্তু সে মেয়ে তার ওপর ভরসা রাখতে পারল না। তার বুকের মধ্যেটা কেমন হাহা করছে।

হঠাৎ রজনীশ চাপা গর্জন করে উঠল—কাচ্চা! কাচ্চা! দ্যাট মীনস 'র'। সে রঙ্গরাজের উরুর ওপর এক বিরাট থাপ্পড় মারলো। ডু য়ু সি রঙ্গবাজ, হি ওয়াজ পার্ট অব 'র'। নাউ আই সি মেথড ইন হিজ ম্যাডনেস। আবির উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছিল। হি ওয়ান্টেড টু বি অ্যাবডাক্টেড। জিপ দুটো তিনটে গর্তে পড়ে লাফিয়ে উঠল। তারপর মরিয়ার মতো উড়ে চললো।

বনের মধ্যে সে যতটা সম্ভব এগিয়ে যাচ্ছে। শুধু তারার আলোয় পথ চলা। টর্চ জ্বালাবার উপায় নেই। এই সব ট্যুর সে আমেরিকায় অভিলাষের হয়ে কত ব্যবস্থা করেছে। ট্যুরগাইড হিসেবে সারাক্ষণ সঙ্গে থেকেছে। তবে সেখানে মাওবাদীও ছিল না। পুলিশও ছিল না। নেহাতই শখের ট্যুর। শেয়াল, হরিণ, রাকুন বা স্কাংক ছাড়া আর কোনও বন্য জন্তু সেখানকার জঙ্গলে নেই, নেই এমন জটপাকানো ঝোপঝাড়। সে ঠোক্কর খাচ্ছে, পড়ে যেতে যেতে বেঁচে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে বসে জিরিয়েও নিচ্ছে। সঙ্গে একটা কম্পাস আছে। তার ক্ষীণ ধারণা তাকে পশ্চিম ঘেঁষে যেতে হবে। একই জায়গায় যাতে ঘুরপাক না খায়, তাই কম্পাস সত্ত্বেও সে খড়ির দাগ দিয়ে চলেছে গাছের কাণ্ডে। খরগোস বা কাঠবিড়ালি জাতীয় ছোট জানোয়ার ক্রমাগত পালিয়ে যাচ্ছে তার কাছ থেকে। প্রত্যেকবার এমন হচ্ছে আর তার বুক ঢিপ ঢিপ করছে। সে কেন পালিয়ে এল? সত্যিই কি তার ধারণা একটা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অভিজ্ঞ পুলিশ বা মিলিটারি ফোর্সের চেয়ে সে তার ট্যুর অপারেটর ও গাইডের অভিজ্ঞতা দিয়ে বেশি কিছু করতে পারবে? সে এসেছিল একটা অসম্ভব আশা নিয়ে যে এই রজনীশ চৌবে, আবিরের বন্ধু তাদের অভিযানে তাকে সঙ্গে নেবে। নেয় কখনও? আশাটা অসম্ভবই! তার মাথার মধ্যে আসলে ঘুরপাক খাচ্ছে কয়েকটা কথা। 'গোরাসা, এই

BanglaBook.org

দেখছেন পান চিবাতে চিবাতে যাচ্ছে, ট্যাকে ওদের পিকিউলিয়ার পাউচ...যেন বাজারে গোলদার দুকান দিয়েছে! অনেক ভাষা জানে কিন্তু ওড়িয়া টান এড়াতে পারে না...বহোৎ খতরনাক।'

এই খতরনাক লোকটাই নিরাপদে তার সাইকেলে ডাবলক্যারি করে তাকে পৌঁছে দিয়েছিল রজনীশের বনবাংলোয়। সে নাকি আশেপাশেই আছে। এবং তাকে অনুসরণ করলেই হয়তো সোজা আবিরের কাছে পৌঁছে যাওয়া যাবে। রজনীশের মতো পোড় খাওয়া আইপিএস-এর এই মত। সুতরাং এই সহজ পথটাই সে নিয়েছে। রজনীশরা ওর শত্রুপক্ষ। মুখোমুখি হলে সংঘাত নিশ্চিত। কিন্তু সে তো আউটসাইডার। তাকে তো যত্ন করেই পৌঁছে দিয়েছিল লোকটা। এমনকী যখন ঝাঁকি লাগছিল এবড়ো-খেবড়ো পথে বারবার বলেছিল—কষ্ট হচ্ছে, না দিদি? আপনি সমুদ্রে চান করেছেন তো? গর্ত কিংবা উঁচা জায়গা দেখলেই বডিটা সাইকিল থেকে তালে তালে তুলুন আর ফেলুন। উই দেখা যাচ্ছে আপনার বাংলো, কার নিকট আসা দিদিমণির? সে বেশি কথা ভাঙেনি। শুধু বলেছিল—আপনাদের এ সব জায়গা তো এখন ডেঞ্জারাস দাদা। আমার এক খুব প্রিয়জন সম্প্রতি এখান থেকে হারিয়ে গেছেন, তাঁর খোঁজ করতে এসেছি। পান চিবোতে চিবোতে সে বলেছিল—কে? পেপারে দিয়েছে?

—হ্যাঁ

—আমে তো টটকা পেপার পাঁউনু, বলেন যদি আমটা...

—আবির রাহা, তখন সে বলেছিল।

এ কি বুনো হাঁসের পেছনে দৌড়নো নয়? কে তাকে বলেছে জনার্দন পণ্ডাকে চাইলেই পাওয়া যাবে? বিশেষ করে যখন চতুর্দিকে তল্লাশি হচ্ছে, কাছাকাছি মিলিটারি কনভয়ের ওপর হামলা হয়েছে! একটা জিপ জ্বলে গেছে, সঙ্গে-পাঁচ-সাতজন জওয়ান! মাইনের ভয়ে পুলিশকে তার অভিযান পেছিয়ে দিতে হয়েছে!

কিন্তু সবটাই একজন নেতাজাতীয় লোকের উপস্থিতির দিকেও আঙুল দেখাচ্ছে না কি? আর—আর ওই জনার্দন বলেছিল খুব

BanglaBook.org

হেলাফেলার সঙ্গে—খুঁজেন, খুঁজেন, তেমন করে খুঁজিলে মহাপ্রভু জগন্নাথঅ মিলিব। খুঁজিতে তো দোষঅ নাই! ভক্তমাত্রই খুঁজে।

কুয়াশা খুব। একটু ভালো করে সকাল হতে সামনের পথ আরও ভালো করে দেখতে পায় সে। বিশাল বিশাল গাছ, কী লম্বা? সে কি সত্যিই ক্যালিফর্নিয়া কোস্টের সেই সেকুইয়া অরণ্যে এসে পৌঁছোল? তিনশো মিটার পর্যন্ত উঁচু গাছ সব। ট্যানিন ডিপোজিটের জন্য কাণ্ডের রং লাল, আর তাই রেড উড। একেকটা গাছ জিসাস ক্রাইস্টের সমবয়সি। বন্যা খালি তাদের জন্য নতুন নতুন পলি নিয়ে আসে, দাবানল তাদের আশেপাশে ছোটখাট গাছপালা ঝোপঝাড় পুড়িয়ে দিয়ে যায়, মাটির সমস্ত পুষ্টি শুধু তাদেরই জন্যে জমা রেখে। ফাঁকা জায়গায় যেখানে তুলনা করবার কিছু নেই সেখানে দৈর্ঘ নিয়ে বিভ্রম হতেই পারে। তার ভাবতে ভালো লাগল সে রেড উড অরণ্যে একা। এবং একটা গাছের কাণ্ডে ঠেস দিয়ে তার বোতল থেকে জল খেতে লাগল। খিদে পেয়েছে প্রচণ্ড, তার কাছে চকোলেট আছে যথেষ্ট, আরেকটু পরে খাবে, র‍্যাশন করে খেতে হবে।

জনাতিনেক আদিবাসী আসছে এদিকে, হাতে থলি, দড়ি, ছোট কুড়ুল। সে সতর্ক হয়ে বসে।

তাকে দেখে একেবারে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে যায় দলটা।

—কে? কে বটে তু? একজন জিগগেস করে।

—আমি একজন কলকাতার মেয়ে, সে বলে, জনার্দন দাদাকে খুঁজছি, এমন করে বলে যেন ধ্রুব বলছে সে মধুসূদনদাদাকে খুঁজছে।

—উনি বলেছিলেন আমাকে সাহায্য করবেন।

জনার্দন শুনেই ওরা চমকেছিল। নিজেদের মধ্যে দুর্বোধ্য ভাষা ও সুরে কথা বলতে বলতে চলে গেল। মাঝেমাঝেই পেছন ফিরে চাইছে।

একটু পরে চকলেট আর জল খেয়ে সে আবার চলতে শুরু করল। যেতে যেতে গান শুরু করল—

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।' জঙ্গল ক্রমেই আরও ঘন হচ্ছে, তার গান গিলে নিচ্ছে গাছগুলো। সব তো শাল

BanglaBook.org

নয়। ঝুপসি ঝুপসি গাছ কত! সে তাদের নাম জানে না। কিন্তু তাদের জটলা ভয়াবহ। যদি দিন থাকতে থাকতে জঙ্গল পার হতে না পারে রাতে কী করবে? সে আর ভাবতে পারছে না। 'যদি আলো না জ্বলে...তবে বজ্রানলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে...' তার পরে কখন ক্লান্তিতে আর চোখ মেলে থাকতে পারেনি, হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও বুজে এসেছে চোখের পাতা। ঘুমের ঘোরে সে স্বপ্ন দেখল—একটি পেটা চেহারার গম্ভীর কিন্তু সৎ, সহানুভূতিশীল মুখশ্রীর একটি যুবক তার সামনে এসে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, সে কিছুতেই হাতটা ধরতে পারছে না, যুবকটির কী ধৈর্য! সে হাত বাড়িয়েই আছে। সরে যাচ্ছে, না, একভাবে গাছের মতো দাঁড়িয়ে আছে। সে আশা হারিয়ে ফেলছে, বলতে চাইছে চলে যাও, আমি পারব না পারব না, কিন্তু সে খালি মাথার ভঙ্গি দিয়ে ইশারা করে যাচ্ছে—এসো এসো চেষ্টা করো।

—এ দিদিমণি, এহে, শুই পড়লানি?

সে জেগে উঠল, এখনও সে স্বপ্নের ঘোরে আছে। কিছুতেই কেন উঠতে পারছে না, বাড়ানো হাত ধরতে পারছে না? সে বুঝতে পারল তার পা দুটো আসলে ভীষণ ভারী হয়ে গেছে তাই।

সামনে জনার্দন পণ্ডা। ফরসা মতো, পান চিবোচ্ছে। ট্যাকে বাঁধা একটা বটুয়া। হাসি আর না-হাসির মাঝামাঝি একটা মুখভাব তার।

—মু কখনঅ কহিলি কি আপনকু সহায়তা করিবি? কহিলি?

সে চোখ তুলে বলল—আমি জানতাম আপনি আসবেন। আমি কাউকে কিচ্ছু বলিনি। বলবও না। প্লিজ আমাকে আবিরের কাছে নিয়ে যান।

—কামঅ টা কঠিনঅ আছে দিদি।

—ওকে ছেড়ে দিন না। ও খুব ভালো ছেলে। সকলকে বাঁচাবার জন্যে ওর কী আপ্রাণ চেষ্টা যদি জানতেন! একেবারে অসাধারণ, অন্যরকম, প্লিজ জনার্দনভাই। তার মুখের দিকে চেয়ে থাকল জনার্দন পণ্ডা, তারপর সে বলল—নিশীথকালে এই বনে থাকিলে কী বা হবে দিদিমণি। বহুৎ মুশকিলরে পকাইল। হাতঅটা ধরিকিরি আসেন্ধা।

BanglaBook.org

## ১৯. রনঝার পথ

শীত আরও ঘন হয়ে পড়েছে। মাঝখানে আগুন জ্বেলে গোল হয়ে বসেছে সবাই। সবাইকার গায়েই কুটকুটে কম্বল। মাথা মুখ ঢেকে সব আগুন পোয়াচ্ছে। ওই আগুনেই সেঁকা হচ্ছে খরগোসের মাংস। গুনতিতে সাত-আটজন হবে। কারও মুখে কথা নেই। কারুর মুখ সে দেখতেও পাচ্ছে না। এমনকী তার চেনা সুফল বা ইনাকেও চেনা যাচ্ছে না। কতকগুলো বেঢপ ভূতের মতো ঘন ছায়া শুধু। তবু আবিরের ভালো লাগছে। কিছু না হোক, মানুষগুলো হোক খুনি, হোক আইন-ভাঙা বনে জঙ্গলে পালিয়ে বেড়ানো সন্ত্রাসবাদী, মানুষ তো? না-ই বলল কথা। এই সান্নিধ্যই তাকে অনেক স্বস্তি দিচ্ছে। এতদিনের নির্জনবাস যেন একটা লোহার ওজনের মতো ভারী হয়ে চেপে বসেছিল। মানুষ সম্পর্কে হতাশ হয়েও মানুষকেই ভালোবাসা এ এক দুরারোগ্য রোগ। নির্জন তারা জ্বলা রাতে আকাশের নীলচে কানাতের তলায় বসে সে সম্পূর্ণ অচেনা এমনকী শত্রুভাবাপন্ন কতকগুলি মানুষের সঙ্গে শীত উদ্‌যাপন করছে। কী অদ্ভুত! মেক্সিকো শহরে দিব্যার পলাতক স্বামীকে খুঁজতে গিয়ে এক অচেনা রান্নাঘরে চওড়া মুখ আর চওড়া কবজির কুচকুচে কালো চুলঅলা এক দম্পতির সঙ্গে ইয়াম আর পর্ক পুড়িয়ে খাওয়ার কথা খুব মনে পড়ছে। আরও কত অদ্ভুত অদ্ভুত রাত এসেছে

BanglaBook.org

তার জীবনে। নিউইয়র্ক পুলিশের কাছে যখন ট্রেনিং নিচ্ছিল তাকে অ্যাকশনে নিয়ে যায় গ্যারি আর আঁতোয়ান বলে দু'জন। একটি দুর্ধর্ষ জুয়াচোর এবং খুনিকে ট্র্যাক করতে করতে অবাক হয়ে দেখল সে মেট্রো থেকে একটি বাঙালি মেয়েকে নিয়ে উঠে আসছে। কী করে নিঃসন্দেহে বাঙালি বলে চিনল, সেটাও একটা সহজাত বোধের ব্যাপার। তাকে অনুসরণ করে হার্লেমে একটার পর একটা অন্ধকার উচ্ছৃঙ্খল জয়েন্টে যাওয়া মেয়েটি যতক্ষণ না প্রায় পুরোই আউট হয়ে যায়, অবশেষে সেই কিলার হিলম্যান বলে লোকটাকে গ্যারি আর আঁতোয়ান এবং আরও পুলিশ ফোর্সের হাতে ছেড়ে দিয়ে দিব্যাকে নিয়ে তার অ্যাপার্টে ফিরে আসা, সারা রাত সেই আধা-পাগলিনির সঙ্গে জেগে কাটানো, পাছে পালিয়ে যায়, কী আত্মহত্যার চেষ্টা করে...সেটাও তো ছিল একটা অদ্ভুত রাত! এতদিন পরে কি তবে তার কাজের সুযোগ এলো? এই তো সে চেয়েছিল। যত দেরি হয় হোক, সে এদের সঙ্গ চায়।

সে দেখল একটা লোমশ কালো হাত চিমটে দিয়ে উলটোচ্ছে-পালটাচ্ছে মাংসটা। আগুনের লাল আলো পড়েছে তার মুখে, খুব গোঁফ-দাড়িতে ঢাকা, কিন্তু সে আর বেশি চেষ্টাও করল না। কী দরকার! হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠল। লোকটা তেলুগু ভাষায় কথা বলছে।

—ইস্টার্ন রিজিয়োন্যাল ব্যুরো কাজটা ঠিক করেনি। যখন আমাদের মধ্যে একজন বন্দি রয়েছে সে সময়ে মাইন দিয়ে জিপ ধ্বংস করে কাজটা আরও শক্ত করে দিল।

দ্বিতীয় একজন বলল—না হলে তো সিআরপিএফ নির্বিবাদে ঢুকে পড়ত! ওর তো একটা জিপ ওড়ানো লক্ষ্য ছিল না। পুরো ফোর্সটাই উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। হল না।

—অত সোজা! আমরা যেমন বুঝেসুঝে স্ট্র্যাটেজি তৈরি করছি, ওরাও তো তেমন করছে রে বাবা। ঘাসে মুখ দিয়ে কেউ চলে না।

দ্বিতীয় স্বর বলল—এ লোকটাকে এবার ছেড়ে দিলে হয় না?

—কোন দিকে ছাড়ব? তুই রিসক নিবি?

BanglaBook.org

—নিতে পারি। এখন তো মাথাটা প্রায় সেরে গেছে।

—যে কারণে রেখে দিচ্ছি কারণটা এখনও আছে। ওকে আটকে রাখলে কিছু সুবিধে পাওয়া যাবে। আর আমরা তো ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিনি। শুনে রাখ ও আমাদের মধ্যে একজনকে কবজা করে ফেলেছে।

—মানে? কী বলতে চাইছিস? কে?

—অত কৌতূহল ভালো না। চোখ খোলা রাখ নিজেই বুঝতে পারবি।

একজন দৌড়তে দৌড়তে এসে বলে গেল—ওয়্যারলেসে কিছু মেসেজ আসছে। বীরুজি!

লোকটি হাতের চিমটে ফেলে রেখে চলে গেল। একটা বনবেড়ালের মতো সাবধান, হিংস্র লাগল ওকে।

তার মানে লোকটা সন্দেহ করতে শুরু করেছে ইনাকে। কতটুকু শুনেছে? বা বুঝেছে? তার মুখ টান টান হয়ে যাচ্ছে চিন্তায়, সে বুঝতে পারল। এইবারে আর দেরি নয়। কিছু করতে হবে। চুপচাপ বসে থাকার দিন ফুরিয়ে গেছে। বীরু লোকটা আর ফিরল না। এদের মধ্যেই একজন শালপাতায় মুড়ে ওর খাবার নিয়ে চলে গেল। কে জানে কী মেসেজ এল। পুলিশ বা মিলিটারির গতিবিধির কোনও খবর যদি এরা উদ্ধার করে থাকে তবে তো মুশকিল! হঠাৎ মনে হল আবহাওয়াটা একটু জীবন্ত করা দরকার। সব যেন মরে রয়েছে। সে আস্তে আস্তে একটা গান ধরল, জানে ধমক খাবে, তবু ধরল—'সে আসে ধীরে, যায় নাকো ফিরে, সে আসে ধীরে...।' আশ্চর্য! কেউ কিন্তু ওকে ধমকালও না, চুপ করতেও বলল না। বরং যেন মনে হল খেতে খেতে সবাই উৎকর্ণ হয়ে শুনছে। একটু পরে মনে হল কেউ তালে তাল দিচ্ছে। তারপর অনেকেই তাল দিতে লাগল। তখন সে উৎসাহিত হয়ে আরও তালের গান ধরল। 'আমি মারের সাগর পাড়ি দেব গো, এই বিষম ঝড়ের বায়ে/আমার হাল ভাঙা এই নায়ে। আমি মারের সাগর পাড়ি দেব গো ও ও।'

BanglaBook.org

—একজন কম্বলের আড়াল থেকে বলল—গান ভালো বটে। হালভাঙা এই নায়ে...মুদের কথাই যেন বলছে, না কী? মার বুলে মার? মার খেইয়ে খেইয়ে শরীরে আর কিছু নাই।

এই গানটাই দিব্যা দূর থেকে শুনতে পেল। পুরোটা নয়, ছিঁড়ে ছিঁড়ে আসছে একটা দুটো শব্দ, খানিকটা সুর। এই ভয়াবহ বনের নির্জনতায়, পাশে একজন আধা-অপরিচিত অথচ এই মুহূর্তে তার সবচেয়ে বড় উপকারী বন্ধুকে নিয়ে চলতে চলতে চলতে দূর থেকে ভেসে আসা রবীন্দ্রনাথের গান এক পরিচিত প্রিয় কণ্ঠে...তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইছে। জনার্দন আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল—বাঁশুরি... কহিথিলি না?

সারাটা পথ সে এসেছে দিব্যাকে গল্প বলতে বলতে।

কাঁকড়াঝোড়ের জঙ্গল থেকে বেরোবার পর তাকে একটা স্থানীয় লোকেদের পাড়ায় নিয়ে গেল ও, কোন জায়গা তার কোনও ধারণাই নেই, সেখানে নিজের চেহারাটাকে পালটে নিল, বেরিয়ে এল শার্ট-প্যান্ট পরা জেন্টলম্যান, রং কালো, একমাথা চুল, দু'জনের কিছু খাবার জুটল সেখানে—চালভাজা আর কলমি শাক সেদ্ধ। সেখান থেকে সাইকেলে কিছুটা, তারপর পাওয়া গেল একটা জিপ। চালক একজন সাঁওতাল, সাঁওতালই হবে। যখন তাকে নির্দেশ দিচ্ছিল তখন শুনল সে নামটা বলছে সনা। জিপে বসে আরাম করে একটা পান খেলো, দিব্যাকে একটা অফার করল। সে পান খায় না শুনে বলল—পান এনার্জি দেয়, জলতেষ্টা মিটিয়ে দেয়, সাহস দেয়, ধৈর্য দেয়, কত যে গুণ পানের...শুনে অবাক মানতে হয়। পান নাকি অমৃতপত্র। অমৃতের কলসি নিয়ে যখন দেবদানবে কাড়াকাড়ি হচ্ছিল তখন এক ফোঁটা পড়ে যায় অসম বাংলার বর্ডারে। সেই থেকে পানের উৎপত্তি।

—কোথায় আছে গল্পটা? সে জিজ্ঞেস করে।

—তাম্বুলপুরাণঅ—পান ভর্তি মুখে উত্তর দিল।

তাম্বুলপুরাণ যদি শেষ হল তা তো শুরু হল আরও পুরাণ।

BanglaBook.org

—এই জগতে এক বাঁশুরিয়া আছে। এক বাঁশুরিয়া থেকে আরও বাঁশুরিয়া জন্মালো। শুনছু?

—শুনছি বলুন!

—এই বাঁশুরি যদি কারও জন্য বাজল তো সে আর ঘরে ফিরতে পারল না। বুঝলেন দিদিমণি?

—না। আপনি কি রাধাকৃষ্ণর কথা বলছেন?

—রাধাকৃষ্ণ কথা, রোমিয়ো-জুলিয়েট কথা, লায়লা-মজনু কথা, হির-রনঝা কথা? জানেন কথাগুলি? অ দিদিমণি?

—জানি। হির-রনঝাটা ভালো জানি না।

—সেইটাই অনুমানঅ করিলি। শুনুন।

—পঞ্জাবের প্রেম কথা। ওয়ারিস শা নাম শুনছু?

—না।

—লেখিথিলে। ওই কহানিটা লোকমুখে ছিল, উনি লিখলেন। পদ্য করে, গান করে। সে অনেক বড়। সিনেমা হয়েছে, দেখেন নাই? বম্বের সিনেমা!

—না দাদা। কখন আর দেখলাম।

—তবে শুনুন, এই জার্নি সময় নিব, শরীর নিব, কহানি শুনিলে তাজা রহি থিবে।

—রনঝা ছিল বাপের আদরকাড়া ছেলে। কামে মতি নাই। খালি বাঁশুরি বজায়। তো বাপ মরি গলা, অন্য যত ভাই সব রনঝাকে বলে—তু কোনও কাম করিস নাই। যাঃ, কিছু পাবি না। তো ঠিক আছে, উ কিছু পায় না, কিন্তু ভাইবউ উকে ভাত দিতেও চায় না। তখন রনঝা ঘর ছাড়ল। বড় বড় চুল, সুন্দর মোহন চেহারা, রনঝা দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে বাঁশুরি বজায়, ঝাং গ্রামে বড় কড়া জাঠদের গ্রামঅ থিলা। সেখানে ধনী লোকের ঘরের সুন্দরী হির। বাপ কী সুন্দরী দিদিমণি! আপেলের মতো চিবুক, তার চক্ষুত হরিণ বসত করে, কী বা তার রং, কী বা তার আঁখির ঠার, সেই হিরসুন্দরী রনঝাক দেখিলা। বাস হেই গিলা। বাপকে বলেকয়ে রনঝাক রাখালিয়া রাখিলা। রোজ হিরসুন্দরী

BanglaBook.org

বনের মধ্যে রনঝা বাঁশুরিয়ার জন্য খাবার নিয়ে যায়। প্রেম হয়, দুই জনে মত্ত, খেয়াল নাই কোনওদিকে, এক খুড়া ছিল সে নালিশ লগাই দিলা।

ঝাঁকুনি নেই আপাতত, ঢেউ খেলছে খানিক জিপে, দিব্যার প্রায় ঘুম এসে গেছে।

সে হঠাৎ চমকে জেগে উঠে দ্যাখে জনার্দন তার ওপর ঝুঁকে পড়ে কী করছে।

—চিৎকার করিব নি, চিৎকার করিব নি। বলতে বলতে তার সারা মুখে, খোলা হাতের পাতায় কী মাখিয়ে দিল, একটা ফলস গোঁফ লাগিয়ে দিল ঠোঁটের ওপর। ঝোড়া মতো গোঁফ, গায়ে জড়িয়ে দিল একটা দুর্গন্ধ চাদর, বলল—নামতে হবে। জিপ থেমে গেল তারা দুজন নেমে গেল। এবার মাঠের ওপর দিয়ে পথ। শনশন করে হাওয়া বইছে।

—রাস্তা দিয়ে যাওয়া যিবে না। গাড়িতে যাওয়া যিবে না, দিদিমণি ইবার কঠিনঅ হবে।

সেই দিগন্ত অবধি খোলা মাঠের মধ্যেও অবশ্য কুটির মিলল একটা। একটু জিরেন, তারপরে কুটিরের পিছন থেকে আবার একটা সাইকেল বার করল জনার্দন, যেন টুপির মধ্যে থেকে খরগোশ।

—হিরের কহানিটা স্মরণে আছে তো, দিদিমণি? সাইকেল চালাচ্ছে বন্ধুর বনপথ কি গ্রামপথ দিয়ে তবু তার মুখের কামাই নেই। প্যাডল মারছে আর সেই ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে আসছে তার কহানি।

—উর তো মোল্লায় আর বাপ-মায়ে বিবাহ দিয়ে দিল ভিন গাঁয়ে। আর রনঝা মনের দুখে ঘুরতে ঘুরতে বাবা গোরখনাথের যোগি হেই গলা। যোগি তো যোগি দেশে দেশে যায়, অলখ নিরঞ্জন হাঁকে, ভিখ মাঙে। তো হিরের গ্রামঅ মিলি গলো। মিলিবেই তো নাকী? দিদিমণি? বাস দুজনায় পলায়ে গলা, ধরা পড়িলে হির মোল্লাকে বলে—তার আসল বিবাহ এই রনঝা সুন্দরের সহিত। তার সাক্ষী আছে, জিব্রাইল ইস্রাফিল সমস্তে সাক্ষী আছে। শেষত সব মানি গলা, রনঝার ভাইরা খবর পেয়ে খুশি মনে বরাত পাঠায়, হিরসুন্দরী মনের মতন করে শিঙার

BanglaBook.org

করে, আর সেই দুষ্ট খুড়া মিঠাইয়ের সহিত তাকে গরল দেয়।

ঢলি গলা সুন্দরী গো! কাননের ফুল থিলা, হেলা আকাশেরঅ তারা
রনঝা এবার গরলঅ মিঠাই খায় পাগলের পারা।

নীরবে পথ পার হয়। আঁধার ক্রমে গাঢ় হয়ে ওঠে। তারা জ্বলে।

জনার্দন বলে—প্রেম হৃদিত রহিলে মানব জাতি বাঁশুরি শুনে দিদিমণি, প্রেম না রহিলে শুনে না, তখন সে ওই খুড়া, আর ওই বিষ লাড্ডু।...কেত্তা মারিবি মার! কেত্তা মারিবি?—সে প্যাডেলে চাপ দিতে দিতে আকাশের দিকে মুখ করে বলে উঠল।

দিব্যা ফিসফিস করে বলল—আপনারাও তো মারছেন দাদা? মারছেন না?

—দুষ্ট খুড়া ওই যে কহিলি, আর ওই বিষ লাড্ডু উদের মারি। আর কারে জ্ঞানে মারি না দিদি। উ হয়্যা যায়। ই যে জগৎ, বন পাহাড়, সমুদ্দুর, নদী ই সবার, নূতন কোনও কথা না, সক্কলে জানে, কিন্তু লোভে আন্ধা সব নিজ ভাণ্ডারে ভরিলা। নিজ উদরে পুরিলা। কী বা আছে ইদের? কিছু নাই। যুগ যুগ ধরি যা যা থিলা কাড়িকুড়ি নেয়। কেত্তো মারিবে? কেত্তো মারিবে?

দূর থেকে গানের শুধু সুর, শুধু সুর, ছেঁড়া ছেঁড়া, তারা ভরা আকাশের দিকে উঠে যেতে চায়, চারিদিকের সব গাছপালা কীটপতং, সবকিছুর কাছে পৌঁছতে চায়। দিব্যা ছুটতে শুরু করল।

বাস, জনার্দন পণ্ডা, কমান্ডার ইস্টার্ন রিজিয়েন্যাল ব্যুরো-র এবার ছুটি। একটি বালিকা এসে তার কাছে একটা আকুতি রেখেছিল, সে তাকে ফেরাতে পারেনি। এখানের ঘাঁটিতে সে জানিয়ে দিয়েছে সে আসছে, মেয়েটিকে নিয়ে আসছে, এবার আবির রাহা নামে যুবকটিকে তোমরা ছেড়ে দাও। আমি খবর পেয়েছি আবির রাহা র' (RAW) অর্থাৎ রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল উইং, ইন্ডিয়ার জয়েন্ট সেক্রেটারি, মাওবাদীদের মধ্যে কী কাজ করতে এসেছিল এখনও জানা যাচ্ছে না। কিন্তু এত উচ্চপদস্থ লোককে লড়াইয়ের এই স্টেজে আটকে রাখা ঠিক

BanglaBook.org

না। উপরন্তু বালিকাটি একেবারেই নির্দোষ তার কোনও ধান্দা নেই। কাজটা কঠিন, কাজটা বিপজ্জনক, তবু সে তো বিপদের জীবনই বেছে নিয়েছে! এ তো একজনের কাজ নয়, নির্দিষ্ট সময়েরও নয়। সে যাবে আরেকজন আসবে, সেও যাবে আরেক দল আসবে যতক্ষণ না প্রতিষ্ঠিত হয় এই সরল সত্য যে পৃথিবীর অধিকার সবার। সে এইভাবেই বোঝে তার মিশন।

জনার্দন যে কথাটা বোঝেনি সেটা হল দুলি গ্রামের দিক থেকে তিনটে ফোর্স একত্র হয়ে রনজার জঙ্গলের দিকে এগিয়ে এসেছে, তিনদিক ঘিরে ফেলেছে ওরা। সিআরপিএফ, লোকাল পুলিশের স্পেশ্যাল ডিভিশন এবং কোবরা। একেবারে নিঃশব্দে এসেছে। শীতের আকাশ ফাটিয়ে শব্দ করে ছুটে এল একঝাঁক গুলি। রঘুবীর বিদ্যুতের মতো ছুটে গেল বলল—অ্যাকশন! প্রত্যেকের হাতে অ্যাসল্ট রাইফল লাফিয়ে উঠল। জনার্দন দ্রুত ক্যালকুলেশন করে নিল, সে যে দিক থেকে এসেছে, সে দিকটায় কোনও ফোর্সের চলাচল দেখেনি। সে পিছিয়ে যেতে থাকল পিছিয়ে যেতে থাকল, সাইকেলটাকে কবজা করল তারপর মাঠ ভেঙে দৌড়োল তার সাইকেল যেন উড়ন্ত সাইকেল। রঘুবীর চেঁচিয়ে অর্ডার দিল—আবির রাহা আর নতুন মেয়েটিকে সামনে আমাদের কভার রেখে কমরেড তোমরা পিছোও। ওরা এগিয়ে যাক। আস্তে আস্তে যাবেএএ আবির রাহা। উই নো হু য়ু আর, খোদ র'-এর লোক তুমি। ডিমর‍্যালাইজ করতে এসেছ আমাদের। টেক কেয়ার। ডোন্ট ট্রাই এনিথিং ফানি।

দু'হাত তুলে এগিয়ে যাচ্ছে অসাড় দিব্যা। যাচ্ছিল আবির। শেষের কথাগুলো শুনে ফিরে দাঁড়াল। অদূরে দাঁড়িয়ে ইনা, তার চোখে অবিশ্বাস, ঘৃণা সেই সঙ্গে গভীর দুঃখ বিস্ফারিত হয়ে আছে।

—ইয়েস, আই অ্যাম ফ্রম র', বাট আই মেন্ট নো হার্ম ইনা, মাই চাইল্ড, আই হ্যাভ টোল্ড য়ু ওনলি হোয়াট আই বিলিভ ইন। যা বিশ্বাস করি তাইই বলেছি।

ইনার হাতে অবিশ্বাস্য দ্রুত উঠে এসেছে তার কালাশনিকভ। গর্জে

BanglaBook.org

উঠল। লাফিয়ে উঠল আবিরের শরীরটা তারপর ধড়াস করে পড়ে গেল চিত হয়ে। ফিনকি দিয়ে রক্ত উঠল। সঙ্গে সঙ্গে উলটো দিক থেকে বিদ্যুতের মতো দৌড়ে এল একজন, হাত দিয়ে দিব্যাকে দূরে ছুড়ে দিয়ে চার্জ করল, ইনার শরীরটা পেছন দিকে উলটে পড়ে মাটির ওপর কাঁপতে লাগল। পেছন থেকে এগিয়ে আসা ফোর্স এখন দখল নিয়েছে রণক্ষেত্রের। আবিরের শরীরটা রজনীশের হাত বেয়ে পৌঁছে যাচ্ছে স্ট্রেচারে। দিব্যা মাটিতে লুটিয়ে আছে, জ্ঞানহীন। রঙ্গরাজা রেড্ডি তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে পৌঁছে দিচ্ছে আরেকটা স্ট্রেচারে। বাকিটা কুরুক্ষেত্র।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

২০.

বাইরের দিকে চেয়ে আছে মেয়েটি। জানলার বাইরে ঘন সবুজ দেখা যায়। এইখানেই তার প্রকৃত জ্ঞান হয়েছে। এইখানে এক শান্ত দুপুরের আগে সে কোথায় ছিল, কেন ছিল, সবটাই আবছা হয়ে ছিল। আস্তে আস্তে সব মনে পড়েছে। সবটাই যেন স্বপ্ন, কিংবা গল্পকথা, সেই লোকটি কী যেন বলতে চেয়েছিল, বাঁশুরির কথা...ভুবন জুড়ে বাঁশুরি বাজছে, যাদের হৃদয় আছে তারা শুনতে পায়, অন্যরা পায় না,...সে লোকটি কি শুনেছে? তাই সে মানুষের জন্য দিওয়ানা, হির-রনঝার গল্প, সেই যে মেয়েটি...জিব্রাইল, ইসরাফিল, সবাই সাক্ষী ছিল...তার ইশ্‌কের, সে জোর গলায় বলে দিয়েছিল কথাটা। তার মনের জোর, বিশ্বাসের জোর এতটাই যে সবাই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। এই সব গল্প গল্প নয়, সবটাই সত্যি। কিংবদন্তিতে লোককথায় ছড়িয়ে ছড়িয়ে যায়, আর ভীষণ সত্যি বলেই সাধারণ পাগড়ি পরা গোলা-ভোলা মানুষও আগুনের পাশে গোল হয়ে বসে শুনে যায়, পাগড়ির কাপড় দিয়ে, ওড়নার খুঁট দিয়ে চোখ মোছে।...এই অনুভবে তার ভেতরে সাইক্লোনের মেঘ জমছে আবার উড়ে যাচ্ছে। আবহাওয়াবিদরা নাকাল হয়ে যাচ্ছেন, কিছুতেই বুঝতে পারছেন না, কেন ঝড়টা কেন্দ্রীভূত হতে হতেও হচ্ছে না। এ কী রকম নিম্নচাপ? একটি না একটি নার্স সব সময়ে মোতায়েন রয়েছে

BanglaBook.org

তার কাছে। তার কোনও প্রাইভেসি নেই। চোখ খুললেই মেয়েটির হাসিমুখ।

—আজ আপনার ছুটি—হাসিমুখ মেয়েটি বলল।—আপনি তো এখন ভালো হয়ে গেছেন!

সে কোনও কথা বলল না।

একটা প্যাকেট থেকে সে একসেট সালোয়ার কামিজ বার করল। এটা কি তার? সে চিনতে পারল না। হলুদ রঙের ওপর ছোট ছোট ফুল ছাপ।

—পরে নিন, এখুনি আপনার বাড়ির লোকেরা এসে যাবেন। তারপরে আর কী? আমাদের ভুলে যাবেন! মেয়েটি একই রকম হাসিমুখে বলল। তার মনে হল এ বোধহয় জীবনে কোনওদিন দুঃখ কাকে বলে জানেনি। নাকি এই এর পেশা। নিজের হাজারো দুঃখ থাক এই নিষ্পাপ হাসিমুখ দেখিয়ে যেতে হবে।

ঘরের মধ্যে ঢুকলেন এক ছোটখাট মধ্যবয়সি ভদ্রমহিলা, খুব চটপটে কিন্তু কেমন জুড়িয়ে আছেন আপাতত, খুব চেনা চেনা লাগল তার, ওঁর পেছনে পেছনে একটি ভদ্রলোক। এঁর মুখ আরও আরও চেনা। হু-হু করে স্মৃতি ফিরে আসতে লাগল, সে ভদ্রমহিলার কাঁধে মাথা রাখল। আরেক দিনও এমন রেখেছিল। হু-হু করে বৃষ্টি পড়ছে এ-দিগন্তে, ও-দিগন্তে। ভদ্রলোকের মুখ আবছা হয়ে যাচ্ছে অশ্রুর পর্দার ওপারে। তিনি যেন ক্রমেই তাঁর বয়স হারাচ্ছেন, আস্তে আস্তে খসে পড়ছে দশকগুলো, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন—প্রশান্ত বুদ্ধিমন্ত যুবক মুখ, বলল—আর কী! এবার বাড়ি চলো দিব্যা!

—

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG